বিচিত্র বঙ্গ-চিত্র।

প্রথম খণ্ড।

সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহাতে বঙ্গ সমাজের আভ্যন্তরিক
কুসংস্কার ও দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিগণের রীতি
নীতি অতি বিচিত্র রূপে বিশদ ভাবে
বিবরীত হইয়াছে।

কদাকার দেশাচার, না হইলে দূর।
কখন না হবে দেশে, মঙ্গল প্রচুর।
ভাল রূপে ভাল মন্দ, করি নির্ব্বাচন।
ভাল রাখি কর মন্দ, সমূলে পাটন॥
রাখিয়া জঘন্য প্রথা, সযতনে তুলে।
হানা কুঠারাঘাত, উন্নতির মূলে॥

শ্রীহরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
এবং প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৮ নং গোয়ালো লেন, নিউ টাউন যন্ত্রে,
শ্রীহারাধন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯৪ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

—

চিরারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অগ্রজ মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

বঙ্গ সমাজের আভ্যন্তরিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখিয়া আপনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং যাহাতে অবৈধ দেশাচার গুলির মূলোৎপাটন হয়, তদ্বিষয়ে আপনাকে বিশেষ মনোযোগী দেখিয়া আমি এই "বিচিত্র বঙ্গ চিত্র" নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা আমার অতি যত্নের ধন। এখানি সমর্পণ করি, আপনি ব্যতীত এমন ব্যক্তি দৃষ্টি গোচর হয় না। যে হেতু আপনি আমাদের পরম হিতৈষী, অসীম স্নেহকারী, চির প্রতিপালক, এবং সমধিক ভক্তিভাজন। আমরা যখন শৈশব কালে পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া এই সংসার পারাবারে নিমগ্ন হইতে ছিলাম, আপনি তরণি স্বরূপ হইয়া আমাদিগের উদ্ধার করিয়াছেন। এবং স্নেহে লালিত, যত্নে পালিত, ধনে শিক্ষিত করিয়া আমাদিগকে মানব নামের উপযোগী করিয়াছেন। তজ্জন্য এই "বিচিত্র বঙ্গ চিত্র" গ্রন্থখানি আপনার শ্রীপাদ পদ্মে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

প্রণত শ্রীহরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

এই উনবিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে চাবি দিকে সভ্যতাব স্রোত তব তব বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যাব বিমল জ্যোতিতে চাবি দিক ভাসমান হইতেছে, শিক্ষিত জনগণ সম্যক্ বিদ্যালাভ কবত বুদ্ধি মত্ত্বাব পবিচয় দিয়া স্বদেশেব মুখোজ্জল কবিতেছেন। বিজ্ঞান বিদ্ মনস্বীগণ বৈজ্ঞানিক কার্য্য দর্শাইয়া লোক বিমোহিত কবিতেছেন। ভাবত যেন নূতন বেশ ধাবণ কবিযাছে। বঙ্গ সন্তান গণেব কার্য্য কুশলতা, বাক পটুতা বুদ্ধি মত্ত্বা ও বাহ্যিক উদ্যমতা দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে তাঁহাবা ভাবতেব অন্যান্য প্রদেশ বাসী অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছেন। তাঁহাদিগেব বাহ্যিক কার্য্য কলাপ দ্বাবা এরূপ অনুমান কবা বিচিত্র নহে, কিন্তু দারুণ দেশাচাব সম্বন্ধে তাঁহাদিগেব আভ্যন্তবিক অবস্থা পর্য্যালোচনা কবিলে সে বিশ্বাস আব মনে স্থান পায না। দারুণ দেশাচার হিন্দুসমাজ হইতে অপনীত কবণে কৃত বিদ্যদিগেব ইচ্ছা থাকিলেও সামাজিক নিগ্রহ ভযে তাঁহাবা তাহা হইতে বিবত থাকেন। দুই একজন এরূপ সামাজিক নিগ্রহ সহ্য কবিয়াও নিজ পাবিবাবিক কুসংস্কাব সকল অপনীত করিযাছেন সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগেব সংখ্যা অঙ্গুলী মাত্র গণনীয থাকাতে তাঁহারা নিতান্ত হীনবল হইযা আছেন। অনেকে দেশাচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা প্রবন্ধাদিতে লিখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন ধাতুব বলিযা দেখা যায়। সকলেই যদি স্ব স্ব সাধ্যানুসাবে নিজ নিজ কার্য্য কলাপে ও পারিবারিক

কার্য্য সমুদায়ে অবৈধ দেশাচার দূরীভূত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক অবৈধ আচার গুলিও ক্রমে২ অন্তর্হিত হইয়া সমাজ নব জীবনে নূতনত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত চেষ্টা ভিন্ন জাতিগত উন্নতি কখন সম্ভব পর নহে। সমাজ হইতে অবৈধ দেশাচার উন্মূলন করিবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবৈধ দেশাচার ঘটিত অনিষ্ট গুলি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতে হইবেক। দেশাচারের দোষ গুণ সরল ভাষায় প্রকটন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অধুনা বঙ্গীয় গ্রন্থকার গণ নাটক, নবন্যাস, উপন্যাসাদি লিখিয়া বঙ্গ ভাষার অপূর্ব্ব শ্রীসাধন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যদি কল্পিত উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া দেশাচার অবলম্বন করিয়া নাটক বা উপন্যাসচ্ছলে সাধারণকে দেশাচার ঘটিত অনিষ্ট গুলি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে অকৃতকার্য্য হইলেও তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইতেন।

দেশাচার ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করা বহু দিবস হইতে আমার ইচ্ছা ছিল, তদনুসারে গ্রাম্য হিন্দু সামাজিক আচার সম্ভূত কতিপয় প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি রচনা করিয়া সুবিজ্ঞ পাঠক গণের হস্তে অর্পণ করিলাম। এখন দেশহিতৈষী বিদ্বৎপ্রবর পাঠকগণকে সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন ইহার দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহের সহিত গ্রহণ করেন। এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করা দুরাশার কার্য্য জানিয়াও কেবল কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে অগ্রসর হইয়াছি। প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে

বিরচিত বলিয়া পাঠকগণ ইহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহকারে স্বীকার করিতেছি, আমার পরম বন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুত বাবু জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রাম লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম,.এ, মহাশয় বহু যত্নের সহিত এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ঐ মহোদয় দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি।

শ্রীহরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বিচিত্র বঙ্গ-চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দুর্লভপুর নামে একখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। পঞ্চ বিংশতি বৎসর অতীত হইল এই গ্রামে প্রায় সকল জাতির বহু সংখ্যক লোক বাস করিত। গ্রামের জমীদার ভক্তরাম গোস্বামী। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থা ছিল, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ ছিলনা, প্রত্যুত তদ্বিষয়ে সবিশেষ উপেক্ষা ছিল। কেবল তিনিই যে বিদ্যা বিদ্বেষী ছিলেন, এমত নহে, গ্রামের প্রাচীন সকলই ইংরাজী বা বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা শ্রবণ করিলে সাধ্যানুসারে বাধা দিতে ত্রুটি করিতেন না। দুর্লভপুরে প্রায় দুই শত মুখ্য কুলীনের বাস ছিল। বিবাহ তাঁহাদিগের উপজীবিকা। কেহ কেহ একশত পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন। এই সকল কুলীনদিগের কন্যাগণকে সমযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে হইত। সুতরাং কুলীন কুমারীগণের অনেকেই বিবাহের দিন ভিন্ন স্বামী সন্দর্শন লাভে বঞ্চিতা থাকিতেন। গ্রামস্থ লোকের মধ্যে তৃতীয়াংশ গোস্বামী। শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সকল গোস্বামীগণের মধ্যে অনেকেই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। যেখানে এত গোস্বামী, সেখানে যে অনেকগুলি বৈষ্ণবেরও বাস ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েক ঘর শুক্র বিক্রেতা বংশজ ব্রাহ্মণ বাস করিত। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শিষ্য, কেহ বিবাহ, কেহ বৃত্তি, কেহ কন্যাবিক্রয়, কেহবা যাজন ক্রিয়া দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কেবল একব্যক্তি নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক বিবিধ বিষয় কর্ম্ম করতঃ অনেক কৌশলে কিছু সঙ্গতি করিয়া

দুর্লভপুরে বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া গ্রামস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহাকে "অতিবুদ্ধি চৌধুরী" বলিত। ভক্তরাম গোস্বামী জমীদার হইয়াও তাঁহাকে সম্মান করিতেন। গ্রামের অনেকেই জানিতেন "অতিবুদ্ধি চৌধুরী" একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ, ও জ্ঞানী লোক। ৬৭ বঙ্গাব্দে মিসনারিদিগের প্রযত্নে দুর্লভপুরের প্রান্তভাগে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকা বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তজ্জন্য "অতিবুদ্ধি চৌধুরী" ভক্তরাম গোস্বামীর নিকট গমন পূর্ব্বক গ্রামস্থ প্রাচীন বর্গকে আহ্বান করিয়া বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করেন—

হয়না মঙ্গল আর, সহেনা এ অত্যাচার,
রহেনা স্বধর্ম্ম আর দেশে।
যে কথা শুনিতে নাই, হায়রে স্বচক্ষে তাই,
দেখিতে হইল এ বয়েসে॥
দেশে নারী বিদ্যালয়, অবাধে স্থাপিত হয়,
সাধে কি বিষাদে তনু ভাসে।
কি ছিল পূর্ব্বের ভাব, ক্রমে সেই ভাবাভাব,
কালের স্বভাব কেবা নাশে॥
বামাগণ বোধ হীন, অজ্ঞানান্ধ কূপে লীন,
মলিন যাদের মন সদা।
পশুতুল্য আচরণ, তাহাদের বিদ্যা ধন,
বিতরণ না করিবে কদা॥
বিশেষ সধবা চয়, যদি যায় বিদ্যালয়,
অবশ্য বৈধব্য দশা পাবে।
স্বপতি ঘাতিনী হয়ে, বৈধব্য যন্ত্রণা লয়ে,
চিরকাল কিসুখে কাটাবে॥
নারী হ'লে বিদ্যাবতী, দেশের কি হবে গতি,
ভাবিলে যে শেল বেধে মর্ম্মে।
পতি ভক্তি হবে হত, সদাই কু কাজে রত,
অবিরত বিরত স্বধর্ম্মে॥

হিন্দুধর্ম্ম যাহা আছে, কেবল নারীর কাছে,
পুরুষেত্ত্ব যার আনা নাই।
মাকাল মনসা ষষ্ঠী, তলায় কে দিবে ষষ্ঠী,
পুরুষে এমন নাহি পাই॥
ইতু ঘেঁটু দেব গণ, নামে কেহ সুখী নন,
কেহ না এদের মান রাখে।
স্ত্রী লোকেরা আছে যাই, এসব দেবতা তাই,
মাঝে মাঝে পূজা পেয়ে থাকে॥
ভূত প্রেত দক্ষ দানা, চির কাল আছে জানা,
মনে হলে অঙ্গ কাঁপে ডরে।
সবাকার এ বিশ্বাস, হইযাছে প্রায় নাশ,
মেয়েরা সম্মান সুধু করে॥
গ্রামের যুবক দলে, বিষয় কর্ম্মের ছলে,
বিদেশে থাকেন ঠাঁই ঠাঁই।
লজ্জা খেযে বলি ফুটে, ক্রিয়ে কাজ গেছে উঠে,
লুচি মণ্ডা দেখিতে না পাই॥
মেয়েরা সোণার চাঁদ, পার্ব্বণ না দেয় বাদ,
লযে ব্রত বিব্রত সতত।
ব্রাহ্মণের রাখে মান, দেয় ভোজ জলপান,
ভক্তির সহিত শক্তি মত॥
অবোধ নারীর কাছে, কেমন প্রভুত্ব আছে,
একবার ভেবে দেখ সবে।
বই পড়ি চাঁরি পাত, আর না বাঁধিবে ভাত,
ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ হবে॥
মেযে হ'তে আমাদের, উপকার হয় ঢের,
বিদ্যা হ'লে সুখ বাঞ্ছা হবে।
তারা যদি হয় বাবু, নিশ্চয আমরা কাবু,
হাবু ডুবু খেতে হবেভ বে॥

কেবল গৃহিনী গণ, যদি কিছু বাবু হন,
তাহলে কতক পদে রয়।
মাসী পিসী খুড়ী জেঠি, ভগিনী ভাগিনী বেটী,
বাবু হ'লে সেটী নাহি সয়॥

"অতি বুদ্ধি" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নলভপুরের পশ্চিম পাড়ায় সাবিত্রী নাম্নী একটী অতি দুঃখিনী বিধবা কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা বাস করিতেন। নির্ম্মলা নাম্নী তাহার একমাত্র কন্যা ছিল। সাবিত্রী কুলীন বধূ দিগের যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া বালিকাবস্থায় কন্যার বিবাহ না দিয়া লোক নিন্দা সহ্য করিয়া গ্রামস্থ বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাটীকে পড়িতে দিয়া ছিলেন। নির্ম্মলা অতি সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। এক দিন নির্ম্মলা জননী সাবিত্রীর নিকট অতি বিনীত ভাবে কহিলেন।

মা, আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রথা নাই। অতি গোপনেও স্ত্রীলোকেরা একখানি বই পড়িতে ভয় করে। কিন্তু আপনি কি প্রকারে শৈশব কালে আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহসিনী হইয়া ছিলেন, আবার কি কারণেই বা এই দুঃসময়ে আমার লেখা পড়ার জন্য প্রাণপণে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অধিক লাভ হইলেও যে নিন্দা লোকে সহ্য করিতে পারেনা, আপনি কি নিমিত্তই বা নিরর্থক সেই লোক নিন্দা অনায়াসে সহ্য করিতেছেন?

সাবিত্রী কহিলেন বাছা! এর অনেক কারণ আছে। তোমাকে লেখাপড়া শেখান আমার নিরথক বোধ হয় না। তুমি আজ বাদে কাল কুলীনের বউ হবে, সংসারের সুখ কিছুই জানিতে পারিবে না। তাই ভাবিলাম, আমার পেটেত ছেলে হয়নি, তুমিই আমার সাত বেটা। তোমাকে ছেলের মত লেখা পড়া শেখাতে ইচ্ছা হয়। আমার কপালে যা ছিল তা হয়েছে। এখন তোমাকে যদি আমার মত চির দুঃখিনী হ'তে হয়, তা দেখে কি আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি, একটু২ লেখা পড়া শিখিলে তবু দুর্ভাবনার সময় দুই এক খানা বই

পড়েও অন্যমনস্কে থাকিবে। আর আমিও ঘরে বসে দুবেলা মহাভারত শুনিতে পাব। বাছা। এই জন্যই তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে আমার এত যত্ন।

নির্ম্মলা। মা, আপনি আমায় কুলীনের করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং আমার অদৃষ্টে যে কিছুমাত্র সুখ নাই, তাহাও এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমায় যদি লেখা পড়া না শিখাইতেন, তাহাহইলে আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ হইত। এক্ষণে আপনার মতের বিপরীত কাজ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হায়! আমার ন্যায় পাপিনী আর ভূমণ্ডলে নাই—

করেছেন বিধি যারে, কুলীনের মেয়ে।
এ জগতে কে দুঃখিনী, আছে তার চেয়ে॥
মা মোরে কুলীন করে, যদি দেহ সুঁপে।
কিছু মাত্র সুখ নাহি, পাবে কোনরূপে॥
কুলীন সমুদ্র মাঝে, যেই নারী যায়।
সপত্নী কুম্ভীরে তারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়॥
মূর্খতা হাঙ্গর তায়, অহঙ্কার ঢেউ।
সে সাগরে অবলা কি, যেতে পারে কেউ॥
মা আমি দুঃখিনী তায়, বলহীন বালা।
পড়িলে সে পারাবারে, পাব বড় জ্বালা॥
দেখেছি কুলীন গণ, শত বিয়ে করে।
কোন প্রাণে মা আমায়, দিবে হেন বরে॥
সাধের জামাই তব, আসিবে যখন।
কোথা পাবে ক্ষীর ছানা, নবনী মাখন॥
প্রাণ পণ করে যেবা, আগে চাবে পণ।
আমারে করোনা মাতা, তাহারে অর্পণ॥
যার প্রয়োজন কিছু, নাহি নারী ধনে।
সে নারীর প্রিয়জন, হইবে কেমনে॥
যে জন আমারে পেয়ে, লাভজ্ঞান করে।
জননী গো মোরে সুঁপে, দিও তার করে॥

সাবিত্রী। বাছা, তোমার যে এত জ্ঞান হয়েছে তা আমি স্বপনেও জানিতাম

না। আহা! ঐ ভাবনাতেই ত আমার আহার নিদ্রে নেই। দেখ, তোমার ষোল বচোর বয়েস হয়েচে, কেবল পোড়া কুলীনের ঘরে জন্মেছো ব'লে আজও বে দিতে পারিনি।

নির্ম্মলা। মা, সে জন্যে আমি দুঃখিত নই, বরং অহ্লাদিতা আছি। বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে কি মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিতাম? না পতি কি রস জানিতে পারিতাম? আপনিও কুল রক্ষার্থে নিষ্ঠুর লোকের পরামর্শে আমাকে অকূল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেন। সেরূপ বিবাহ হওয়া অপেক্ষা বিবাহ না হওয়াই মঙ্গল—

লোকে যারে কুল কয়, সে কুল শাস্ত্রের নয়,
মনুষ্যের কৃত গো, মনুষ্যের কৃত।
তার লাগি বঙ্গ বালা, পায় যে বিষম জ্বালা,
জনমের মত গো, জনমের মত॥
সুরূপা সুগুণবতী, না পায় সুযোগ্য পতি,
ভুবন ভিতরে গো, ভুবন ভিতরে।
এ পোড়া কুলের জন্যে, একেবারে পাঁচ কন্যা,
দেয় বুড়া বরে গো, দেয় বুড়া বরে॥
কেমনে আসিল কুল, জানিয়া তাহার মূল,
কে করে উপায় গো, কে করে উপায়।
বঙ্গ বালা জলে পড়ে, তবু না নিয়ম নড়ে,
ভেবে কান্না পায় গো, ভেবে কান্না পায়॥
কুলীনের গুণ স্মরী, কাঁপে অঙ্গ থর হরি,
মরি প্রাণ যায় গো, মরি প্রাণ যায়।
আগে ছিল নবগুণ, ইদানী যে কালী চুণ,
পড়িয়াছে তায় গো, পড়িয়াছে তায়॥
কুলীন কু কাজে লীন, তবু তারা চির দিন,
কেন মান পায় গো, কেন মান পায়।
কাটিলে কুলের মূল, নারী কূল পায় কূল,
নহে বড় দায় গো, নহে বড় দায়॥

সাবিত্রী। বাছা, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে। আমি কুল যাবার ভয় করিনে, কেবল লোকনিন্দার ভয় করি। তোমাকে অঘরে দিলে লোকে বলিবে "নির্ম্মলার মা নির্ম্মলাকে বেচে টাকা নিয়েচে। আমি অনাথিনী, দুঃখিনী, লোকে অনায়াসেই এই কথা বলিবে। বাছা! কেবল সেই ভয়েতেই তোমাকে অঘরে দিতে সাহস হয় না।

নির্ম্মলা। মা, যদি একটু নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেই আমাদের ভাল হয়, সে নিন্দা গ্রাহ্য না করাই উচিত। জগতে নির্ধন ব্যক্তি কিছু মাত্র নিন্দার কাজ না করিলেও অনেকের নিকটে নিন্দনীয় হয়। আর ধনবান ব্যক্তির পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যাহার প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা থাকে, অনেকেই তাহার মনোরঞ্জনার্থে সহস্র দোষকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। অনেকে ভয় প্রযুক্ত ধনীর যথার্থ দোষ উল্লেখ করিতে সাহস করেনা। আর নির্ধন ব্যক্তি সকলকে ভয় করিয়া চলে, তবু লোকে তাহার নিন্দা করে। মা, ভগবান যখন আমাদের দুঃখিনী করেছেন, তখন অনেকেই আমাদের নিন্দা করিবে। কিন্তু কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, বিবেচক, এবং পর দুঃখে কাতর; এমন ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কখন নিন্দা করিবেন না, বরং সন্তুষ্ট হইবেন, ও জানিতে পারিলে সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

সাবিত্রী। বাছা, আমারত তিন কাল গেছে, এক কালে ঠেকেছে। আর আমরা সে কেলে মেয়ে মানুষ, কিসে কি হয় কিছুই বুঝতে পারিনে। এখন তুমি আপনি বুঝে যাতে ভাল হয় তাই করিবে। আহা! তুমি দশ খানা গহনা পরিবে, ভাল থাকিবে, তাতে কি আমার অসাধ।

নির্ম্মলা। মা, গহনা পরা কি ভাল থাকার জন্য আমি ভাবিনে। স্বামীর স্নেহ পাইয়া যদি দিনান্তে শাকান্ন আহার করি, তাহাতেও সুখ বোধ হইবে। আপনি যখন আমায় বিদ্যাদান করিয়াছেন, তখনি বুঝিতে পারিয়াছি স্বামী স্নেহ অমূল্য গহনার অপেক্ষাও মূল্যবান। বহুপত্নীর পতি কুলীন বরকে যদি আমায় সমর্পণ করেন, আমি নিশ্চয়ই স্বামীর স্নেহবিন্দু পাইব না। আবার আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আপনার বুক ফাটিয়া যাইবে। যদি কেবল আমার কষ্ট হইত, এত ভাবিতাম না। মনে করিতাম আমি বিধবা হইয়াছি। আমাদের দেশে আমার ন্যায় অল্প বয়সে বিধবা হইয়াত অনেকে

বাঁচিয়া থাকে। আমি না হয় সেই রূপেই কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু মা! আমি আপনার যন্ত্রণা আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। আপনি চির দুঃখিনী, কেবল আমার মায়ায় বদ্ধ হইয়া আমার মুখ চাহিয়া দারুণ দুঃখের সংসারেও আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু কুলীন বরের সহিত আমার বিবাহ দিয়া তাহার নিষ্ঠুরতায় আমার বিরস বদন দেখিলে কি আপনি বাঁচিবেন? আমি সেই অবস্থায় আপনাকে মনাগুণে দগ্ধ হইতে দেখিলে যে কি করিব, ভাবিলে জ্ঞান থাকেনা।

এই দুর্লভ পুরেই সে দিন স্বচক্ষে কুলীনের যে কাণ্ড দেখিয়াছি, তার সমুদায় বলিতে হইলে এক দিনে শেষ হইবেনা, সংক্ষেপে একটু বলি—

দেখিয়াছি কুলীনের, ক্রুর আচরণ।
মনে হ'লে ঘৃণা হয়, দুঃখে ভাসে মন॥
ও পাড়ার লক্ষ্মীমণি, অতি লক্ষ্মী মেয়ে।
নম্রভাবে পথে চলে, মাটি পানে চেয়ে॥
কুলীনের সঙ্গে তার, বিবাহ হইল।
ছ বৎসর পরে স্বামী, প্রথম আসিল॥
আসিয়াই বলিল সে, নিষ্ঠুর বচন।
কি সঞ্চয় করেছিস, আমার কারণ॥
বজ্রসম বাক্য শুনি, হয়ে অধোমুখ।
সরোদনে নারী তার, জানাইল দুখ॥
কুলবালা না হইলে, ভ্রমিয়া ভুবন।
করিতাম তব লাগি, অর্থ উপার্জ্জন॥
বয়স্থা রমণী হ'লে, কাটনা কাটিয়া।
করিতাম কিছু তুষ্ট, কিছু ধন দিয়া॥
অল্প দিন বাল্য কাল, হইয়াছে গত।
ছিলাম ত এত দিন, খেলাতেই রত॥
সম্প্রতি চিনেছি পতি, নারীর কি ধন।
কিন্তু শিখিনাই ধন, করিতে অর্জ্জন॥

এ যাত্রায় লক্ষ্য খালি, সেবা ভক্তি ধন।
কাটনা কাটিয়া কাল, কাটাব এখন ॥
কহিল কুলীন পতি, রাগে হয়ে ভোর।
রমণীর মধ্যে তুই, খল গ্রহ মোর ॥
না আসিলে নিষ্ঠুরতা, এলে লাভ নাই।
যমালয়ে যানা কেন, ঘচুক বালাই ॥
বলিতে বলিতে ক্রোধে, কাঁপে কলেবর।
করিল যা শেষ কাজ, বলা সু দুষ্কর ॥
এসব ঘটনা আমি, নয়নে দেখেছি।
ঠেকে শেখা নিরর্থক, দেখিয়া শিখেছি ॥
এ হেন কুলীন করে, মোরে সমর্পিয়া।
কি সুখ পাবেন মনে, দেখুন ভাবিয়া ॥
এমন বিবাহে কিছু, নাহি সুখ লেশ।
এইরূপে চিরকাল, থাকি তাও বেস ॥
ভেবনা মা আছি ব'লে, অইবড় মেয়ে।
শুষ্ক সরোবর ভাল, পচা জল চেয়ে ॥
কুলীনের গুণাগুণ, শাস্ত্রে কিছু নাই।
করিবেন কেন তবে, কুলীন জামাই ॥
অনেক যতনে মোরে, দিলে বিদ্যাদান।
তাইতে বুঝেছি মিথ্যা, কুলীনের মান ॥
জানিয়া কেমনে, কাল ভুজঙ্গ ধরিব।
বরঞ্চ এরূপে কাল, সহর্ষে হরিব ॥
নিয়ত তোমার সেবা, করিব কেবল।
থাকিব পরম সুখে, হবনা চঞ্চল ॥

সাবিত্রী। বাছা, আর বলিতে হইবেনা। আমি কুলীনদের বেশ জানি। তোমার দুই মাসী কুলীনের হাতে পড়িয়া যম যন্ত্রণা পাইয়াছে, আমিও অনেক ভুগিয়াছি। আমাদের আত্মীয় যিনি যেখানে আছেন, সকলেরই এই দশা। তবে আগে আমি জানিতাম না যে কুলীনের মান মিথ্যা। এখন

তোমার মুখে শুনিযা কুলীনের প্রতি আমাব অতিশয অশ্রদ্ধা হইল। আমি যে কষ্ট কবিযা তোমায লেখা পড়া শিখাইযাছি, আজ তাব সার্থক হইল। এবং প্রতিজ্ঞা কবিলাম কিছুতেই কুলীনেব সহিত তোমাব বে দিব না। এখন কিরূপ পাত্রে তোমায সম্প্রদান কবিলে ভাল হয, তুমি আপনিই তাব বিবেচনা কব। তোমাব বাপ খুড়া কেহ নাই, সকল কাজই তোমায নিজে কবিতে হইবে। তাতে লজ্জা কবিলে চলিবে না।

নির্ম্মলা। মা..আমাব বিবেচনায, যাঁহাবা বংশজ ভাবাপন্ন বলিযা অতি সুনীতি সম্পন্ন হইযাও পণ দিযা বিবাহ কবিযা থাকেন, তাঁহাদেরই কোন ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থ হইযা আমায দান করুন। তাহা হইলে কন্যা ক্রয বিক্রয়েব পাপ ঘটিবেনা, অথচ আমাকেও কালান্তক-যমসম কুলীনের গৃহিনী হইতে হইবেনা, এবং আপনিও আমাকে যার পব নাই সুখ ভাগিনী দেখিযা সুখী হইবেন।

সাবিত্রী। বাছা! এ পোড়া কপালে কি এত সুখ হবে যে তোমাকে স্বামী পুত্র লযে ঘবকন্না কবিতে দেখিযা মরিতে পাব।

নির্ম্মলা। মা, যদি সামান্য লোক নিন্দার ভয না করেন, অবশ্যই আপনাব সাধ পূর্ণ হইতে পাবে।

সাবিত্রী। আচ্ছা আমি তাই কবিব। কিন্তু বল্লভ পুরে ধনঞ্জয ও মৃত্যুঞ্জয নামে তোমার দুটী বৈমাত্র ভাই আছে, তাদেব একবাব সংবাদ না দিলে ভাল হয না। নহিলে ইহার পর তাহাবা বলিবে "কুলীনেব ঘরে কি ভাল পাত্র নাই" আমাদেব জানাইলে পাত্রও ভাল হইত, কুলও থাকিত।

নির্ম্মলা। আচ্ছা মা, তাঁহাদেব সংবাদ দেওযা যদি নিতান্ত আবশ্যক বোধ করেন, দিন। সে কেবল তাঁহাদেব নিকট আমাদের নির্দ্দোষী হওয়া মাত্র, অন্য কোন ফল হইবাব সম্ভাবনা নাই। তথাপি জানান আবশ্যক বটে।

সাবিত্রী। তবে আমার জবানী একখানি পত্র লেখ, আমি আজই সেখানে লোক পাঠাইব। তোমায আব কি বলিব, যাতে সকল দিক বজায থাকে, এমনি যেন লেখা হয।

নির্ম্মলা পত্র লিখিতে আবম্ভ কবিলেন। এই অবসবে সাবিত্রী গৃহকার্য্য সম্পন্ন কবিযা নিশ্চিন্তভাবে পত্র শ্রবণ কবিতে কন্যাব নিকট উপবেশন কবিলেন। নির্ম্মলা পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রাণতুল্য শ্রীমান ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

বাবাজী দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু।

বহু দিবস হইল তোমাদের কুশলাদি সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করিতেছি। ত্বরায় পত্রাদি লিখিয়া চিন্তাদূর করিবে। এখানে তোমার ভগিনী শ্রীমতি নির্ম্মলা দেবীর বিবাহ কাল সমুপস্থিত, আর কোন ক্রমেই রাখিতে পারা যায় না। তোমরা এ বিষয়ে কি করিতেছ জানিতে না পারিয়া ভাবিত,আছি। আমার ইচ্ছা যে একটী গুণবান পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি। কিন্তু গুণবান অথচ সমঘর, এমন পাত্রে অর্পণ করিতে আমার সাধ্য নাই, যেহেতু তাহাতে ব্যয় বাহুল্য। অতএব তোমরা যদি কুল রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে সুনীতি সম্পন্ন, ও এক বৈ দুই বিবাহ করিবেন না, এমন একটী পাত্র আনিয়া আমার কন্যার সহিত বিবাহ দেহ। নচেৎ আমার প্রতিপালিত কন্যা আমি ইচ্ছানুসারে সৎপাত্রে প্রদান করিব। ইতি তারিখ ১০ই ফাল্গুণ।

কুশলাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমত্যা সাবিত্রী দেবী।

সাবিত্রী। বাছা, বেস লেখা হয়েছে। দেখ দেখি, তোমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলাম বলিয়াই ত এমন লেখা হইল। নহিলে কে এমন করিয়া লিখিয়া দিত, আর আমাদের মনের কথাই বা কে জানিতে পারিত? এখন পত্র খানি দেও, আমি ঘাটে যাবার সময় গণ্শা কৈবর্ত্তকে দিয়া যাব।

নির্ম্মলা জননীকে পত্র প্রদান করিলেন। সাবিত্রী পত্র লইয়া দুর্লভপুর পূর্ব্ব পাড়ায় গণ্শা কৈবর্ত্তের বাটী গিয়া তাহাকে ডাকিলেন।

গণ্শা। কিগো মা ঠাউরুণ যে, এস্তে এজ্ঞে হয়। কি মনে ক'রে এযেচেন?

সাবিত্রী। গণেশ, বল্লভপুরে আমার সতীনপোর বাড়ী একখানি চিটী নিয়ে যেতে হবে, বড় দরকারী পত্র, দেরী করা হবেনা, আজকে যাওয়া চাই॥

গণ্শা। আচ্ছা মা ঠাউরুণ আমি আজই যাব, তবে পয়সা সেখানে মিল্বে না এই খানেই দেবে।

সাবিত্রী। সেখানে পয়সা চেয়ে কাজ নেই, দেয় ত নিস। নহিলে আমিই পয়সা দেব, তোর পয়সার ভাবনা কি ?

গণ্শা। আ মাঠাউরুণ। যে সতীন বাড়ী মোরে পাঠাচ্চো, তারা আবার পয়সা দেবে, সেতা না পার্ব বসতি না পাব খাতি। সেই সঞ্জেবেলা এক মুটো ভাতের উপর এক গিরে তেঁওল আর এক হাতা কলুয়ের দাল। মুই সেখানে দুবার গিয়েলাম, তাতে বড্ডি নাকাল পেয়েচি।

সাবিত্রী। আমি এইখানেই তোরে এক দিন খাওয়াব কিন্তু আজই যেতে হবে, আর দেরী করা হবেনা।

গণ্শা সাবিত্রীর পত্র লইয়া বল্লভপুরে ধনঞ্জয় মখো'পাধ্যায়ের বাটীতে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্লভ পুরের উত্তর পাড়ায় জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী। তিনি বাল্য কালে পিতৃহীন হইয়া এবং ধনাভাবে নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াও নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের বলে বিলক্ষণ বিদ্যাভ্যাস করতঃ রাজকীয় পদে অভিষিক্ত হইয়া কাশীতে গমন করেন। তথায় কিছু দিবস ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা নিরতিশয় কষ্টকর বোধ হওয়াতে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলে পর চাকরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতেই ব্যবসায় আরম্ভ করেন। যদিচ মূল ধন অল্প ছিল, কিন্তু অমূল্য ন্যায পরতা ও সৌজন্য ধনের প্রভাবে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। বড়২ মহাজনেরা জ্ঞানেন্দ্র বাবুর নাম শুনিবামাত্র অধিক মূল্যের দ্রব্যাদিও অগ্রে দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্রেতারা বহু দূর হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বিপণিতে আগমন করিত। অনেকে বলিয়া থাকেন "মিথ্যা কথা ব্যতিত ব্যবসায় চলেনা" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবুর মত ইহার বিপরীত। তিনি কহিতেন, মিথ্যা কহিলে কদাচ ব্যবসায়ে উন্নতি হয়না। ফলতঃ সত্য পথ অবলম্বন করাতে অল্প কালের মধ্যেই তিনি সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ পুরের বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবার কিয়দ্দিবস পরেই জ্ঞানেন্দ্র বাবু কাশী হইতে সপরিবারে জন্মভূমি দুর্লভপুরে আগমন করিলেন। গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাহার সাহায্য করিতে

লাগিলেন। দুর্লভপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় সেনের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম মিত্রতা জন্মিল। সত্যপ্রিয় বাবু একজন সুযোগ্য, সত, ও পরোপকারী শিক্ষক ছিলেন। যুবক দলের মধ্যে যাঁহারা মদ্যপানে বিরত, তাঁহারাই কেবল জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাটীতে গমন করিতে পাইতেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা কহিতেন. "জ্ঞানেন্দ্র বাবু লোক মন্দ নন, বিদ্যা বুদ্ধি, সভ্যতা, দেশ হিতৈষিতা, পরোপকারিতা, প্রভৃতি মানবোচিত গুণে অলঙ্কৃত আছেন, কেবল হিন্দুধর্ম্মে আস্থা না থাকাতে দোষের হইয়াছে।

জমীদার ভক্তরাম গোস্বামী ও অতিবুদ্ধি চৌধুরী জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কিঞ্চিন্মাত্র প্রশংসা করিতেন না। সর্ব্বদাই কহিতেন, "হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহার হিন্দুধর্ম্মে মতি নাই, তাহার আবার বিদ্যাকি, বুদ্ধি কি, এবং ধর্ম্মই বা কি? সে ব্যক্তি কখনও সজ্জন হইতে পারেনা। স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগী, সত্য বলিলে পরলোকে মিথ্যা বলার দণ্ড প্রাপ্ত হয়, দান করিলে হরণের পাপগ্রস্থ হয়, এবং তাহার দয়ার ফল নির্দ্দয়তার অপরাধে পরিণত হয়" প্রাচীন দলের মধ্যে ন্যায়বাদী শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যথার্থই ন্যায়বাদী। তিনি কাহাকেও ভয় না করিয়া দোষীর দোষ উল্লেখ এবং গুণীজনের প্রশংসা করিতেন। এমন কি, কাহারও সহিত শত্রুতা থাকিলেও তাহার গুণগ্রামের প্রশংসা করিতে বিরত থাকিতেন না। তোষামোদ দ্বারা কাহারও স্নেহ বা অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিতেন না। এই সকল গুণ দেখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাকে ন্যায়বাদী শর্ম্মা উপাধী প্রদান করিয়া ছিলেন। প্রাচীন দলের মধ্যে কেবল ন্যায়বাদী শর্ম্মাই জ্ঞানেন্দ্র বাবুর গুণের সম্যক পক্ষপাতি ছিলেন।

এক দিবস জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন, নিকটে প্রাচীন দলের কয়েক ব্যক্তি, যুবক দলের কয়েক জন, এবং পুরোহিত বসিয়া নিজ২ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। প্রান্তভাগে ফলার প্রিয় ব্রাহ্মণ কয়েক জনও বসিয়া ছিলেন। প্রাচীন দলের একব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে কহিলেন, বাপুহে! তুমি দুর্লভপুরের শ্রী, কৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন বিষয়েরই অপ্রতুল নাই। এ বৎসর মহামায়ীকে আনয়ন কর। দিন থাকিতে একদল যাত্রা ওয়ালা ও দুইদল কবিওয়ালার বায়না করিতে পাঠাও। সময় নিকট হইলে মিলা ভার হইবে।

তোমার লোকের অভাব নাই, আমরা সব কার্য্যই করিতে পারিব। বাপুহে! এ বাটীতে নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ না হইলে আর শোভা পায়না।

পুরোহিত কহিলেন, কেবল দুর্গোৎসব কেন, আজকাল বাবাজীর যে সময় "বার মাসে তের পার্ব্বণ" অনায়াসে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। ও পাড়ার মহেন্দ্র মল্লিক ধনাঢ্য নহে, আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, তত্রাচ কোন ক্রিয়া বাদ দেয় না। ঋণ দ্বারা হউক, বা বিষয় বন্ধক দ্বারা হউক, বা অপর কোন উপায়ে হউক, যথা সময়ে ক্রিয়া কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছা, মন থাকিলে কোন বিষয়ে অপ্রতুল থাকেনা। জ্ঞানেন্দ্র বাবাজীর আজকাল যেরূপ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ও বাবুর মনোগত ভাবে বিলক্ষণ বোধ হয় যে বাবাজী ক্রিয়া কার্য্য দ্বারা গ্রামে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম। অনেক দিনাবধি এ বাটীতে কোন কার্য্য হয় নাই, এক্ষণে ক্রিয়া কার্য্য ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি না হইলে বাড়ীর আর শোভা হয় না। বাবাজী সপরিবার কাশী গমন করিলে আমরা আশা পথ চেয়ে প্রতি দিন তুলসী দিয়াছি, আর বাবাজীর হিতার্থে প্রত্যহ সহস্র দুর্গানাম জপ করিয়াছি। মনো- যোগ দিয়া এ সকল কাজ করিলে প্রায় নিস্ফল হয় না।

দৈবজ্ঞ কহিলেন, ও সকল পরের কথা। আগে কুগ্রহ গুলির শান্তি করুন। মানুষের কখন কি হয় তাকি বলা যায়? তবে শাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ চিত্তে গ্রহ খণ্ডনের মন্ত্র পাঠ ও দৈব কর্ম্মাদি করিলে একদিন সাহস করিয়া বলিতে পারাযায়, বাবুর গায়ে যদি কাঁটার আঁচড় টী লাগে, পাঁজী পুথি জলে ফেলিয়া দিব।

ফলার প্রিয় জনেক ব্রাহ্মণ কহিলেন, জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহু দিন পরে নিরাপদে পশ্চিম হইতে বাটী আসিয়াছেন। ছেলে পীলের কল্যানে এক দিন ভাল করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে ভাল হয়। যে কোন ক্রিয়া কার্য্য হউক, ব্রাহ্মণ ভোজনই সকলের মূল। ব্রাহ্মণ ভোজন না হইলে দোল বল, দুর্গোৎসব বল, সকলি মিথ্যা। অতএব শ্রেষ্ঠ কাজটা অগ্রে সেবে রাখাই সুযুক্তি।

ভাবুক গোস্বামী কহিলেন, ব্রাহ্মণ ভোজনের পর বেলা দুইটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইলেই ভাল হয়। তাহাতে যে কেবল শ্রবণ সুখ হইবে, তাহা নয়, পরমার্থের কাজও হইবে।

ন্যাযবাদী শর্ম্মা আর নীরব হইযা থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কি পিতৃশ্রাদ্ধ তাই ব্রাহ্মণ ভোজন ও কীর্ত্তন হইবে। কি আশ্চর্য্য! যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন। যদিচ ইহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই, তথাপি অসঙ্গত কথা শুনিযা নীরব হইযা থাকা যায না। পুরোহিত মহাশয যেরূপ ক্রিযা কার্য্যের কথা কহিলেন, তাহা বর্দ্ধমানাধিপতির পক্ষেও সহজ নহে। এইরূপ ক্রিয়া কার্য্য করিবার উপযোগী বিষয জ্ঞানেন্দ্র বাবুর আছে কিনা, সে বিষয়ে কি উনি চিন্তা করিযাছেন? বোধ হয় কখনই নয। আর বিষয থাকিলেই বা যজমানকে ক্রিয়া কার্য্য করিতে বলিবার প্রয়োজন কি? উঁর ইচ্ছা হয করিবেন, না-হয না করিবেন।

পুরোহিত কহিলেন ওহে ন্যাযবাদী, তুমি ক্ষান্ত হও। ন্যাযবাদী নাম প্রাপ্ত হইযা এমন বিবেচনা করিওনা যে, সকল কথাই ন্যায বলিযা থাক। আমরা পুরোহিত, পুরের হিত চিন্তা করিতে হইলে পাঁচটা কর্ম্ম কার্য্য করিতে যুক্তি দেওযা আবশ্যক। মানবল, সম্ভ্রম বল, যশ বল, জাকিযে কর্ম্ম কার্য্য পাঁচটা না করিলে কিছুই হয না।

ন্যাযবাদী। আপনি যে উদ্দেশে সম্ভ্রম বৃদ্ধির উল্লেখে যজমানকে কর্ম্ম কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা গিযাছে। নিজের সামান্য লাভের জন্য ব্যয দ্বারা অপরকে ভারাক্রান্ত হইতে উপদেশ দেওয়া পুরোহিতের কার্য্য নহে। এই সকল কারণেই আপনাদিগের মান এত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি বিবেচনা করি, এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা গৃহে বসিযা পাট কাটিলে আপনি অনেক উপায করিতে পারেন।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু গোলযোগের লক্ষণ দেখিযা উভয়কে সান্ত্বনা করতঃ পুরোহিতকে কহিলেন মহাশয! আমার বিষযই বা কি যে আপনার অভিপ্রাযানুরূপ কর্ম্ম কার্য্য করি। যথার্থ বলিতে কি, বিষয়ও নাই, মনও নাই। এই দুর্লভপুরে শত শত প্রযোজনীয় বিষয় অসম্পূর্ণ রহিযাছে। কোন২ বিষয আরম্ভও হয নাই। দেখুন, বালিকা বিদ্যালয়টীর অবস্থা অতি মন্দ। গ্রামের ভিতর প্রসস্ত পথ নাই, এ পর্য্যন্ত চিকিৎসালযের সূত্রপাত কেহ করেন নাই। এই সকল সাধারণ হিতকর বিষযের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম কার্য্য করা যে আমার পক্ষে কতদূর কষ্টকর, তাহা আপনাকে জানাইতে অক্ষম। ফলতঃ

কর্ম্ম কার্য্য করি আর না করি, সাধ্যানুসারে আপনাদের কিছু২ সাহায্য করিতে ক্রটি করিব না। ন্যায্যই হউক আর অন্যায্যই হউক, যাঁহারা প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা আমার অভিপ্রায় নহে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহাশয়দিগের যাহা আয় ছিল, কেবল যে তাহাই ব্যয় করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, এমত নহে, ঋণগ্রস্থ হইয়াও ক্রিয়া কলাপে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট আপনারা আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ করিতেন। আমাদের নিকট ততদূর প্রত্যাশা করা বৃথা। তবে এই বিবেচনা করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে পূর্ব্বে অনাহারে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া অধিক লাভ হইত, এক্ষণে যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রম করিতে হইবেক না।

পুরোহিত কহিলেন আচ্ছা বাপু, তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে। আমাদের আর অন্য উপায় নাই। ইহা কহিয়া মনেমনে ভাবিতে লাগিলেন, এ ব্যবসায় আর সুখ নাই। ইহার ক্রমে লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে। "পূর্ব্বে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইত, এক্ষণে বিনা পরিশ্রমে কিছু২ পাইবেন" এই কথা গুলি আপাততঃ শুনিতে মধুর বটে, কিন্তু পরিণামে গরল সদৃশ হইবে। বিনা পরিশ্রমে যদি আশা পূর্ণ হইত, তাহা হইলে ভাবনা কি? আমাদের কার্য্যে তাদৃশ উপরি লাভ নাই বটে, তবু একটা হোম করিতে পাইলে এক সের পাকা মাল ঘরে যায়। বাটীর মধ্যে যে ছেলেটার বর্ণবোধও হয় না, সেও লক্ষ্মী পূজা ষষ্ঠী পূজা করিয়া বৎসর দশ বার মণ আতপ চাউল আহরণ করিয়া থাকে। বড় বড় আদ্যশ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতিতে কি লাভের পরিসীমা আছে? চারি দিক হইতে আয় না হইলে কখনই সচ্ছলতা হয় না। আমাদের কি বাঁধা পয়সায় পোসায়? বিশেষ, ক্রিয়া কার্য্য না করাইলে চিরকাল দিবেই বা কেন—

কালে সব বিপরীত, মহামান্য পুরোহিত,
তাদের ব্যবসা বুঝি যায়।
পড়েছে বিধির কোপ, ক্রিয়া কাণ্ড প্রায় লোপ,
কি হইল হায় হায় হায়॥

ছিল কি সামান্য মান, দূর হৈতে আহবান,
আসুন আসুন মহাশয়।
এ ফাটা পায়ের ধুলি, যজমানে শীরে তুলি,
চরিতার্থ হইত নিশ্চয়॥
ছোলা মূলা শশা কলা, কত যে নাযায় বলা,
বারমাস আমাদের ঘরে।
সন্দেশের ছড়া ছড়ি, যেতো লাড়ু গড়া গড়ি,
কত খাব লয়ে যেতো পরে॥
আল চাল গাদা গাদা, সাদা চিনি বাদা বাদা,
সাজান থাকিত অবিরত।
কালাধারী মারকিন, পাইতাম প্রতিদিন,
পরিতাম বেচিতাম কত॥
এখন কিনিয়া পরি, উহু মরি হরি হরি,
নাহি আর উন্নতীর আশা।
কত যে গামছা সাড়ী, পাইতাম বাড়ী বাড়ী,
ঘরেতে থাকিত বস্ত্র ঠাসা॥
জেলেনী যোগাত মাচ, তার মনে মনে আঁচ,
পয়সার পরিবর্ত্তে কাচা।
গোয়ালিনী দুধ দিত, পাইলে বসন নিত,
খরচের দায় যেতো বাঁচা॥
ঘড়া গুলা থরে থরে, সাজান থাকিত ঘরে,
কটা আছে কে লইত খোঁজ।
ঘটী বাটী গাড়ু থাল, এ সকল পাকা মাল,
পাইতাম প্রায় প্রতি রোজ॥
পূর্ব্বে ছিল বড় জাঁক, নিমন্ত্রণ প্রায় ফাক,
যেতোনা হতোনা ঘরে খেতে।
নানাবিধ উপাদেয়, চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়,
আহারে উচিত দেহ মেতে॥

নূতন সামগ্রী হ'লে, আমাদের দিবে ব'লে,
যতনে রাখিত যজমানে।
গুরু নীচে পুরোহিত, কিন্তু গুরু দূরে স্থিত,
আমরা নিবসি সন্নিধানে ॥
আর যত কর্ম্ম আছে, সব তুচ্ছ এর কাছে,
পুরোহিত পদ অসামান্য।
হিন্দু কি মুসলমান, ইহাদের রাখে মান,
মিসনারি ইযোরোপে মান্য ॥
মেলচ্ছ রাজার রাজ্যে, পূজা লোক ত্যাজ্য কার্য্যে,
নাহি মান সাধু ব্যবসায়।
শবস্পর্শী ডাকতার, পৃথ্বী যুড়ে ডাকতার,
গুরু পুরোহিত মারা যায় ॥

পুরোহিত এবং অন্যান্য প্রাতিবাসীগণ প্রস্থান করিলে, জ্ঞানেন্দ্র বাবু একাকী বসিয়া দেশাচারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয় আমায় যেরূপ মন্ত্রণা দিতে আগমন করিয়াছিলেন, বোধ হয় এইরূপ পরামর্শ দিয়া অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট কৃতকার্য্য হন। এই সকল কারণেই এ দেশস্থ ব্যক্তিগণ কত সময় অকারণে কষ্ট ভোগ করে। মনুষ্যের সুখ দুঃখ যে দেশাচারের উপর কত নির্ভর করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। আজ শুনিলাম অমুক ব্যক্তি বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, দশ দিন পরে শুনা গেল, তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রীত হওয়াতে সে শাকান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। দেশাচারই যে এই সকল দুর্ঘটনার মূল, তাহার সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানাবস্থায় জ্ঞানানুশীলন দ্বারা এ সকল বিষয়ের হ্রাস হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। কেবল ক্রিয়া কলাপে নিরর্থক ব্যয় না করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? তৎ সহযোগে বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি দেশোন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিতে পারিলে কিছুই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু একাকী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমত সময়ে "ওরে ধর্ম্মেরে, কে আছিস রে, এগোরে" অকস্মাৎ এই চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

বিস্মিত চিত্তে বাতায়ন পথে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরম মিত্র সত্যপ্রিয় বাবু এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে দ্রুত পদ সঞ্চারে তাঁহারই ভবনাভিমুখে আগমন করিতেছেন। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, কি হে ব্যাপারটা কি?

সত্যপ্রিয় বাবু জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, বড় সহজ ব্যাপার নহে, অদ্য পুনর্জন্ম হইল। একটী মদ্যপায়ী দেখিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, আজ গ্রামের বারটী মাতালে আমায় আক্রমণ করিয়াছিল, কেবল ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। আমি ডাকাইত বা ঘাতককেও এত শঙ্কা করিনা, যে হেতু তাহারা ধন পাইলেই ক্ষান্ত হয়। মাতাল ধর্ম্মে ভুলেনা, উপদেশ মানেনা, এবং স্তুতি মিনতিও শুনেনা।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তোমার পুনর্জন্মই বটে, আজ ভারী রক্ষা পাইয়াছ। ধরিতে পারিলে একটী কামড়ে তোমার নাসিকাটী ছেদন করিত। এই মদ্যপায়ী মহাশয়দিগের মধ্যে অধিকাংশই রেইলওয়ের কর্ম্মচারী। এই গ্রাম ইহাদের জন্ম ভূমি বটে, কিন্তু প্রায়ই এখানে বাস হয়না। তাহাতেই তুমি এত দিন ইহাদের দৌরাত্ম্য জানিতে পার নাই। ইহারা এখানে স্থায়ী হইলে কেবল যে তোমাকে পলায়ন করিতে হইত, এমত নহে, গ্রামখানি রসাতল যাইত।

সত্যপ্রিয়। আচ্ছা ভাই, রেইলওয়ের কর্ম্মচারীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মাতাল হয় কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। তাহার কারণ আছে। রেইলওয়েতে সুশিক্ষিত ভদ্র বংশোদ্ভব প্রায় কেহ প্রবেশ করেন না। যৎ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া লোকে রেইলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি যে মাতাল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অল্প লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা লেখা পড়া না শিক্ষার যে কত গুণ, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যাহারা লেখা পড়া কিছুই জানে না, তাহারা কখন কখন আপনাকে মূর্খ বিবেচনা করিতে পারে, কিন্তু যাহারা অল্প জানে, তাহারা আপনাকে পণ্ডিত চূড়ামণি বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদাই অহঙ্কারে মত্ত থাকে। বিনয় ও সুশীলতা বিদ্যা শিক্ষার ফল, ততদূর তাহাদের গমন হয়না। সুতরাং তাহারা না করিতে পারে কি? যাহা হউক, তোমার অত্যন্ত সাবধানে থাকা উচিত, যে হেতু স্কুল মাষ্টারদের উপর মাতালদের বড় রাগ।

সত্যপ্রিয়। মাষ্টারদের অপরাধ?

জ্ঞানেন্দ্র। মাষ্টারদের মধ্যে অনেকেই বারুণী বিদ্বেষী। কেবল যে আপনারা ঘৃণা করিয়া ক্ষান্ত হন, এমত নহে। যাহাতে মদ্য পান নিবারিত হয়, এমত চেষ্টাও করিয়া থাকেন। বোধ হয় এই কারণেই মাষ্টারদের উপর মাতাল-দের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ।

সত্য। ভাই হে! মদ্যপান করা দূরে থাকুক, দেখিলে ভয় হয়। কেবল যে মত্ততার নিমিত্ত শঙ্কা হয়, তাহা নহে, সুরার যে গুণহীন প্রাত নেত্র পাত করা যায়, তাহাতেই ভয়ের বিষম বলিয়া বোধ হয়। অর্থ শোষণের বিষয়টী স্মরণ হইলে হৃৎকম্প হইয়া থাকে। লক্ষ পতিই বা কি, ক্রোর পতিই বা কি, আর পৃথিবী পতিই বা কি, সুরার নিকট সকল পতিই পতিত। আমরা ত বিশ ত্রিশ পতি, আমাদের কি উহার দিকে তাকাইবার যো আছে? ভাই! লাল জল দূরে থাকুক, একটু একটু কলাইয়ের ডাউলের কাল জল প্রত্যহ পাইলেই যথেষ্ট হইল—

যে দিন এসেছে বঙ্গে, সুরা হলা হল।
সেই দিন গিযাছে এ, দেশ রসাতল॥
মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা, সর্প বিষ যায়।
বারুণী বিসের কিছু, নাহিক উপায়॥
বাঙ্গালী নির্জীব তাহে, মাংসাহারি নয়।
তার পেটে সুরা বিষ, কত দিন সয়॥
মনে হ'লে মাতালের, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
আশঙ্কায় থর থর, কাঁপে কলেবর॥
আমরা গরিব তায়, চির পরাধীন।
জলপথে গেলে প্রাণ, রবে কতদিন॥
পাড়া গাঁয়ে বাস হ'লে, ভাগাড়ে মরণ।
সহরে নিশিতে, নরদামায় শয়ন॥
থাব কি শঙ্কায় মরি, মদিরা দেখিলে।
লাগে দাঁত কপাটী, মাতালে তাড়া দিলে॥

মাতালের মারা মারি, দেখে একবার।
হুতাশে ক দিন হুঁস, ছিলনা আমার॥
মাতালে ধরিলে আর, ছাড়ান না যায়।
শুনিযাছি কুকুরের, মত কামড়ায়॥
শুনা আছে গল্প, অল্প কষ্টকর নয়।
পুত্রে বধি খেয়ে ছিল, মাতাল দুর্জয়॥
আর এক সুরাপায়ী, শ্বশুর বাড়িতে।
মলত্যাগ করে ছিল, ভাতের হাঁড়িতে॥
জল ভেবে মূত্র খায়, মাতাল ব্যাকুর।
গুডজ্ঞানে টার পানে, তার পান খুব॥
বেদানা পেযেছি ব'লে, বেগুণে কামড।
কাঁটা ফুটে যদি ঠোঁটে, গালে চাপড॥
শুনিযাছি পাঁঠা ব'লে, কুকুর খেযেছে।
ভার্য্যে বোধে ভগিনীরে, ধরিতে ধেযেছে॥
দিগম্বর সাজ প্রায়, নাহি থাকে বাস।
হায় হায় কি সভ্যতা, একি সর্ব্বনাশ॥
রাবণ বারুণী পান, ছিল যেই স্থানে।
সে দেশে এমন হবে, স্বপনে কে জানে॥

জ্ঞানেন্দ্র। ভাই হে! মাতাল মহাশযদিগের গুণের কথা মনে হইলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইযা যায। এই যে গুণ পুরুষেরা ছুটী লইযা দেশে আসিযাছেন, ইহাঁদের ভযে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে পারিবেনা। প্রতি রাত্রে ডাকাতি পড়ার ন্যায গ্রামখানি কম্পিত হইতে থাকিবে। হায! ইহারাই আমাদের দেশের সভ্য, আর প্রাচীন হিন্দু মহাশযরা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, দোল, দুর্গোৎসব করেন বলিযা অসভ্য।

সত্য। মিথ্যা নয় ভাই, অনেক বিষয়ে প্রাচীন লোকদের ভাল বলিতে হইবে। বিশেষ মদ্যপান বিষয়ে।

জ্ঞানেন্দ্র। কেবল মদ্যপান কেন, কোন্ বিষয়ে যুবক বৃন্দ অপেক্ষা প্রাচীন বর্গ মন্দ? যদি পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করা যায়, স্পষ্টই প্রতীত হইবে,

বর্ত্তমান কালের যুবক বৃন্দ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া দেশের উপকার করা দূরে থাকুক, অপকারই করিতেছেন। দেশে নাস্তিকতার প্রবেশ কি অল্প অনিষ্টকর? ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা না করিতে পারেন কি? এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা যাহারা মাকাল, মনসা, ষষ্ঠীকে বিশ্বাস করেন, আমি তাহা দিগকে মন্দ বলিনে। যে হেতু তাহাদের পরলোকের ভয় আছে। আর একটী আশ্চর্য্য দেখ। প্রাচীনেরা দুর্গোৎসবাদিতে অনেক অর্থ ব্যয় করেন বলিয়া নব্যদলেরা তাঁহাদিগকে অপব্যয়ী ও বৃথাগোদী বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু আমি বলি কিছু ব্যয় না করা অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে ব্যয় করা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। যদিও তাহাতে অনেক অপব্যয় হয় বটে, কিন্তু এক চতুর্থাংশও ত ন্যায্য ব্যয় হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক দরিদ্র আহার পায়, বসন পায়, এবং শিল্প-করেরাও কথঞ্চিৎ উৎসাহ পাইয়া থাকে। কিন্তু নব্য সভ্য মহাশয়রা কোন্ বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন? তাঁহারা ন্যায্যান্যায্য বুঝিতে সমর্থ বটে, কিন্তু প্রাচীনেরা স্ব স্ব বিশ্বাসানুসারে ক্রিয়া কলাপে যে ব্যয় করিয়া থাকেন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, দরিদ্রশালা, পান্থশালা প্রভৃতি দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে কি যুবকেরা তদনুরূপ ব্যয় করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন? বোধ হয় তাহার এক চতুর্থাংশও নহে। যুবক দলের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন, যে আমাদের দেশে এখনও সহস্র সহস্র বিষয়ের অভাব রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তন্নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন করিতেছেন? কেবল বাক্য ব্যয় করিতে সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, কয়েক জন সদাশয় দেশ হিতৈষী আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে কোনমতে বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারেনা। বর্ত্তমানাবস্থায় সেইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে কথঞ্চিৎ শোভা পায়। লেখা পড়া শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, এ দেশে তাহার কিছুই সাধিত হইতেছে না। কেহ কেহ ধন কুবের হইয়া কোম্পানীর কাগজের সুদ লইয়া সুখে কাল কাটাইতেছেন। কেহ কেহ বা পরহস্তে পর্ব্বতাকার ধন গচ্ছিত রাখিয়া পরের চাকরী করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। যাহাতে প্রচুর ধনাগম ও স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন হয়; সেই বাণিজ্য ব্যবসায়ে কেহই অগ্রসর হন না। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থের জন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা অনেকেই এখন মহা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করেন—

চাকরী চাকরী রবে, ফিরে দেশ বাসী সবে, চাকরী যে কবে হবে,
গেল কত ঘুম।
কেহ চির উমেদার, চাকরী যুটেনা আর, খাটনী হইল সার,
বৎসর একুশ॥
কেহ বলে ওরে ভাই, ফিরিয়াছি কত ঠাঁই, আমার কপালে নাই,
চাকরীর টাকা।
মানি নাই বৃষ্টি রোদ, হেটে হেটে পায়ে গোদ, করিয়াছি খোসামোদ,
হৃদ মন রাখা॥
আগুণে পুড়েছি হায়, জলেতে ডুবেছে কায়, উহুমরি প্রাণ যায়,
উমেদারি ক'রে।
জ্ঞানোদ্রেক হইতেই, আর কোন কাজ নেই, বাহির হয়েছি সেই,
চাকরীর তরে॥
ইদানী চাকুরী বই, দেশে মান থাকে কই, করিতে পারগ নই,
অন্য কোন কাম।
চাষ করা যদি ঘটে, একরূপ চলে বটে, কিন্তু তাতে দেশে রটে,
চাষা বদনাম॥
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী হয়, তাহা আমাদের নয়, সমূলে যাবার ভয়,
সে সকল কাজে।
ওরে বাস ভয়ে মরি, কেমনে জীবন ধরি, ভাসাব ধনের তরি,
তরঙ্গের মাঝে॥
শিল্প কর্ম্ম মুখে ছাই, যশ নাই রস নাই, আমাদের দেশে তাই,
নীচ লোকে করে।
চাকরীটী সোজাসুজী, তা আমরা বেশ বুঝি, সাজে কি সতত খুঁজি,
সহরে সহরে॥
পরিধান চাপকান, এ ছাড়া কি থাকে মান, চাকরী মানের স্থান,
আমাদের দেশে।
টেকে ঘড়ি আবশ্যক, করিবেক চক চক, তবে মান ভূব্যাপক,—
হইবে অক্লেশে॥

গোটা দশ টাকা চাই, অমনি হবেনা ভাই, কিনিব যা সস্তাপাই,
ভাঙ্গা কিম্বা ছ্যাঁদা।
সময় ত দেখা নয়, সময় দেখান হয়, ঘড়ীর ভিতরে রয়,
কড়ির মর্য্যাদা॥

এইত আমাদের দেশের সভ্যতাভিমানীদিগের মনের ভাব। কেবল বাহ্য চাকচিক্যতেই মুগ্ধ। যে দেশের ব্যক্তিরা পরের চাকর হওয়া শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করেন, সে দেশ আর কোন কালে উন্নত পদবীতে পদার্পণ করিবেক। ভ্রমেও ভাবেন না যে পরাধীনতার ন্যায় কষ্টকর বিষয় আর কিছুই নাই—

ধিক ধিক শতধিক, পরাধীনতায়।
এ দেশের জন গণ, মান্যকরে তায়॥
স্বাধীনের শাক অন্ন, স্বাদু অতিশয়।
পরাধীনে পরমান্ন, মান্য কভু নয়॥
তাহাতে কেরাণী গিরি, আর সরকারী।
চাকরীতে মান আর, উপার্জ্জন ভারী॥
সারাদিন সারা হন, লিখিয়া লিখিয়া।
কে যেন দিয়াছে ঘাড়ে, ঝিঁটকি রাখিয়া॥
বার চৌদ্দ ষোল ঊর্দ্ধ, বেতন না পান।
হ'লে বৃদ্ধ হদ্দমুদ্দ, চল্লিশে দাড়ান॥
কর্ম্ম ক'রে জন্ম যায়, সভয়ে সভয়ে।
আফিষে গমন যেন, যান যমালয়ে॥
চোর কিম্বা ডাকাতের, এমন না হয়।
পাছে যায় চাকরীটী, সদা এই ভয়॥
সাহেব তাকালে পর, জীবন সংশয়।
বাঘের রাগের মুখে, এত ভয় নয়॥
বাসস্থান দেখে হয়, শরীর শীতল।
মেজেয় ফোয়ারা দিয়া, যেন উঠে জল॥

সূর্য্যদেব সেস্থানে, না যান কোন দিন।
ভয় পাছে হয় তাঁর, কিরণ মলিন॥
পবনের প্রায় তথা, গতি বিধি নাই।
মশা আর ছার পোকা, সুখে থাকে তাই॥
বিছার বাতাস যবে, পা বাড়ান দায়।
আট কুলা আরশুলা, ভাঙ্গা পেটরায়॥
কোণেতে মাকড়সারা, সুখে পাতে জাল।
ভিতের ভিতরে ভর্ত্তী, ইন্দুরের পাল॥
পায়া খেকো তক্তা পোস, নড় নড় করে।
বিছানা বিছান রহে, তাহার উপরে॥
তেলে তেলে আবরণ, যেন মোমজাম।
রোজ খায় বিছানায়, পাঁচশের ঘাম॥
এদের পয়সা বড়, ধোপায় না খায়।
কুটির পোষাক মাসে. একবার যায়॥
মসারির গুণে মসা, বাহিরে না রয়।
তথাপি নিদ্রার কিছু. ব্যাঘাত না হয়॥
উঠিয়া প্রভাতে, ভাতে ভাত আযোজন।
অতুল আনন্দে শেষ, তেঁতুল ভোজন॥
ঝড়ের বৎসরে ভয়, হযে ছিল ভারী।
বুঝি যায় বাসাড়ের, শেষ তরকারী॥
বড় ঝড়ে তেঁতুলের বড় গাছ গুলি।
বিনষ্ট হয়েছে আহা, সে কষ্ট কি ভুলি॥
এ দেশের স্ত্রী লোকেরা, তেঁতুলেই বাঁচে।
নাই নাই তরকারী, গাছ দই আছে॥
দশ দিন চলে, সিকি পয়সার কিনে।
অল্প দামে হেন দ্রব্য, আরত দেখিনে॥
তেঁতুলে কাসন্দী হয়, ঘর করা থাকে।
বরষার ভরসা সে, দেহে প্রাণ রাখে॥

খালি যে তেঁতুল গেল, তা নয় তা নয় ।
দুগ্ধের বাজার দেখে, বড় শঙ্কা হয় ॥
ইদানী সজল দুগ্ধ, টাকায় ছ সের ।
তা নহিলে এ দেশের, ভাবনা কিসের ॥
খাটি দুধ কারে বলে, কে কোথায় পায় ।
টাকা টাকা সের যদি, কষ্টে মিলে যায় ॥
ভদ্র বংশ হলো ধ্বংস, গব্য রস বিনে ।
খেতে পাবে কত জন, এত দরে কিনে ॥
না হইলে দুগ্ধ, শেষ ভোজন সময় ।
আহার করিয়া কিছু, তৃপ্ত নাহি হয় ॥
ক্ষীর ছানা নবনীত, ঘৃত ঘোল দই ।
পূর্ব্বকার মত আর, মিলে দেশে কই ॥
খালি শাক পাতাড়িতে, শরীর না রয় ।
কোষ্ঠ বদ্ধ হয়ে হদ্দ, কষ্ট পেতে হয় ॥
কোথায় কেরাণীগণ, আর সরকার ।
সহরে থাকায় কিছু, নাহি দরকার ॥
থেকোনা থেকোনা আর, পল্লীগ্রামে যাও ।
কিছু কিছু শ্রম করি, স্বাধীনে কাটাও ॥
মহা সুখে চাষ কর, বাস কর ঘরে ।
কেন দেহ নষ্ট কর, ন টাকার তরে ॥
সরকারী বায়ু পাবে, নির্ম্মল প্রান্তরে ।
কি কব অধিক, যাহা অমূল্য সহরে ॥
সে খানে কুটির নহে, অল্প স্বাস্থ্যকর ।
সহরের অট্টালিকা, নহে মনোহর ॥
পল্লীগ্রামে অল্প মূল্যে, পাবে গব্য রস ।
সুখে রবে শীঘ্র হবে, শুষ্ক দেহে রস ॥

সত্যপ্রিয় কহিলেন, আজকাল পল্লীগ্রামেও দুগ্ধ সুলভ নহে। তোমার বাটীতে পাঁচ সাতটী গাভী আছে, প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ হইয়া থাকে, বোধকরি

তজ্জন্যই বিবেচনা করিতেছ, পল্লীগ্রামে দুগ্ধের অভাব নাই, কিন্তু তাহা নহে। পল্লীগ্রাম গুলি ক্রমে সহরাপেক্ষা ভয়ানক হইতেছে। অর্থ হইলে সহরে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে কোন কোন সময়ে চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও দুগ্ধ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজের রাজ্যে দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বড় ভয়ানক হইয়া উঠি-তেছে। তন্মধ্যে গোহত্যাকারীর শ্রেণী বৃদ্ধি হওয়া একটী ভয়ানক দেশের অমঙ্গলের কারণ—

সুসভ্য শ্বেতাঙ্গগণ হয়ে রাজ্যেশ্বর, সুখ হয়েছে বিস্তর।
সুশাসন দেশ ময়, অন্তর্হিত দস্যুভয়,
স্থানে স্থানে বিদ্যালয় নেত্রানন্দ কর।
কাঙ্গালী বাঙ্গালীগণ, এবে ভাগ্যধর॥

গেছে বটে বহু কষ্ট কিন্তু বাঙ্গালায়, হলো সুখাদ্য নিঃশেষ।
পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ, গোধন হতেছে খুন,
যে ধন আদরনীয় এ দেশে বিশেষ।
যে ধন গোরস দানে বাঁচায় এ দেশ॥

পশ্চিম নিবাসীগণ ডাল রুটী খায়, দুধে না রাখে প্রয়াস।
বাঙ্গালীর তাহা নয়, ক্ষীণ দেহ অতিশয়,
নাহি সয় গুরু পাক খেলে সর্ব্বনাশ।
কাজেই বাঙ্গালীগণ, গোরসের দাস॥

স্নিগ্ধকর সুপোষ্টাই আর কিবা আছে, এই গব্যরস বই।
দুগ্ধে হয় দ্রব্য নানা, নবনী মাখন ছানা,
মনোহর ক্ষীর সর ঘৃত ঘোল দই।
এ চেয়ে সুখাদ্য আর বাঙ্গালীর কই॥

দুগ্ধ শূন্য হলো বঙ্গ কাঁপে অঙ্গ ভয়ে, প্রাণ যাবে অনশনে।
আমরা ভেতো বাঙ্গালী, দুধ ভাত খাই খালি,
দুগ্ধই বেখেছে এই, বঙ্গবাসী গণে।
তার মূল বিনির্ম্মূল গোকুল হননে॥

কেবল যে দুগ্ধ দেয় তা নয় তা নয়, গরু অমূল্য ধরায়।
করে কত উপকার, হেন পশু মিলাভার,
হায় হায় কেন লোকে, তারে মেরে খায়।
উদর পূর্ত্তির আর, নাহি কি উপায়॥

গরুতে লাঙ্গল চষে মাল গাড়ী টানে, আর পিঠে ছালা বয়।
সব এর প্রশংসার, বিষ্ঠাতেও হয়সার,
কাঠের সুসার আর কষ্টের সময়।
বিষ্ঠা বেচে যায় বেঁচে দীন হীন চয়॥

হায়রে নিরীহ গরু মাঠে মাঠে চরে, এসে দুধ দেয় ঘরে।
খায় ত খলি বিচালী, তাও পেট থাকে খালি,
ভাবিয়া দেখিলে খালি উপকার করে।
গরুর শয়ন স্থান দেড় গজী ঘরে॥

এমন গোধন যদি নিধন না হয়, তবে কারে আর ডর!
পাইলে পর্য্যাপ্ত রূপে, ডুবে থাকি দুগ্ধ কূপে,
কসে খাই নবনীত ছানা ক্ষীর সর।
মাংসাহারী মানে হারি হেরে কলেবর॥

আছে জন্তু নানা বিধ মেরে যদি খায়, তাতে কষ্ট নাহি হয়।
গর্দ্দভ হরিণ হাতী, থাক পশু নানা জাতি,
শৃগাল বিড়াল বেজী, সর্প সমুদয়।
কুক্কুর কুক্কুট কপি, ইন্দুর নিচয়॥

অধিকন্তু জলজন্তু খেলে ভাল হয়, তাতে দুই কাজ চলে।
নরের বিষম বাদী, হাঙ্গর কুম্ভীর আদি,
মরে যাক ধরে খাক মনুষ্য সকলে।
শুশুক নরের শত্রু ত্যাজ্য কেন জলে॥

সব দ্রব্য খাওয়া যায় অভ্যাসের গুণে, হয় ভাল আস্বাদন।
সুসভ্য ফরাসী দলে, কেবল অভ্যাস বলে,
অনায়াসে অশ্ব মাংস করেন ভোজন।
তবে কেন গরু খান, গোখাদক গণ॥

শুনিযাছি ইয়োরোপে এক সম্প্রদায়, তাঁরা মাংস নাহি খান।
পরীক্ষা করিয়া বেশ, জেনেছেন সবিশেষ,
বহু নিরামিষ ভোজী আছে বলবান।
পাইবে প্রমাণ তার দেখ হিন্দুস্থান॥

ইংরাজে ত্যজিলে মাংস তবু আমাদের, নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধি।
এ দেশে গোমাংস খেতে, অনেকে উঠেছে মেতে।
গো হত্যাকারীর শ্রেণী হইতেছে বৃদ্ধি।
গো ভোজনে পাইবেন ইংরাজ সমৃদ্ধি॥

স্ব দেশের হিতকরা ইংরাজের গুণ, আর কত গুণ আছে।
খাদ্য মদ্য এই দুটী, লইবারে ছুটা ছুটী,
অন্য অন্য গুণ সব, লইবেন পাছে।
হেন কাপুরুষ আর কোন্ জাতি আছে॥

ইংরাজী ভাষা কি খালি শিখায় চাকুরী, আর কিছুই কি নাই।
বাণিজ্যেতে স্পৃহা কার, সাহসের সু সঞ্চার,
হইয়াছে কার মনে দেখিতে না পাই।
ঐক্য সখ্য ভাব দুটী আছে কার ঠাঁই॥

ইংরাজেরা স্ব দেশের মঙ্গলের তরে,,করে প্রাণ পণে ক্লেশ।
বাঙ্গালী বিলাতে যান, এসব দেখিতে পান,
দেখে শুনে হয়ে থাকে শিক্ষা লাভ বেস।
করেন দেশের প্রতি সমূহ বিদ্বেষ॥

দেশী মাকে মা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, কেহ ত্যজেন স্বনারী।
হায় হায় কি তামাসা, ভুলে যান মাতৃভাষা,
ডাকিলে নেটিব ব'লে হয় মন ভারী।
ফিরাতে সচেষ্ট সদা নাম আপনারি॥

বাঁড়ুর্জ্জী উপাধি কাটি বনার্জ্জী সাহেব, কথা রাষ্ট্র দিক দশ।
বাঁড়ুর্জ্জী হইল মন্দ, বনার্জ্জীটী সু পচন্দ,
ঢাকিলেন নাম ভাল রাখিলেন যশ।
এ সব লোকের গল্পে আছে কিছু রস॥

যাহোক তাহোক যাতে গাভী শ্রেণী বাড়ে, সবে চেষ্টা কর তাই।
হিন্দুশাস্ত্রে আছে বিধি, পূজিতে এ ধেনু নিধি,
করিত গোধনে যত্ন, সেকালে সবাই।
বাস্তবিক যতনের ধন বটে গাই॥

ইদানী গো পূজা শুনি হাসিবে সকলে, ক'রে খিল খিল রব।
হিন্দুশাস্ত্রে কর্ত্তাগণ, শাস্ত্রকার যোগ্য নন,
বেদব্যাস আদি করি ঘোর মূর্খ সব।
থাকিলে হতেন তাঁরা তর্কে পরাভব॥

বৃন্দাবনে ব্রজনাথ জানিতেন মনে, কত হিতকারী ধেনু।
বৎস কোলে গোচারণে, ফিরিতেন বনে বনে,
ফিরিত গোকুল সব, শুনি তাঁর বেণু।
সে কালে লইত লোকে, ধেনু পদ রেণু॥

কালে উদরায় নয় সে ধেনু সকল, দুঃখে ফেটে যায় বুক।
দুধের বাজার দেখে, কাঁদে মন থেকে থেকে,
এ হেন সোণার বঙ্গে, গেল খাদ্য সুখ।
বাঙ্গালী কাঙ্গালী ব'লে, বিধিও বিমুখ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্লভপুরে সাবিত্রী কন্যা দায়গ্রস্থ হইয়া কপোল দেশে করার্পণ পূর্ব্বক অধোবদনে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে তৎপ্রতিবেশিনী রোহিণী ও মোহিনী নাম্নী দুইটী কুলীন কুমারী তন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ মোহিনী সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হঁগা সাবিত্রী খুড়ী, নির্ম্মলার বের দিন কবে হয়েছে ?

সাবিত্রী। এখনও কিছু ঠিক করিতে পারেনি বাছা, বল্লভপুরে আমার সতিনপোদের কাছে লোক পাঠাইয়া ছিলাম। তাহারা লিখিয়াছেন, যত টাকাই খরচ হোক, যাহাতে কুলও বজায় থাকে, আর অন্য অন্য প্রকারেও ভাল হয়, এমন পাত্র আনিবেন। যদি এরূপ হয় ক্ষতি কি? তবে তাহাদের সকল কথা আমার বিশ্বাস হয় না। দিন কত দেখিয়া যাহা হয় করিব। তাহারা যে পাত্র আনিবেন, তাঁরে যদি আমার মেয়ের পচন্দ না হয়, কখনই সে বিয়ে হবেনা। মেয়েটী এখন সেয়ানা হইয়াছে, লেখা পড়া শিখিয়াছে, আপনি ভাল বুঝিয়া যাহা হয় করিবে।

মোহিনী চমকিত হইয়া কহিলেন, ওমা। তবে সকল কথাই সত্যি। ঘাটে পথে যা শুনিতে পাইতেছি, তার একটুও মিথ্যা নয়। খুড়ী! তুমি গিন্নি বান্নী হইয়া এমন কথাটা কেমন করিয়া বলিলে? ঐ এক রত্তি মেয়ে, উনি আবার পচন্দ করে বে করিবেন। এই কি বিদ্যার কাজ। শুনে যে ঘৃণা হচ্চে। বলে—

"কে দেখেছে এমন সতী, আছে লো কোন্ দেশে।
ঘোমটা দিয়ে নামটা নিয়ে, খেমটা নাচে শেষে"॥

তোমার মেয়ের যে তাই গো। মেয়ে মানুষ আবার পচন্দ ক'রে বেঁ করে এমন ত কোথাও শুনিনে।

সাবিত্রী। আমার কাছে ছড়া কাটালে কি হবে বাছা, আমি তোমাদের পারিব না। আমার মেযে কি দোষ করেছে, তারেই জিজ্ঞাসা কর।

মোহিনী নির্ম্মলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ঘৃণিত ভাবে কহিল, বলি ও নির্ম্মলী, তোর কি পচন্দ ক'রে বে কর্ত্তে লজ্জা হয না? আমাদের এই বয়েস হলো, কৈ? কখন ত কারেও পচন্দ করে বে কর্ত্তে দেখিনি। তোর কি বিদ্যাতে লজ্জার মাথা খেযেচে। যারে তোর পচন্দ হযেচে, তার সঙ্গেত তোর বের আগেই বে হযে গিয়েছে। ছি! ছি। এ রকম কথা বল্লি কেমন করে। বলে—

"মনের মতন রতন আমি, যথায় গেলে পাব।
কট্ ক'রে সই কুলের বাঁধন, কেটে তথায় যাব"॥

তোর যে তাই ভাই। কালে কালে যে কত হবে তা বলা যায় না। বেঁচে থাকিলে আরও কত দেখিতে হইবে—

কভু শুনি নাই যাহা, আজি শুনিলাম তাহা,
শুনে লাজে মরি লো, শুনে লাজে মরি।
দেখিলাম কত শত, কে কোথায় মনোমত,
বর আনে ধরিলো, বর আনে ধরি॥
বাপ মায়ে যাহা দিবে, তাহাই আনন্দে নিবে,
এই মাত্র জানিলো, এই মাত্র জানি।
তোমার নূতন রবে, প্রতিবাসী গণ সবে,
করে কাণা কাণি লো, করে কাণা কাণি॥
এ হেন সোণার কুল, কাটিতে তাহার মূল,
মনে সাধ বড় লো, মনে সাধ বড়।
কত কুলীনের মেয়ে, সম বর নাহি পেয়ে,
চির আইবড় লো, চির আইবড়॥
একের ঘরণী হবি, সতত সোহাগে রবি,
মনে এই আশা লো, মনে এই আশা।
কুলীন কুমারী যারা, কে কোথায় পায় তারা,
এত ভাল বাসা লো, এত ভাল বাসা॥

পুরুষ প্রকৃতি লয়ে, অবলা প্রবলা হয়ে,
স্ব ইচ্ছায় বিয়ে লো, স্ব ইচ্ছায় বিয়ে।
বটেছে যে বদনাম, বোবা হ'লে মরিতাম,
গলে দড়ি দিয়ে লো, গলে দড়ি দিয়ে॥

নির্ম্মলা কহিলেন, দিদি, আমি কি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি যে লোকে আমার নিন্দা করিতেছে। নিন্দা করিলেও আমি সহ্য করিব, এবং কিছু মাত্র ক্ষতি বিবেচনা করিব না। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক দেশাচার! যাঁহারে জন্মাবচ্ছিন্নে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, যাঁহার সৌভাগ্যে আমি সৌভাগ্যবতী হব, এবং যাঁহার দুঃখে আমায় চির দুঃখিনী হইতে হইবে, তিনি কেমন তাহা পরীক্ষা না করিয়া সহসা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কি উচিত?

রমণীর গতি পতি, পরম সহায়।
তায় সে না হ'লে মনোমত, দগ্ধ হবে কায়॥
কায়, বলিব দুঃখের কথা, কে আছে এমন।
মন, সদাই চঞ্চল সখী, বিনা স্বামী ধন॥
ধন, নাহি চায় পতি গৃহে, এ দুঃখিনী বালা।
বালা, বাজু হার কিবা ছার, আর কণ্ঠ মালা॥
মালা, যদি হয় জল পাত্র, পতির আলয়।
নয়, তাতে মন যদি পাই, পতির প্রণয়॥
নয়, পতির সমান কেহ, সুহৃদ ভুবনে।
বনে, বাস হ'লে তাও ভাল, প্রাণ পতি সনে॥

মোহিনী কহিল যাহোক ভাই, তুই খান কত বই পড়ে একেবারে পাদরী সাহেবের মেম হয়ে বসেচিস। আমরা ত প্রাণ গেলেও পচন্দ ক'রে বে কর্ত্তে পারিনে। তবে যার সোয়ামীর সঙ্গে কখন দেখা হয় না সে যদি লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু কুকাজ করে, সেটা আমাদের কুলীনের ঘরে বড় একটা দুষ্যি হয় না।

নির্ম্মলা। সে কি গো দিদি, গোপন ভাবে কু কার্য্যে রত ও ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি ভয়ানক পাপে লিপ্ত হওয়াপেক্ষা কি মনোনীত পাত্রে বিবাহ করা অন্যায় বোধ হয়?

মোহিনী। তা হয় বৈ কি, সদরে আর মফঃস্বলে অনেক তফাত। বলে—

"দশের কাছে ঘোমটা দিয়ে, গজ গমনে যাই।
মফঃশলে গেলে অমনি, নিধুব টপ্পা গাই ॥
সবাই বলে ধন্নী ধন্নী, এমন মেয়ে নাই।
দুদিক বজায় রাখ্‌তেগেলে, এম্‌নি ধারা চাই" ॥

আমরা ত প্রাণ গেলেও দশের মাঝ খানে আপনার বের কথা তুল্‌তে পারিনে। তুই খুব যাহোক। আর বুন হত্যার কথা টা কি বল্লি, বলি তাইত ?

নির্ম্মলা। আমি বুন হত্যার কথা বলি নাই, ভ্রূণ হত্যা বলিয়াছি।

মোহিনী। হাঁ হাঁ বুঝেছি। তোর মত ত আমাদের স্কুলে পড়া নয় যে পুরুষে যা নাবলতে পারে, আমরা মেয়ে হয়ে তা বলব। বলা দূরে থাক্, ও কথা আমাদের শুনতেও নেই। মুখে বেরুক না বেরুক, তুই যা বল্‌চিস তা বুঝতে পেরেচি।

নির্ম্মলা। যা বুঝেছো তাই বটে।

মোহিনী। তাতে আবার দোষ কি ? তা কার বাড়ীতে না হয়ে থাকে। কুলতিলক বাড়ুয্যের চেয়ে বড় কুলীন এ গাঁয়ে নেই, সেই কুল তিলকের বুন, কতবার বুন হত্যা, আমর, ওটা আমার বেরোয় না, ভ্রুন হত্যা করেছিল। তাতে কি তার মান গেছে ? তার বাপ ভাই সকলেই ত সমাজে চলচে। কিন্তু তুই যদি পচন্দ করে বে করিস, তা হলে তোদের জাত মারবে তখন দেখতে পাবি।

নির্ম্মলা। দিদি কুলতিলকের ভগ্নী এখন কোথায় থাকে ?

মোহিনী। সে এখন বেশ্যা হয়ে কালীঘাটে আছে। রসরাজ কাকা তার নামে ছড়া বেধেছিল, বলি শোন—

কুলতিলকের ভগ্নী, ঘোরতর জাঁকে।
বহু দিন বেশ্যা হয়ে, কালীঘাটে থাকে ॥
তার রূপে খোলা ঘর, করে ঝক মক।
মাঝে মাঝে যান তথা, শ্রী কুল তিলক ॥
প্রাণ পণে করে ধনী, ভাইকে আদর।
কিনে দেয় খাসা ধুতি, ঢাকাই চাদর ॥

ছানাবড়া মতিচুর, খাজা গজা পুরী।
বিবিধ মিষ্টান্ন খেতে, দেয় থালা পুরী॥
দশ টাকা রোক পান, বিদায় কালীন।
আমাদের গ্রামে ইনি, প্রধান কুলীন॥

নির্ম্মলা। দিদি, এ ছড়াটীতে কি বাড়ুযো মহাশয়ের মান বৃদ্ধি পাইয়াছে?

মোহিনী। তা পেয়েছে বৈ কি, কেন এত বেশ রচেচে।

নির্ম্মলা। ছি! ছি! ইহার অধিক ঘৃণার বিষয় আর কি আছে। কুলীন কন্যা বেশ্যা হওয়া ও নীচ লোকের সহবাসে রত হওয়াকে আপনারা দোষের বলেন না, কিন্তু স্বামী মনোনীত করাকে দোষের ভাবিলেন। ধন্য আপনাদিগকে, ধন্য দেশাচারকে—

কব আর কি অধিক, এ প্রথায় ধিক ধিক, মাবিচের মৃত্যু ঠিক,
হলো মম পক্ষে।
বরিতে অযোগ্য বরে, শেল বিন্ধে কলেবরে, না বরিলে হানে পরে,
বাক্য বান বক্ষে॥
কেহ ক'রে বেশ্যা বৃত্তি, কুলেতে রাখেন কীর্ত্তি, হায় হায় কি প্রবৃত্তি,
লাজে মরে যাই।
পাপমতি প্রতিবাসী, কত কথা বলে আসি অকুল সাগরে ভাসি,
কুল নাহি পাই॥
তথাপি আমার পণ, বিনা মনোমত জন, না করিব প্রাণার্পণ,
অধমের করে।
যেইরূপে ভৈমী সতী, বরিলেক নল পতি, সে রূপ আমার মতি,
বরিতে সুবরে॥

মোহিনী। যাহোক ভাই তোরে পারা ভার। এক কথা বল্লে দশ কথা শুন্‌তে হয়।

বলে— "ভাল ভেবে এসে ছিলাম, দুখের কথা বল্‌তে।
দেখন হাসি হৃদয় মাঝে, জেলে দিলে যোল্‌তে"॥

তোর যা খুসী তাই কর, আমরা উঠি।

নির্ম্মলা। বস্‌না দিদি, উঠ্‌বি কেন?

মোহিনী। না ভাই আর বসতে পারবনা। মা গোঁসাই চৈতন্য দাস বাবাজীর সঙ্গে মেলায় যাবেন শুনেচি, পারি ত আমরাও যাব।

এই কথা বলিয়া মোহিনী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময় মা গোঁসাই চৈতন্য দাসের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য দাস আসিয়াই এই গীতটী গাইলেন—

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঢিমে তেতালা॥

ওগো স্বজনী গৌর রূপের তুলনা এ ভবে কৈ।
সেই ভুবন মোহন রূপটী আমার নয়নে লাগিল সই॥
চাঁদ বদনে মধুর হাঁসি, মাণিক পড়ে রাশি রাশি,
ইচ্ছা করে হয়ে দাসী, তাঁর চরণে পড়ে রই॥
প্রেম নিধি প্রেম নিধি বোলে, প্রেমের পথে পড়ছে ঢোলে,
দেখবি যদি আয় গো চলে, নবীন গোরা যায়গো ঐ॥

বাবাজী হরিনামের ঝুলি হস্তে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মোহিনী প্রণাম করিল। বাবাজী কহিলেন, এস এস, কৃষ্ণে মতি হোক। স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কর।

মা গোঁসাই মোহিনীকে কহিলেন, আর দেরি কেন? যাস ত বের।

মোহিনী। না আর দেরি নেই, তুমি যখন নিতে এসেচো, তখন যাব বৈকি। ভাবচি এই যে, সে দিন জ্বর থেকে উঠেচি, গা গতোরে বড় জোর পাবনি, আবার এর উপরেই ছোটদার কোঁতকা খেতে হবে। সেবার মাহেশে চান যাত্রা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ব'লে এমনি মার মেরেছিলেন যে, কাপড়ে চোপড়ে অসামাল হয়েছিলাম। চূণ হলুদ বাট্‌তে২ মায়ের হাতে কড়া পড়ে ছিল। যাহোক তবু যেতে হবে।

মা গোসাই। যাস্‌ত আর দেরি করিস নে। আর বাড়ী গিয়ে কাজ কি?

মোহিনী। না আর বাড়ী যাবনা। বাড়ী গেলে কি আস্‌তে পারব?

নির্ম্মলা মনে মনে কহিলেন, যিনি এইমাত্র আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বলিলেন,

তিনি কি ভয়ানক কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেছেন। পিতা মাতার অনভিমতে এক বেটা ভণ্ড লম্পট বৈরাগীর সহিত নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় মেলায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি সজ্জনকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি বলিয়া কতই তিরস্কার করিলেন। হা জগদীশ্বর! এ দেশের দুরবস্থা কত দিনে তিরোহিত হইবে? প্রকাশে কহিলেন, হঁগা মা গোঁসাই, আপনি বাবাজীর সঙ্গে কোথায় যাইবেন?

মা গোঁসাই। কোথায় যাব তাকি এখনও জানতে পারিস নি। অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ শুনে ছিস ত?

নির্ম্মলা। হাঁ শুনিয়াছি, সেই খানেই যাইবেন?

মা। হাঁ হাঁ সেই খানেই যাব, ধর্ম্ম কর্ম্ম ত চাই।

বলে— "মুদিলে নয়ন সকলি আঁধার, ভাব সে ত্রিভঙ্গ শ্যামে।
উজলী ভুবন চম্পক বরণী, কিশোরী যাহার বামে"॥

এই সংসারে খেতে শুতে, বসতে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ নাম করে, সেই ধন্য। ব্রজলীলা শুনে যার মন না গলে সেকি মানুষ?

আহা, মনে হ'লে ব্রজলীলে, কত ভাব উঠে, মনে, কত ভাব উঠে।
মরি, রাখালের সনে হরি, যাইতেন গোঠে, হরি, যাইতেন গোঠে॥
সেই, নবীন যৌবনী ধনী, প্রেমময়ী রাধা, সেই প্রেমময়ী রাধা।
যেতে, শ্যামের দর্শনে ধনী, না মানিত বাধা, রাধা, না মানিত বাধা॥
কিবা, ললিতা বিসখা আর, চম্পকা বড়াই, আর, চম্পকা বড়াই।
করি, পসরা মাথায় তারা, যাইত সবাই, তারা, যাইত সবাই॥
সেই, ভাবুক নাবিক হেলে, বসিতেন হেলে, হেলে, বসিতেন হেলে।
হায়, কত রঙ্গ করিত সে, ধূর্ত্ত কাল ছেলে, সেই, ধূর্ত্ত কাল ছেলে॥

আহা, সে সব ভাবিতে গেলে কি আর সংসারে মন টেকে? কেবল কৃষ্ণ কথাই শুনিতে ইচ্ছা হয়—

"কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ মোর স্বামী।
এ দেহ দিয়াছি কৃষ্ণে, আমি নহি আমি"॥

নির্ম্মলা। মা গোঁসাই, আপনি কোন্২ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন?

মা গোঁসাই ঈষৎ হাস্য বদনে কহিলেন, তা কেমন ক'রে বলব? তবে

তুই শুন্‌তে চাইলি, একটু না বল্লে ভাল দেখায় না। কিন্তু কার কাছে বলিস নে। পুরুষোত্তমে দুইবার, বৃন্দাবনে তিনবার, গঙ্গা সাগরে ছ বার, আর হরিদ্বারেও একবার গিয়াছিলাম। শেষে পৈরাগে গিয়া মাথা মুড়িয়ে এসেছি। আর মাহেশের স্নানযাত্রা, বিরুষের দোল, বাগনা পাড়ার মহোৎসব, গুপ্তি পাড়ার রথ, অপরাধ ভঞ্জনের পাট, এত বচোর বচোর ই দর্শন হয়। আমি ষোল বচোর বয়সে রাঁড় হয়ে বেরুতে আরম্ভ করি, এখন আমার বয়েস বার গণ্ডা ছাড়িয়েছে।

নির্ম্মলা। আপনিত অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছেন? এ বৈষ্ণবটী কি আপনার সঙ্গী?

মা গো। হাঁ ইনি আমার সেতো। আমার সর্ব্বদাই তীর্থ দর্শনে যাওয়া আছে, একটী বৈষ্ণব সঙ্গে না থাকিলে চলেনা। বিশেষ, বৈষ্ণবের সঙ্গে তীর্থ দর্শনের ফলও ঢের।

"গৌর বলে বাহু তুলে, বৈষ্ণবের সঙ্গে।
নদীয়া নাগরী ভাসে, সুখের তরঙ্গে"॥

নির্ম্মলা। আপনি সম্প্রতি যে অপরাধ ভঞ্জনের পাটে গমন করিবেন, সেখানে কি কি আশ্চর্য্য আছে শুনিতে পাইনে?

মা গোসাই। সেখানে সকলি আশ্চর্য্য। হাজার হাজার বৈষ্ণব সেবাদাসীর সঙ্গে নৃত্য কর্চ্চে, আর সংকীর্ত্তনের ঘটাই বা কি—

অপরূপ অপরাধ, ভঞ্জনের পাট।
কিবা শোভা মনোলোভা, বৈষ্ণবের হাট॥
আলুর আকৃতি গলে, মালা বার নব।
ত্রিলোক মোহন নাকে, তিলক সুন্দর॥
ফর ফর উড়ে শিকে, পবনের ভরে।
প্রেমে ঝর ঝর বারী, নয়নেতে ঝরে॥
পরণে কৌপীণ যেন, রাজার বঞ্জন।
তদুপরে বহির্ব্বাস, আচ্ছা আচ্ছাদন॥
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে, ফেরে সেবা দাসী।
বেড়ান বাবাজীগণ, প্রেমার্ণবে ভাসি॥

জনম সফল, সে বৈষ্ণবে দিলে সেবা।
কৃষ্ণ ভক্ত বিনা তার, মর্ম্ম জানে কেবা॥

নির্ম্মলা মনে মনে কহিলেন, কি ঘৃণার বিষয়। বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এই ঘোর পাষণ্ড নীচাশয় বৈষ্ণব দিগের সহিত ইনি সহবাস করেন। যাহা হউক, আমার সে কথায় কাজ কি? প্রকাশে কহিলেন, আপনি কি বৈষ্ণবের প্রসাদ খান?

মা। বৈষ্ণবের প্রসাদ জগতের দুর্লভ। যদি ভক্তি পূর্ব্বক খাওয়া যায় তাহলে ভাবনা কি?—

"কহেন নিমাই চাঁদ, আমি ভক্তাধীন।
বৈষ্ণব আমার প্রাণ, দেহ মাত্র ভিন॥
বৈষ্ণবের বহির্ব্বাস, ধুয়ে যেবা খায়।
স শরীরে তার বংশ, স্বর্গে চোলে যায়"॥

নির্ম্মলা মনে মনে কহিলেন, আ সর্ব্বনাশ। আমরা অতি পরিষ্কার রূপে জল দিলে যিনি পান করিতে সন্দেহ করেন, পথে পদার্পণ করিবামাত্রই যিনি নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া থাকেন, দৈবাৎ চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ হইলে যিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গা মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেন, তাহাতেও যাঁহার মন পবিত্র হয় না, তিনি অবলীলাক্রমে এই নীচ কুলোদ্ভব বৈষ্ণবের কপ্নী ধোয়া জল পর্য্যন্ত পান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ কথা ব্যক্ত করিয়া বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। প্রকাশে কহিলেন, আপনার বাবাজীর আর একটী গীত শুনিতে ইচ্ছা করি।

বাবাজী কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নির্ম্মলার কথা শুনিবা মাত্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিকটস্থ হইয়া হস্ত ভঙ্গী করিতে২ কহিলেন, গান কি সকলের কাছে গাইতে ইচ্ছা হয়, প্রেমিক নহিলে বুঝে কে?

"প্রেম করা বড়, সহজ নয়। অকুল সাগরে ভাসিতে হয়॥
সকলে কি জানে, প্রেমের ধারা। বুঝেছে তারাই, মজেছে যারা॥
গোকুলে শ্রীরাধা, গোপ বালিকা। খঞ্জন নয়নী, জল পালিকা॥
জানিত পিরিত, সেই কিশোরী। যার প্রেম পাশে, বাধা শ্রীহরি"॥

এখন সে কৃষ্ণও নাই, সে রাধাও নাই, কেবল আমরা তাঁদের ভক্ত আছি।

"ভক্তাধীন ভগবান, ব্যক্ত চরাচর।
ভক্তের অন্তরে তিনি, বসে নিরন্তর" ॥

অতএব আমাদের অন্তরে তাঁরা আছেন। আমরাই কলিযুগের কৃষ্ণ। তোমরা কেহ রাধা, কেহ ললিতা, কেহ বিসখা রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সেবা কল্লেই পবিত্র হতে পার। আমরাও অবিকল কৃষ্ণ লীলা করিতে পারি।

নির্ম্মলা মনে মনে কহিলেন, ভাল বালাই হইল। "কুকুর কে নাই দিলেই কাঁদে উঠে"। ইহারও তাহাই দেখিতেছি। একটী গীত শুনিতে গিয়া খেঁউড় পর্য্যন্ত শুনিতে হইল। এখন এ ভণ্ডটা প্রস্থান করিলে বাঁচা যায়। প্রকাশে কহিলেন, বাবাজী! বেলা প্রায় শেষ হয়, আপনারা মেলায় যাবেন না?

বাবাজী নৃত্য করিতে২ এই গীতটী গাহিলেন।

গীত।

রাগিণী লোম। তাল আড় খেমটা।

আর যাবনা জল আনিতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কালা।
ভঙ্গী দেখে লাজে মরি আমরা কুলের কুলবালা ॥
যত বলি সর সর, কি কর হে নটবর,
তত কালা হেঁসে২ ঘেঁসে এসে ঘটায় জ্বালা ॥
কালার এমন বুকের পাটা, কিছুতে না যায় গো আঁটা,
জোর করে রাধার গলে পরিয়ে দিলে ফুলের মালা ॥

মা গোঁসাই বাবাজীর সমভিব্যাহারে রোহিণী ও মোহিনীকে লইয়া মেলা দর্শনে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক দিবস জ্ঞানেন্দ্র বাবু নির্ম্মলার বিবাহের গোলযোগ শুনিয়া সত্যপ্রিয় বাবুকে ডাকাইয়া কহিলেন, ভাই হে! নির্ম্মলার নিমিত্ত একটী ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করা উচিত হইতেছে। নির্ম্মলা পরম সুন্দরী, বিদ্যাবতী, এবং সচ্চরিত্রা। আমরা এখানে থাকিতে একটা কুলীন মণ্ডামার্ক আসিয়া প্রতিবাসী আত্মীয় কন্যা রত্নটীকে পদ দলিত করিবে, ইহা কি প্রকারে সহ্য করিতে সমর্থ হইব?

সত্যপ্রিয় বাবু কহিলেন, আমি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী আছি। যাহাতে নির্ম্মলার সমযোগ্য পাত্র মিলাইতে পারি, অদ্যই তাহার সুযোগ করিব। এই কথা বলিয়া তিনি স্কুলে গমন করিলেন। প্রত্যাগমন কালীন সাবিত্রীর ভবনে আসিলে সাবিত্রী কহিলেন বাবা! আমাদের দুঃখের কথা কি বল্‌ব? নির্ম্মলা কুলীনকে বে কর্ত্তে চায় না ব'লে লোকের গঞ্জনায় ঘাটে পথে বেরুতে পারিনে। কেবল তোমাদের মুখ পানে চেয়েই আজও এ ভিটেয় আছি। নহিলে গাঁ ছেড়ে পলাতে হইত।

সত্যপ্রিয় কহিলেন, কেন, আপনার কন্যার অপরাধ? কুলীনের যে সকল গুণ বর্ণিত আছে, সেরূপ হইলে হানি ছিল না। কিন্তু এক্ষণকার কুলীনদের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ স্থলে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিবাহ করা মূর্খের কাজ। আপনার কন্যাটী বিদ্যাবতী, ও বুদ্ধিমতী। উনি যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা উত্তম। ইহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ মত আছে।

সাবিত্রী। বাছা! এমন কথা ত আ'র কাহার মুখে শুনিতে পাইনে। আহা! তোমার মধু মাখা কথা শুনে আজ আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। বালক কালে তোমায় যে কত কোলে পিটে ক'রে নিয়ে বেড়িয়েচি, আজ তার সার্থক হইল। এখন শুন্‌তে পাচ্চি, আমার সতিনপোবা একটী পাত্র আন্‌চেন। নির্ম্মলার ইচ্ছা যে তিনি এলে তুমি একবার দেখে এস।

সত্য। তার আশ্চর্য্য কি? তিনি আসিলেই তাঁর রূপ গুণাদির পরিচয় জানিয়া দিব। তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমনোযোগ নাই।

সাবিত্রীর সহিত সত্যপ্রিয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে সাবিত্রীর সপত্নী পুত্র ধনঞ্জয় দ্রুতবেগে আসিয়া বিরক্ত ভাবে কহিলেন, অনেকক্ষণ পাত্র আনা হইয়াছে, তোমাদের ত কিছুই উদ্‌যোগ দেখিতেছি না, এর কারণ কি?

সাবিত্রী। আমি এই মাত্র শুনিলাম তুমি পাত্র এনেছো, পাত্র যদি ভাল হয়, উদ্‌যোগের জন্য ভাবনা কি?

ধনঞ্জয়। এখনও পাত্রের প্রতি তোমার সন্দেহ আছে? তোমার পত্র পেয়ে এই পাত্রের যোগাড় করিতে আমাদের প্রাণান্ত হইয়াছে, আর সর্ব্বস্ব গিয়াছে। বিমাতা হইলেই কি এইরূপ কাজ করিতে হয়? তুমি লিখিয়াছিলে, রূপবান, গুণবান, ধনবান পাত্র চাই। তোমার এই তিন বান খেয়ে আমাদের দফা শেষ হইয়াছে। তুমি নির্ম্মলাকে লেখা পড়া শিখাইয়া সর্ব্বনাশ করেছো। স্ত্রীলোকদের লেখা পড়া শেখান যে কি ভয়ানক, তা এখন আমরা জানিতেছি, পরে তোমরাও জানিতে পারিবে। তোমার পেটে ছেলে হয়নি ব'লে কি মেয়েটাকে লেখা পড়া শেখাতে হয়। ছেলের কাজ কি মেয়েয় পারে? "গাই নাইত বলদ দুই" ছি! ছি! তোমায় আর কি বল্‌ব। এখন পাত্র দেখিয়া আসিয়া শীঘ্র এদিকের আয়োজন কর। এই পাত্র হাত ছাড়া হইলে নির্ম্মলার বিবাহ হওয়া ভার হইবে।

সাবিত্রী। তোমরা যখন পাত্র আনিয়াছ, তখন ভালই হইবে, তবে আমাদের একবার দেখা মাত্র। এই সত্যপ্রিয় বাবু একবার পাত্রটী দেখিয়া আসিলেই এদিকের উদ্‌যোগ করি।

ধনঞ্জয় সত্যপ্রিয় বাবুর প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন আপনার নিবাস?

সত্য। নিবাস নিত্যানন্দপুর।

ধনঞ্জয়। এখানে কি উপলক্ষে?

সত্য। আমি এই গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই পল্লীতেই আমার বাসস্থান। আপনার বিমাতা ঠাকুরাণী আমার মাসী হন, এবং সন্তানের তুল্য স্নেহ করেন, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের বাটীতে আসিয়া থাকি।

ধনঞ্জয় মনে মনে কহিলেন, আ সর্ব্বনাশ। স্কুলের মাষ্টার পাত্র দেখতে

গেলেইত প্রতুল। শুনেছি ইহারা বড় মিথ্যা কথা কন্না। যে পাত্র আমি আনিযাছি, তাহার সমুদয় সত্য বলিলে কেবল যে বিবাহের প্রতিবন্ধক ঘটিবে, তাহা নহে, হয ত দুই চারি ঘা খাইযাও যাইতে হইবে। এখনকার লোকে বিবাহের স্থলেও আগা গোড়া সত্য বলিতে উপদেশ দিযা থাকেন, তাহাতে আবার মাষ্টার। পরে প্রকাশে সাবিত্রীকে কহিলেন, মাষ্টার বাবু অতি আত্মীয, বিদ্বান, সুশীল ও শান্ত ব্যক্তি, ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম বোধ হইতেছে, কিন্তু পাত্র দেখা এরূপ লোকের কার্য্য নয, যেহেতু ইনি কুলাদির বিষয কি বুঝিবেন? একজন প্রাচীন বিজ্ঞ কুলীনকে পাঠাইলে ভাল হয়।

সাবিত্রী। না বাছা, এখানে আমার এমন আপনার কেহ নাই যে তাহার কথায় বিশ্বাস হয। ইনিই দেখিয়া আসুন, কুলাদির বিষয না বুঝেন, অন্য অন্য বিষয ত বুঝিতে পারিবেন।

ধনঞ্জযকে কাজেই সম্মত হইতে হইল। সত্যপ্রিয ধনঞ্জযের সহিত দুর্লভ-পুরের পূর্ব্ব পাড়া ঘনশ্যাম ঘোষালের বহির্বাটীতে পাত্র দেখিতে গমন করিলেন। পাত্র কুলকীর্ত্তি বন্দ্যোপাধ্যায, ঘনশ্যামের বহির্বাটীতে বসিযা ছিলেন। দূর হইতে ধনঞ্জযের সহিত সত্যপ্রিয বাবুকে আগমন করিতে দেখিয়া মৃত্যুঞ্জযকে কহিলেন, ওহে ভাযা। এই ভয়ানক গ্রীষ্মকালে একটা ক্যাম্বিসের জামা গাযে দিয়ে ধনঞ্জযের সঙ্গে ঐ অসভ্যটা কে আস্ছে হে?

মৃত্যুঞ্জয কহিলেন, চুপকরুন মহাশয, বুঝি আপনাকেই দেখিতে আসিতেছে। সত্যপ্রিয বাবু পাত্রের নিকটবর্ত্তী হইযা মনে মনে কহিলেন, ইহার আকৃতি অবলোকনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বয়ক্রম পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন নহে। ইনি অতি গুনবান্ হইলেও নির্ম্মলার যোগ্য হইতে পারেন না। এক্ষণে গুণাদির বিষয় জ্ঞাত হওযা নিরর্থক। তথাপি আসা হইযাছে, কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিযা যাই। প্রকাশে কহিলেন, মহাশয়ের নিবাস?

কুলকীর্ত্তি। কেন, আমায কি চেননা? নিবাস পাষণ্ডপুর, নাম কুলকীর্ত্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর দহের বন্দিঘাটী, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান।

সত্য। আপনি যে বল্লেন, "আমায় কি চেননা"? ইহাতে সন্দিহান হই-তেছি। আপনকার সঙ্গে কি কখন আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

কুল। আপনি বিশিষ্ট ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলকীর্ত্তি বাড়ুয্যের নাম

শুনেন নাই, এবড আশ্চর্য্য কথা। আমি কি একজন ক্ষুদ্রলোক, তাই পরিচয় দিলে তবে চিন্তে পারিবেন? মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের সহিত যাঁহার আলাপ ছিলনা, তিনি কি নাম শুনিলে চিনিতে পারিতেন না।

সত্যপ্রিয় বাবু মনে মনে কহিলেন, এক কথাতেই ইহার বিদ্যা অবগত হওয়া গেল। আরও কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হইতেছে। প্রকাশে কহিলেন, মহাশয়! যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করি।

কুল। বিরক্ত হবার কথা না বলিলে কে বিরক্ত হইয়া থাকে?

সত্য। আজ্ঞা না, বিরক্ত হইবার কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা, আপনি যে কন্যাটীর পাণি গ্রহণাভিলাষে আগমন করিয়াছেন, সে কন্যাটী অতি সুশীলা এবং বিদ্যাবতী। তাহার ইচ্ছা যে একটী গুণবান পাত্রে আত্ম সমর্পণ করেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার গুণাদির বিষয় কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া বাধিত করুন।

কুল। (সক্রোধে) কি, একি বালকের বে? আমি বার গণ্ডা, এই কথা বলিবা মাত্রে মৃত্যুঞ্জয় অঙ্গুলী পীডন করিয়া নিষেধ করিলেন।

সত্য। কি মহাশয়! বলিতে বলিতে যে নীরব হইলেন? আপনি বার গণ্ডা বিবাহ করিয়াছেন, কোন স্থানে বিদ্যার পরিচয় দেন নাই, এই কথা বলিতে ছিলেন ত?

কুল। না তানয়, অর্থাৎ লেখা পড়ার বিষয়টা আমাদের সে কেলে রকম। এখনকার মত ইংরাজী টাংরাজী গুলা জানা নাই, তাহাই বলিতেছিলাম।

সত্য। তাহা নাই হইল। ইংরাজী জানিলেই যে বিদ্বান হয়, এমন নহে। সকল ভাষাতেই জ্ঞান উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। আপনি আমা-দিগের মাতৃভাষা বাঙ্গলা জানেন ত?

কুল। হাঁ, তা বিলক্ষণ জানা আছে, কিন্তু এ কেলে রকম নয়। আমরা সেকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিয়াছি। খত পত্র লেখা খুবই অভ্যাস আছে। আর সেবক শ্রী, আজ্ঞাকারী শ্রী, মহামহিম শ্রী প্রভৃতি প্রায় দশ পোনের রকমের শ্রী ত নখ দর্পণ করিয়া রাখিয়াছি।

সত্য। আর কোন২ বিষয় জানা আছে?

কুল। অঙ্ক বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। এমন কি, শুভঙ্করের অঙ্ক

গুলা ত খাইয়া ফেলিয়াছি বলিলেই হয়। "তেবিজ ধবণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়াব স্থান কবিবে মিলন"। আজ এই পর্য্যন্ত বহিল। আপনাব নিকট অধিক পবিচয় দিবাব আবশ্যক নাই। আপনি মাষ্টাব, বালকদেব পবিক্ষা ভালরূপে কবিবেন। আমাব কাছে কেন? আমাব গুণ বিবাহেব পব পথে ঘাটে শুনিতে পাইবেন। বাসব ঘবে যখন কোকিল কণ্ঠে বাম প্রসাদেব বিবহ ছাড়িব, তখন অনেকে জানিতে পাবিবে গুণ আছে কিনা। দু হাজার সখী সংবাদ, আব পাঁচ হাজাব বিবহ আমাব কণ্ঠস্থ। আমাব বিদ্যাব পবীক্ষা কবা আপনাব ন্যায মাষ্টাবেব কাজ নয। বিদ্যাব পবিচয দিয়া কোন স্থানে আমাব বিবাহ কবিতে হয না, কেবল ধনঞ্জযেব অনুবোধে আপনাব কথায উত্তব দিলাম।

সত্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে অনুমতি হয ত গাত্রোত্থান কবি।

কুল। সে অনুমতি দেওযাই আছে।

সত্যপ্রিয বাবু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সবিত্রীব ভবনে আগমন কবিতে কবিতে ভাবিতে লাগিলেন। হায! এই সকল ক্ষীপ্তেব হস্তে প্রাণাধিক সুশীলা বালিকা কন্যা গণকে আমবা অনাযাসে অর্পণ কবিযা থাকি। কেবল যে অর্পণ কবি তাহা নহে, অর্পণ কবিযা আপনাকে ধন্য জ্ঞান কবি। এই কুলকীর্ত্তিব ন্যায সহস্র সহস্র ক্ষিপ্ত আমাদেব দেশেব মান্য, গণ্য, এবং পূজ্যপাদ। আমাদিগেব কন্যাগণ এই সকল ব্যক্তিব ঘবণী হইযা যে কি সুখভোগ কবে, তাহা তাহাবাই জানে, আব বিধাতাই জানেন। বল্লাল সেন যে কি কুক্ষণে কুলেব সৃষ্টি কবিযা ছিল, তাহা ভাবিলে শবীবেব শোণিত শুষ্ক হয। এই ভযঙ্কব কুলেব সৃষ্টিতে সৃষ্টি নাশ হইল। বে দুর্দ্দান্ত দেশাচাব! তোব আধিপত্য কি চিরকালই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে? তোব মূল কি কিছুতেই উৎপাটিত হইবে না? বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বাবাও অদ্যাপি তোর মূলচ্ছেদ হইল না, ইহাই আশ্চর্য্যেব বিষয।

নিষ্ঠুব ঘাতুক সম ওরে দেশাচাব, তোব, প্রতাপ অকথ্য।
তোবে কবা পবাজয, কার সাধ্য নাহি হয়,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বোপবি, তোব আধিপত্য।
মিথ্যাকে করিস সত্য, সত্যকে অসত্য॥

দেশ ময় সুখোদয় হবে সন্দ নাই, যবে, তোর দর্প যাবে।
যে প্রথাকে শতধিক, তারমান সমধিক,
কেবল রে দেশাচার, তোর প্রাদূর্ভাবে।
তোর তরে নাহি নবে, নিজ হিত ভাবে॥

বঙ্গদেশে দেশাচার তোর পরাক্রম, বড়, সাধারণ নয়।
কুলীন কুমারী গণ, অনুতাপে অনুক্ষণ,
দগ্ধহয়, খালি তোর, কারণে নিশ্চয়।
একের শতেক ভার্য্যে, তোর রাজ্যে হয়॥

শুনিয়াছি বিদ্যা হ'লে হয় সু স্বভাব, আর ফিরে যায় মন।
এ দেশের বিদ্যাবান, সে স্বভাব নাহি পান,
দেশাচার তোর দাস, ভাল রূপে হন।
কুলের উপরে বিদ্যা, ভারী কু লক্ষণ॥

একেত কুলীন পুত্র তাহে বিদ্যাবান, নহে, সাধারণ মান।
অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, এ বিদ্যা সুখের নয়,
বিবাহের কালে এঁরা, অর্দ্ধ রাজ্য চান।
কার সাধ্য করি বাধ্য করে কন্যাদান॥

সুলভে পাইলে পাত্র, হবে গণ্ড মূর্খ, আর, বিয়ে ব্যবসায়ী।
গুণজ্ঞ হইলে পরে, কে এগোবে তার দরে,
দেশাচার তোর তরে, কষ্ট চিরস্থায়ী।
অবলা অখলা গণ, চির জল শায়ী॥

হায় রে দেশের লোক তোমাদের ধিক, কব, অধিক কি আর।
আজো কুল মর্য্যাদায়, হয়ে আছ অন্ধ প্রায়,
দেখিতে না পাও কিছু, কষ্ট অবলার।
প্রভূত্ব করিবে কত, দেশাচার আর॥

এইরূপে সত্যপ্রিয় বাবু দেশাচারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সাবিত্রীর নিকট গমন পূর্ব্বক কুলকীর্ত্তির বয়স, রূপ ও গুণাদির পরিচয় দিয়া কহিলেন, আমার মতে এরূপ পাত্রকে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যাকে জলে নিক্ষেপ করা ভাল। এক্ষণে আপনাদিগের যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সত্যপ্রিয় বাবু প্রস্থান করিলে পর, কি উপায়ে কুলকীর্ত্তিকে নির্ব্বিরোধে বিদায় করিবেন, নির্ম্মলা ও তাহার মাতা উভয়ে বিষণ্ণ চিত্তে এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সহোদরা নির্ম্মলার সই শুভদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মলা এই দুঃখের সময়েও হর্ষচিত্তে শুভদার হস্ত ধারণ করিয়া বসাইয়া কহিলেন, সই! তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই। আজ যে কি আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারিনা। যাহা হউক, শ্বশুরালয় হইতে কবে আসিলে?

শুভদা। আমি এই মাত্র আসিয়া শুনিলাম, তোমার বিবাহের ভাবী গোল-যোগ। তাই দেখিতে আসিলাম।

নির্ম্মলা। সে কথা আর কি বল্‌ব? বোধকরি জ্ঞানেন্দ্র দাদার নিকট সব শুনিয়াছ। দুইটা সুখ দুঃখের কথা কৈ, এমন একটী লোক নাই। গ্রামের প্রায় সকলেই আমাদিগের বিপক্ষ।

শুভদা। আমি সব শুনিয়াছি, এবং গ্রামের অবস্থাও সব জ্ঞাত আছি। তুমি কোন ক্রমে ভাবিত হইওনা। আমার বিবাহ কালেও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছিল। কিন্তু দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, প্রাণ থাকিতে আমাকে মূর্খ কুলীনের হাতে সমর্পণ করিবেন না। এমন কি, তিনি অতি আত্মীয় বর্গের সহিত ও বিবাদ করিয়া আমাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন।

নির্ম্মলা। তোমার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র দাদা অতি গুণবান ও সচ্চরিত্র। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে বাল্যাবস্থায় তোমার শিক্ষার নিমিত্ত তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। এবং তোমাকে সৎপাত্রে দিবার জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন,

ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা সফলও হইয়াছে। কিন্তু আমার ত তেমন ভ্রাতা নাই, এক মা আছেন মাত্র, তা তিনি স্ত্রীলোক হইয়া কত সহ্য করিবেন।

বিবাহার্থে এসেছেন যিনি, কুলীনের শিরোমণি তিনি।
শুনগো প্রাণের সই, জানিয়া কেমনে হই,
শত শত নারীর সতিনী॥
সপত্নীর বিদ্বেষ অতুল, কভু নাহি হয় অনুকূল।
পড়িয়াছি রামায়ণে. শ্রীরাম গেলেন বনে,
বিমাতা কেকয়ী তার মূল॥
খুল্লনার লহনা সতিনী, হইয়া সাক্ষাৎ পিশাচিনী।
করিয়া বিষম রাগ, কাননে রাখায় ছাগ,
দুঃখে ভাসে খুল্লনা বেনেনী॥
যথায় সপত্নী গণ রয়, তথায় এরূপ দ্বন্দ্ব হয়।
কেহ বলে মম স্বামী, কেহ বলে লব আমি,
নাহি থাকে লোক লজ্জা ভয়॥
দেশাচার ভয়ঙ্কর অতি, অসংখ্য নারীর এক পতি।
হায় হায় এ কেমন, পুরুষের এক মন,
প্রদান করিবে কার প্রতি॥
স্বজনি তোমায় সত্য কই, আমি যদি কুলীনের হই।
করিয়া গরল পান, তখনি ত্যজিব প্রাণ,
ইহাতে কিঞ্চিৎ ভীত নই॥

শুভদা কহিলেন সই। তোমার ত এখন জ্ঞান হয়েছে, প্রাণান্তেও অসৎ পাত্রে আত্ম সমর্পণ করিবেনা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে কি না হইতে পারে? বিশেষ, দাদা বলিয়াছেন, যদি প্রতিবাসীরা অনিষ্ঠ করে, তিনি সাহার্য্য করিবেন।

নির্ম্মলা। জ্ঞানেন্দ্র দাদা ও সত্যপ্রিয় বাবুর ভরসাতেই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা। আর কেহই আমাদের সাপক্ষ নন। যাহা হউক, সাধ্যানুসারে অবশ্যই দেখিতে হইবে, যে হেতু এটী সামান্য কার্য্য নয়। হায়! যাঁর প্রতি আমার চিরকালের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাঁহারে দেখা দূরে থাকুক, তাঁর বিষয় শুনিতেও কি দেশাচার বিরুদ্ধ?।

শুভদা। তোমার ভ্রাতারা কিরূপ পাত্র আনিয়াছেন, একবার দেখিতে পাইনে?

নির্ম্মলা। সে পোড়ার মুখ আর দেখিয়া কাজ নাই। সত্য বাবুর মুখে যেরূপ শুনিলাম, সে চমৎকার। এখন কোন গোলযোগ না করিয়া প্রস্থান করিলেই বাঁচা যায়।

শুভদার সহিত নির্ম্মলার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে রঙ্গিণী গোয়ালিনী আসিয়া বলিল, কিগো তোমাদের কি পরামর্শ হইতেছে? শুনিলাম বর এসেচে নাকি? বাসর ঘরে যেন আমি আসর জাকিয়ে বসিতে পাই। রঙ্গিণী এই কথা বলিয়াই একটী গান গাইতে লাগিল।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল খেম্‌টা।

দেখব কেমন রসিক তোমার মন চোরা ধন নট বরে।
সাধাইব নাসাধিব প্রেম ডোরে বাঁধিব করে॥
ডাকিলে না কথা কবে, সদাই গৌরবে রবে,
সুবদনী দেখ্‌বি তবে, পায়ে ধরে কিনা ধরে॥

নির্ম্মলা কহিলেন, রঙ্গিণী দিদি, তুই আমোদ করিতেছিস বটে কিন্তু এ আমোদের বর এসেনি। এ বাসরে যেন তোরে বসিতে না হয়। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তা হইলে বাসরে আমোদ করিস।

রঙ্গিণী। কেন কি হইয়াছে, কি রকম বর এসেচে?

নির্ম্মলা। আমার ভায়েরা গুণজ্ঞান হীন একটী প্রাচীন কুলীন বর আনিয়াছেন।

রঙ্গিণী। আ সর্ব্বনাশ! বুড়বর? আমাদের যে এত বয়েস হয়েচে, তবু বুড় দেখ্‌লে গা জ্বোলে যায়। গুণ জ্ঞান বড় বুঝি সুজিনে, কিন্তু সুর বুড় বেশ বুঝতে পারি। বলে—

"দেখ্‌লে বুড় বরে সই, দেখ্‌লে বুড় বরে।
রৈতে নারি ঘরে আমি, রৈতে নারি ঘরে।
গা টা আকারং করে"।

নির্ম্মলা। কেবল বুড় নয়, শুনেছি তাঁহার বারগণ্ডা বিবাহ।

বঙ্গিণী। ছি ছি ছি! এমন বরও কি আন্‌তে আছে? সতিনের সঙ্গে যার ঘর করিতে হয়, তার বাঁচিয়া সুখ কি? বলে—

"দশ যুবতীর পতির সনে, হয় যে নারীর বিয়ে।
সে অভাগীর মরণ ভাল, গলায় দড়ি দিয়ে॥
এক রমণীর একটী পতি, কাণা খোঁড়াও বেশ।
রয় গুমোরে আপন জোরে, মিটিয়ে মনের খেদ"॥

নির্ম্মলা। আবার শুনিয়াছি, বিবাহ করিয়া প্রায় শ্বশুর বাড়ী গমন করেন না, ও স্ত্রীকেও লয়ে যান না।

বঙ্গিণী। এইটী তার গুণ বল্‌তে হবে, কেননা এমন সোয়ামীর সঙ্গে যত কম দেখা হয়, ততই ভাল। বলে—

"চোখের বালি মনের কালী, তফাত হলেই সুখ।
প্রাণ গেলে সই হয়না রুচি, দেখ্‌তে পোড়ার মুখ॥
নয়ন অঞ্জন মনোরঞ্জন, পাই যদি ত রাখি।
তার সুখে সতত সই, পরম সুখে থাকি"॥

নির্ম্মলা। শুনিয়াছি অর্থ দিয়া অনেক সাধ্য সাধনা না করিলে বৎসরান্তর এক দিনের জন্যে তাঁহারে পাওয়া যায় না।

বঙ্গিণী। আর বলোনা, আর বলোনা, শুনে গাটা জ্বোলে যাচ্চে। আমরা যে গোয়ালার মেয়ে, রূপ নেই, গুণ নেই, তবু সোয়ামীকে সাধিনে। বলে—

"ভাগ্যবতী সেই যুবতী, যার পতি হয় বশ।
সাধিলে নারী অযশ ভারী, হয় বড় বেরস"॥

হ্যাদেখ বোন, তুমি যখন ছ মাসের, তখন তোমার মা আমায় বলেছিলেন, "গোয়ালিনী মাসী, এই মেয়েটীকে তোরে দিলাম। আমার মেয়ে, তোর নাতনী, আমি পেটে ধরেচি, তুই মানুষ কর। মেয়ে হতে আর কি হবে, তবে যদি বেঁচে থাকে, আর তেমন ঘরে পড়ে, তাহলে অবিশ্যি কিছু না কিছু উপকার করিবে"। আমি তোমায় দিন রাত্রি বুকে করে নিয়ে বেড়াইতাম, এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না॥ এখনও এক এক বার না দেখে গেলে মনটা কেমন করে। তোমার যদি বুড় বর হয়, তা হইলে আমার দুঃখ রাখিতে যায়গা থাকিবে না। আমি চিরকাল মনে আশা করিয়া আছি, নাত জামাই

হলে কত আমোদ করিব। আমোদ পাইলে আমার আহার নিদ্রা মনে থাকেনা। নূতন জামাই আসিলে লোকে পাঁচ ক্রোশ পথ থেকে আসিয়া আমাকে আমোদ করিতে ডাকিয়া লয়ে যায়। আমি যবা সম্বন্ধ ঘটিয়ে লোককে তামাসা করি। ভেবেছিলাম, এইবার আমোদের শেষ করিব। কিন্তু তোমার মনে সুখ না থাকিলে তা কেমন করে হইবে? বলে—

"রাধার সুখে আমরা সুখী, দুখি রাধার দুখে।
সুখেভাসি দেখলে হাসি, হাসি রাধার মুখে"॥

আমার আমোদ বল, আহ্লাদ বল, সব তোমাকে লয়ে। তোমার মুখ খানি বিরস দেখিলে হাত পা উঠেনা। আমি যে তোমাকে মানুস করেচি বলে এমন হয়, তা নয়, তোমার গুণেই এত ভাল বাসিতে ইচ্ছে হয়। যেরূপ বর এসেচে শুনতে পাচ্চি, তার সঙ্গে যদি তোমার বে হয় তাহলে জানিব ভগবানের বিচার নাই। বলে—

"পায় কি শোভা মতির মালা হনুমানের গলে।
হয় কে সুখী ক্ষীরের তক্তি, খায় যদি ছাগলে"॥

নির্ম্মলা। রঙ্গিণী দিদি, তোর মত সুহৃৎ আমার আর নাই। দুঃখের বিষয় এই, তোর কিছু উপকার করিতে পারিনা। যে ভাগ্য, কখন যে পারিব, এমন বোধও হয়না। যাহা হউক, তুই এসেছিস বড় ভাল হয়েছে। আমার সই একবার বর দেখিতে চাহিতেছেন। শুনিয়াছি তিনি ঘোষালদের বাটীতে বাসা করিয়াছেন, তুই শুভদারে সঙ্গে করিয়া ঘোষালদের বাটীর ভিতর গিয়া জলযোগের উপলক্ষে তাঁহারে ডাকিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আয়। আমিও গোপনভাবে যাইতেছি।

রঙ্গিণী। আচ্ছা বেশ বলেচো। আমি এখনি গিয়া দেখিয়া আসিব। কিন্তু ভাই আমার শুধু দেখা নয়, হয়ত শিশুপালের মত বরের বে দিয়াও আসিব।

শুভদা, রঙ্গিণী ও নির্ম্মলা, দুর্লভপুরের পূর্ব্ব পাড়ায় ঘনশ্যাম ঘোষালের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে ঘনশ্যামের স্ত্রী নির্ম্মলাকে কহিলেন, বাছা, তোমার বে, তুমি যে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছো?

নির্ম্মলা কহিলেন, শুভদা দিদি অনেক করে বলিলেন তাই আসিয়াছি,

তাহাতে হানি কি? বঙ্গিণী সৌদামিনীকে কহিল, দিদি, তুমি একবার জল খাওযাবার ছুতো করে বরকে ডেকে পাঠাও।

সৌদামিনী কার্ত্তিক ভৃত্যকে পাঠাইলেন। কার্ত্তিক, অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটীতে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল। এ জামাইটে বড্ডি পেটকো, এতও খাতি পাবে, বাপরে বাপ। দিনের মদ্দি পাঁচবার খায। সিন্নে পাঁচেণ্ডা অসগোল্লার ঘাড ভেঙ্গে হ্যালো। তুই বেধাস্তোণ, তোরে কিছু আমি খাতি মানা কচ্চিনে, খাতি পারিস, তা ভাল দিব্যি গুলোই খা, মন্দ গুলো কেন ফেলে অ্যার না। শ্যালার একাবিতে এক টাঁপলি আকুও পড়ে থাকেনা, এক কুচো সেঁশাও দ্যাব্তি পাইনে। আবার মোদের বলে ছোট লোক। যা হগ্যে, বামুণ জাতির কি কপাল রে, এই বুড বযেসে এমন সুন্দরী মেযেটাকে বে করে ফ্যালাবে। আর পাঁচেণ্ডা ট্যাকার জন্নি মোদের বে হযনা। কেন, মোরা কি দ্যাকৃতি মন্দ? যদি মন্দই হতাম, তবে মোর মা মোর নাম কেত্তিক রেখে হ্যালো কেন? প্রকাশে কহিল, বাড়ুয্যে মোশাই, তোমাকে বাড়ীর মদ্দি যাতি বলচেন।

কুলকীর্ত্তি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ কবিলে, বঙ্গিণী মনে মনে কহিল, সত্যইত, ইহারে আমাদেরই মনে ধরেনা, তা নির্ম্মলার মনে ধরিবে। প্রকাশে কহিল, এসহে ভাই, আমরা তোমায় দেখিতে এসেচি।

কুলকীর্ত্তি উপবেশন করিলে নির্ম্মলা অন্য গৃহের বাতাযন দিযা দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন, সত্যবাবু যাহা বলিযাছিলেন, সকলি সত্য। ইহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে। আকৃতি দর্শনে বোধ হয ইনি বিলক্ষণ নিষ্ঠুর। হায়। জ্ঞান থাকিতে নাকি ইহাতে আত্ম সমর্পণ করাযায়? যাহা হউক, বঙ্গিণীর সহিত কি কথোপকথন হয শোনা যাক।

বঙ্গিণী কুলকীর্ত্তিকে কহিল, তোমার মাথায কাপড় বাঁধা কেন হে?

কুল। মস্তকে বস্ত্র বন্ধন করিলে উর্দ্ধ শ্লেষ্মা নিবারণ হয।

বঙ্গিণী। তোমার যে উর্দ্ধ শ্লেষ্মা দেখ্‌চ, এ কাপড় বাঁধলে আরাম হবেনা। কলপ দিলে দিন কত থেমে থাকতে পারে।

কুলকীর্ত্তি মনে মনে কহিলেন, এ মেযে মানুষটী বড চতুর। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমার কৌশলটা বুঝিতে পারিযাছে। উঃ কি কুলগ্নে এখানে

পা বাড়ান হইযাছিল, বলিতে পারিনা। প্রকাশে কহিলেন, কি বলিতেছ, কলপ দিলে এ বোগ আবাম হইবে? তবে কি আমাব চুল পাকিযাছে নাকি?

বঙ্গিণী। চুল পাকার কথা ত আমি বলিনি। তুমি কি বুড় তাই চুল পাকিবে? তোমাব হদ্দ ষোল গণ্ডা বযেস হযেচে বৈ ত নয? তুমি ত কচিছেলে হে।

কুল। তুমি এব মধ্যেই আমাকে ব্যঙ্গ কবিতে আবম্ভ করিলে যে। আগে বিবাহ হউক, তাহাব পর ব্যঙ্গ কবিও।

বঙ্গিণী। তোমাব যদি বে হবে, তবে আগে ব্যঙ্গ করিব কেন? বাসব ঘবেব দুযোব ত বন্দ থাকেনা।

কুলকীর্ত্তি মনেং কহিলেন, মিথ্যাও নয, যেরূপ ভাব দেখিতে পাইতেছি, এখানে বিবাহ হওযাই সুকঠিন। লোভাশক্ত হইযা না আসিলেই ভাল হইত। প্রকাশে কহিলেন, তুমি যে বড় আঁতে ঘা দিযা কথা কহিতেছ? কেন, আমি কি অযোগ্য পাত্র?

বঙ্গিণী। না, না, তুমি অযোগ্য কেন? একবাব মাথাব কাপডটা খোল দেখি? এই কথা বলিযা রঙ্গিণী মস্তকের বস্ত্র উত্তোলন কবিবাব উপক্রম কবাতে কুলকীর্ত্তি কহিলেন, আবে কব কি, কব কি, আমায কি পাগল পাইলে? রঙ্গিণী উচ্চৈস্বরে হাসিতে হাসিতে কহিল, এই যে চুলগুলি খাসা ফবসা যেন বাসী ধোপ কাপড। আহা, এমন বব না হইলে কি নির্ম্মলাবে মানায? বলি, তোমাকে এখানে বে কবিতে আসিতে কে মন্ত্রণা দিযাছিল?

কুলকীর্ত্তি মনেং কহিলেন, বে ত হইল, এখন পলাইতে পাবিলে বাঁচি। এত বে কবিযাছি, কিন্তু এমন যন্ত্রণা কোথাও পাযনি। প্রকাশে কহিলেন, আমাব চুলগুলা কিছু পাকিযাছে বটে, কিন্তু ওটা উর্দ্ধকেব কর্ম্ম।

বঙ্গিণী। হাঁ তা বুঝেচি। চুল পাকা উর্দ্ধকের কর্ম্ম, গাল তোবড়ান পিত্তিব কাজ, আব দাত পড়াটা বুঝি মারকুলিব দরুণ?

কুল। তোমাদের পাবা ভাব। তোমবা যুবাকে বুডা ও বুড়াকে যুবা কবিতে পাব।

রঙ্গিণী। বুডকে যুব কবিতে পারিলে কি তোমাকে ছাড়িতাম? এখনি তোমাকে যুব কবিযা যুবতীব সঙ্গে বে দিতাম। যাহোক, তুমি কোন্ সাহসে আমাদের নির্ম্মলাকে বে করিতে আসিয়াছ?

বলে— "ফুলেব সেবা পদ্মিনীকে, একলা পেযে বেতে।
আস্পা কোরে ভেকদল, টাটকা মধু খেতে,
উঠেছে রাত ভুফুবে মেতে"।

কুলকীর্ত্তি। তুমি যে ক্রমেই বাড়া বাড়ী করিতে আবস্ত কবিলে। তুমি জান, তোমাদিগের নির্ম্মলা যাহাদিগের দাসীব যোগ্যা নহে, এমন শত শত কামিনী সদা আমার আশা পথ চাহিযা থাকে। একবাব তথায যাইলে তাহাবা কৃত কৃতার্থ হয়।

রঙ্গিণী। যাদেব পোডা কপাল, তাহাবাই তোমার আশা পথ চাহিযা থাকে। তুমি মস্ত কুলীন, অনেকে সেধে বে দিযাছে বলিয়া এ মনে ভেবনা যে আমাদেব নির্ম্মলাকেও পাবে।

বলে— "দুদ খেযে কাল লোভ বেডেছে, মন পডেচে ঘিযে।
এইবারি তোব দন্ত ক টা, ভাঙ্গব নোডা দিযে"॥

কুলকীর্ত্তি সক্রোধে কহিলেন, ও সকল তামাসা ভাল লাগেনা। একটু সাবধান হইয়া কথা কহিলে ভাল হয়। আমি অনেক স্থানে বেড়াইযাছি, এমন অসভ্য তামাসা কখন শুনি নাই।

রঙ্গিণী। আমবা মেয়েমানুষ, কি বলিতে কি বলি, তাতে বাগ কব কেন ভাই?

বলে— "ফাক তালেতে কতই মজা, মেবে বেডাতেন সুখে।
সেই সাহসে বুক বেড়েছে, উঠেন রূকে রূকে"॥

এখন বল যদি ত তোমার একটু রূপ বর্ণন করি। অনেকক্ষণ তামাসা শুনিয়া গবম হইযা গিযাছ, শেষটা একটু নরম করিয়া রাখিযা যাওযা ভাল। কিন্তু ভাই আমরা মেয়ে মানুষ, মূর্খ জাত, তোমার রূপ যে বর্ণন কবি, এমন সাধ্য কি! তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি ভাল বল, তবেই যাহা হউক।

কিবা তব রূপ যেন, অমাবস্যা রাত।
অন্ধকারে দেখা হ'লে, অম্নি কূপো কাত॥
শুনিলে তোমাব ঐ, মধুমাখা স্বর।
আহা মবি কি অদ্ভুত, ভূতে পায ডর॥
পেঁচার তুলনা দিলে, তব চন্দ্রাননে।
মানায কি না মানায়, ভেবে দেখ মনে॥

বয়েস দেখিয়া তব, লাজে মরে যাই।
তুমি বর দিগম্বর সদৃশ হে ভাই॥
ধরিয়া ছিলেন হর, বাসবে স্বরূপ।
তাহারি অভাব তব, ওহে রস কূপ॥
আর যত গুণ সব, আছে তব ঘটে।
সাদা চখো নহ তুমি, সাদা মন বটে॥
মহেশ মরেন নাই, ভুজঙ্গের বিষে।
তুমিও আফিঙ্গে রত, তুল্য নহ কিসে॥

কুল। যা হউক ভাই তুমি মেয়ে মানুষের টেক্কা। আমি অনেক স্থানে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু আমার সাক্ষাতে একপ আঁতে ঘা দিয়া কেহ কিছু বলিতে পারেনি।

রঙ্গিণী। সাক্ষাতে বলিব না কেন? তুমিই কি আমার অসাক্ষাতে নির্ম্মলাকে বে করিতে আসিয়াছ?

কুলকীর্ত্তি মনে মনে কহিলেন, ভাল দায় দেখিতেছি। কথাটী না বলিতে বলিতে বেটী আগে তার জবাব দেয়।

শুভদা কহিলেন, একেবারে নীরব যে। কি চিন্তা উপস্থিত? এখন আমার সহিত একটু শাস্ত্রালাপ হউক। আমি অন্য কথা জানি না।

কুলকীর্ত্তি মনে মনে কহিলেন, ভারী বিপদ উপস্থিত। এই স্ত্রীলোকটীর বাক্য ভঙ্গীতে স্পষ্ট বিবেচনা হইতেছে, ইহার লেখা পড়া বোধ আছে। প্রকাশে কহিলেন, কি বলিতেছ, তোমার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ হইবে? (উচ্চ হাস্য)

শুভদা। কেন, আমি হাস্যের কথা কি বলিলাম?

কুল। ইহার অপেক্ষা হাস্যের কথা আর কি আছে? চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিলে যাহাদের কলঙ্ক হয়, তাহারা পুস্তকে ব্রহ্মাণ্ডটা দেখিতেছে। যা হউক, তুমি কি ঘরে বসিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছ, না প্রকাশ্যরূপে পাঠশালায় গতিবিধি করিতে?

শুভদা। আমি অবিবাহিতাবস্থায় পাঠশালায় গমনাগমন করিতাম। কিন্তু পতি ভবনে যাইয়া অবধি গৃহে বসিয়াই শিক্ষা করিয়া থাকি।

কুল। উঃ কি ঘৃণার বিষয়! কি ঘৃণার বিষয়! শাস্ত্র কি কখন মিথ্যা

হয? কলিকালে যে সব একাকাব হইবে, তাব ত পূর্ব্ব লক্ষণই এই। যা হউক, তুমি কি আজও সধবা আছ, না বিধবা হইয়াছ?

শুভদা। আমাব বিধবার লক্ষণ কি দেখিতে পাইতেছ?

কুল। যে সকল বিধবাবা সাদাধুতি পবিধান ও শূন্য হস্ত কবিযা থাকে, তাহাদিগেব চিহ্নেব আবশ্যক কি? কিন্তু তোমাব এই সধবাব চিহ্নই সন্দেহেব কাবণ হইয়াছে।

শুভদা। কি চিহ্ন খুলিযাই বলনা, শুনা যাউক।

কুল। আব খুলিয়া বলিতে হইবে কি? যে স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখে, সে ত বিবাহেব বাসবে বিধবা হইযা থাকে। শাস্ত্র কি কখন মিথ্যা হয?

শুভদা। তুমি যা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে। কিন্তু সেটা আমাব পক্ষে নয। নির্ম্মলা যদি তোমাকে বিবাহ কবে, তাহা হইলে তাহাব পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। যেহেতু তুমি অন্তর্জলেব পুর্ব্বাবস্থায বিবাহ কবিতে এসেছো। আমাব পিতা মাতা ত গঙ্গাতীব হইতে তোমাব মত পাত্র ধবিযা আনিযা আমাব বিবাহ দেন নাই যে আমি বিবাহেব বাসবে বিধবা হব। তবে মৃত্যুব কথা কে বলিতে পাবে? ফলতঃ তোমাব মত পাত্রেব পাত্রীদেবই বিবাহের বাসবে বিধবা হওযা সম্ভব।

কুল। কালেং এই গুলাই হবে। এই ত স্ত্রীলোকেব বিদ্যাশিক্ষার ফল প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া গেল। শাস্ত্রে যেমন লিখিযাছে, আমি তাহাই বলিলাম, কিন্তু তুমি না বলিলে এমন কথা নাই।

শুভদা। আমিও অশাস্ত্রের কথা বলিনাই। প্রাচীন হইলে যে শীঘ্র মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন্ শাস্ত্রে না বলিযা থাকে? আব স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস কবিলে যে বিধবা হয, এ শাস্ত্র কল্পিত হইতে পাবে, যেহেতু তাহা ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায না। কিন্তু প্রাচীন অবস্থা যে মৃত্যুব পুর্ব্বকাল, এ বিষয আব শাস্ত্র পাঠ কবিযা জানিতে হয় না। অতএব ইহাতে তুমি রাগ কর কেন?

কুলকীর্ত্তি মনে মনে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! ইহারা আমায পদে পদেই ঠকাইতেছে। কত বড় বড় স্থানে আমি একজন সুবসিক, যোগ্য, এবং সুবক্তা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছি। আজ কুগ্রহ প্রযুক্ত দুইটা স্ত্রীলোকের

কাছে অপ্রতিভ হইতে হইল। বোধহয় ভাবী কু লগ্নে পা বাড়ান হইয়াছিল। যা হউক, স্ত্রীর কাছে যে আমরা কত বড়াই করিয়া থাকি, তা এক মুখে বলা যায় না। কিন্তু এরূপ স্ত্রী হইলেই ত সর্ব্বনাশ। শুনিয়াছি নির্ম্মলাও বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছে; তাহার সহিত বে হইলে আমি যত সুখী হইব, তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি। তার মধ্যে একটা সুবিধা এই যে আমাদিগের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কি? কোনমতে টাকা গুলা হস্তগত করিয়া পলাইতে পারিলেই হইল। কোন স্থানে বৎসরান্তর একবার যাই, কোথাও বা দশ বৎসরান্তর যাইয়া থাকি। এখানে একেবারে না আসিলেই হইবে। প্রকাশে কহিলেন, আমি হারি মানিলাম। তোমরা লেখা পড়া শিখিয়া মাথায় পাকড়ী বাঁধিয়া বড় বড় আদালাতে চাকরী কর গে।

রঙ্গিণী। আচ্ছা তাই হবে, এখন ও সব কথা থাকুক। আমরা যে কি জন্য আসিয়াছি তাহা জানিতে পারিয়াছ কি না?

কুল। বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই।

রঙ্গিণী। তবে বলি শুন, রাগ টাগ করিও না ভাই। তোমার এ বে কোন মতেই হবেনা। এক্ষণে গোলযোগ না করিয়া আস্তে আস্তে পলাও। আমরা পথ খরচ দিতে প্রস্তুত আছি।

কুলকীর্ত্তি সক্রোধে কহিলেন, কি, এত বড় যোগ্যতা। আমি কি যাচিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছি। আগে তামাসা বিবেচনা করিতেছিলাম, কিন্তু যেরূপ ভাব দেখিতে পাইতেছি, ইহা বড় সহজ নয়। একটা অনর্থ না করিয়া ত শর্ম্মা ফিরিয়া যাইবেন না।

রঙ্গিণী। তুমি যেচে বে করিতে এস নি, তাহা জানি, কিন্তু ইহাতে আমাদের দোষ কি, যিনি তোমায় আনিয়াছেন, তাঁহারে বল গে।

এই কথা বলিয়া তিন জনেই প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সাবিত্রী কন্যার আশা পথ চাহিয়া ভাবিতেছিলেন। এমত সময়ে নির্ম্মলা আসিয়া কহিলেন, মা সত্য বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, সকলি সত্য।

সাবিত্রী কহিলেন, বাছা তুমি কি আপনিই বর দেখিতে গিয়াছিলে?

নির্ম্মলা। হ্যাঁমা, শুভদা ও রঙ্গিণী দিদির অনুরোধে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। তাহাদিগের সহিত যখন তাঁহার কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন

আমি পাশের ঘরে থাকিয়া সেই সকল শুনিতে লাগিলাম। তাঁহার কথা বার্ত্তায় ও আকৃতিতে বোধ হইল, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান নাই। বরঞ্চ নিষ্ঠুরতা ও মুর্খতার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সাবিত্রী কহিলেন, আমি আর কিছু ভাবিতেছিনা, ধনঞ্জয়ের সহিত একটা বিরোধ হইবে দেখিতেছি।

নির্ম্মলা। দাদা যদি অন্যায় করিয়া বিরোধ করেন, তাহা হইলে আর উপায় কি?

সাবিত্রী ও নির্ম্মলার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া সক্রোধে কহিলেন, তোমাদের কিরূপ ব্যবহার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আজ তিন দিন হইল পাত্র আসিয়াছে শুনিয়াও তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছ। আবার কতকগুলা স্ত্রীলোক গিয়া বাডুয্যে মহাশয়কে যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া আসিয়াছে। তিনি আমার প্রতি অগ্নি অবতার। আমি বলিলাম যে স্ত্রীলোকের কথা ধর্ত্তব্য নয়, তবু কি শোনেন? তিনি মস্ত মানী লোক।

সাবিত্রী। বাপু, তুমি যে পাত্র আনিয়াছ, তিনি কোন অংশেই নির্ম্মলার যোগ্য নন। যেরূপ পাত্র আনিবার কথাছিল, তাহারত কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না। শুনিয়াছি ইঁহার বয়স অধিক, আর বিয়ে ও অনেক গুলি। এমন পাত্রের সঙ্গে কেমন করিয়া নির্ম্মলার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে?

ধনঞ্জয়। তবে কি বাডুয্যে মহাশয় ফিরিয়া যাইবেন?

সাবিত্রী। তা কাজেই বাপু, তুমি জানিয়া শুনিয়া এমন পাত্র লয়েএলে কেন?

ধন। কি, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা। কুলীন চূড়ামণি কুলকীর্ত্তি বাডুয্যে বিবাহ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন? আমি সর্ব্বস্ব বেচে এ পাত্র আনিয়াছি। তোমার কন্যাকে যে ইনি বিবাহ করিতে চাহিতেছেন, এ তোমার পরম ভাগ্য।

সাবিত্রী। তা যাহা হউক বাপু, আমি দেখিয়া শুনিয়া এ পাত্রের সঙ্গে কোন ক্রমেই নির্ম্মলার বে দিতে পারিব না।

সাবিত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় ক্রোধ কম্পীত কলেবরে কুলকীর্ত্তি ও কুলতিলককে সমভিব্যাহারে লইয়া ভক্তরাম গোস্বামীর ভবনে, ভক্তরাম, অতিবুদ্ধি প্রভৃতি গ্রামাধ্যক্ষ মহাশয়দের নিকট আগমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

অতিবুদ্ধি কহিলেন, সাবিত্রী যে কন্যাটাকে লেখা পড়া শিখাইয়া কুল নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, তার সমুচিত দণ্ড দিয়া তবে শর্ম্মা ক্ষান্ত হইবেন। তোমায় নিশ্চয় কহিতেছি, কুলকীর্ত্তি বাড়ুয্যে যদি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যান, মুচির সহিত নির্ম্মলার বিবাহ দেওয়াইব। বাবা, "বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য" একবার বাগে পেলে হয়। এক্ষণে এক কাজ কর, বিলাসিনীর কন্যা সোহাগিনীর সহিত বাড়ুয্যে মহাশয়ের বিবাহ দেও।

ভক্তরাম। বিলাসিনী এত টাকা কোথায় পাইবে? বাড়ুয্যে মহাশয় ত সাধারণ ব্যক্তি নন, যে অল্প টাকায় বিবাহ করিবেন।

অতিবুদ্ধি। আপাততঃ যদি তাহার হাতে টাকা না থাকে, শ্রীকৃষ্ণপুরের জমী কয়েক বিঘা আমার নিকট বন্ধক রাখিলে টাকা দিতে পারি। সে প্রতি-বাসী, তাহার উপকার না করিলে হইবে কেন? মনে মনে কহিলেন, এই সুযোগে বিলাসিনীর জমী গুলি হস্তগত করিতে পারিলে বড় কাজ হয়। অনেক দিন হইতে তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধাই হয় নাই, দেখা যাউক, এইবার কি হয়। প্রকাশে কহিলেন, ওহে কুলতিলক! এই পরামর্শই ভাল হইয়াছে। তুমি বিলাসিনীকে আমার নাম করিয়া কহিবে, বাড়ুয্যে মহাশয়ের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিলে আমি বিশেষ সাহায্য করিব। তাহার কন্যা যদি কখন কোন বিষয়ে কষ্ট পায়, আমি তাহার দায়ী। আর আপাততঃ যত টাকার প্রয়োজন হইবে, জমী বন্ধক রাখিয়া আমিই দিব। আর তাহারে কহিবে, পরিণামে যদি জমী গুলি উদ্ধার করিতে না পারে, তাহাতেও হানি হইবে না। যাহাতে তাহার সুবিধা হয়, তাহাই করিয়া জমী প্রত্যর্পণ করিব। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, স্ত্রী ধনে যেন আমার লোভ না হয়। তবে কাল বড় কুৎসিত বলিয়াই বন্ধক রাখা। বিশেষ, ভয় থাকিলে শীঘ্র পরিশোধের চেষ্টা করিবে। এখন তুমি শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না। সত্বর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মহা সমারোহের সহিত বাড়ুয্যে মহাশয়কে দেশে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ মান থাকিবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কুলতিলক, যাহাতে বিলাসিনীর কন্যার সহিত কুলকীর্ত্তির বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "অতি বুদ্ধি" বিলাসিনীর জমী গুলি হস্তগত করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে গমনোন্মুখ হইলেন। অপরাপর সকলেই কুলকীর্ত্তির দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে নিন্দা করিতে২ ক্রোধভরে নিজ নিজ আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভক্তরাম একাকী বসিয়া আছেন, এমত সময়ে তাঁর চাকরাণী রস বৈষ্ণবী অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটীতে আসিতে আসিতে মনে২ কহিতে লাগিল। মধ্যে২ দুটো একটা কেজিয়ে টেজিয়ে না হ'লে মজা হয় না। দিদি ঠাকরুণের সঙ্গে বউ গোঁসায়ের ঝক্‌ড়া হ'লে কি মজাই হয়। মোরে যখন সাক্ষী মানে, তখন কি মোর কম গৈরব বেরোয়। যাই, এখন কর্ত্তা গোঁসাইকে ডেকে আনি। আমি কার দিকে হয়ে বল্‌ব ভাবচি। দিদি ঠাকরুণের দিকে হয়ে বল্যেত কলাও হবেনা, আমার যা যুগ্যত্তা আছে, তার তাও নেই। ছুঁড়ী সারা দিন খেটে খেটে সন্ধ্যা বেলা তেঁতুল গুলে ভাত খায়। তার দিকে হয়ে বল্যে বউ গোঁসায়ের ঝাটা খেয়ে পিটের চামড়া যাবে। কিন্তু ছুঁড়ী বড় ভাল মানুষ দেখ্‌লে দুঃখ হয়, তা আমি কি করব? আমাকে বউ ঠাকরুণের দিকে হয়েই বল্‌তে হবে। আমরা হলাম দুঃখি মানুষ, আমাদের অত ভাবলে চল্‌বে কেন? প্রকাশে কহিল, কর্ত্তা গোঁসাই। তুমি এখানে বসে কি কচ্চো? বাড়ীর ভিতর যে আগুণ লেগেচে।

ভক্তরাম। আগুণ লাগিল কি? তুই হারাম জাদী যা খুসী তাই বলিস যে।

রস। সে আগুণ নয়, এই গিয়ে বউ গোঁসায়ের সঙ্গে দিদি ঠাকরুণের ঝকড়া লেগেচে; এতক্ষণ বা একটা খুন হলো, তুমি শীগ্যির এস।

ভক্তরাম মহাক্রোধে "আ সর্ব্বনাশ রোজ ঝকড়া। এই পোড়ার মুখী শনি রাড়ীর জ্বালায় আমার সংসার টা ছার খার হইল। আজ পঁচিশ ঘা মুড়া ঝাঁটা না ঝাঁকিলে রাগ যাবেনা"। এই কথা বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ

পূর্ব্বক কহিলেন, কোথায় সর্ব্বেশ্বরীর গর্ভধারিণী! ব্যাপার টা কি বল দেখি?

বউ গোঁসাই কহিলেন, বল্‌ব আর কি? আমায বাপের বাড়ী পাঠাইযা দেও। তোমার বোনের গঞ্জনায আর তিষ্টিতে পারিনে। এই পোড়া ঘর করিতে এসে একটা দিনও সুখ পাযনি। এখন দুটী চোকের মাথা খেলেই কি তুমি সুখে থাক?

ভক্তরাম ক্রোধভরে কহিলেন, কি! বাড়ী তোমায চোখের মাথা খাইতে বলে? আজ তার হাড় ভাঙ্গিব।

স্বর্ণময়ী সভযে ভাবিতে লাগিলেন, এই যে বৌয়ের কথা শুনিযা দাদা আমার প্রতিই রাগ করিয়া আসিতেছেন, আজ ঝাঁটা খাইযা প্রাণ যাবে। প্রকাশ্যে কহিলেন, দাদা আমার কিছু দোষ নাই, আগে শুন, তাহার পর মারিহ, ও দাদা আগে শুন শুন।

ভক্তরাম। তোর আর কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব বুঝিযাছি। ঝাঁটা গাছটা কোথায়? এই যে খড়ম পাটী টা পড়িয়া আছে। এই কথা বলিযাই কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, দাদা তোমার পাযে পড়ি আমায মেরনা। সারা দিন খাটিযা খাটিযা আমার হাড় কালী হইয়াছে, ইহার উপর মারিলে মরিয়া যাইব।

ভক্তরাম প্রহার করিতে করিতে কহিলেন, আঃ তুই মরিলেও বাঁচি, আমার হাড যুড়ায়।

স্বর্ণময়ী ধুলায় লুণ্ঠিত হইযা কাতর স্বরে কহিলেন, ও দাদা মলাম মলাম, আমার প্রাণ গেল। কাল একাদশী গিয়াছে, আজ এখনও কিছু খায় নি; জল তৃষ্ণায আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

ভক্তরাম "একেবারে যমালযে গিযা জল খাবি। যখন কোমর বাঁধিযা ঝকড়া করিস, তখন জল তৃষ্ণা পায না" বলিয়া পুনর্ব্বার প্রহার করিলেন।

স্বর্ণময়ী চীৎকার স্বরে "দাদা আমায একেবারে মেরে ফেল, তোমার বালাই যাক। আমি আর সইতে পারিনে, উঃ গেলাম। ওমা আমি কোথা যাব মাগো আমার; আমায় কেন পেটে ধরেছিলি মাগো আমার, বলিযা রোদন করিতে লাগিল।

ভক্তরাম কহিলেন, হেদ্দেখ, কেঁদে পাড়াব লোক যড় করিলে তোর বুকে বাঁশ দিযা ডলিব।

স্বর্ণময়ী। দাদা আমি কাঁদি নি। আমাব হাড় গুলো কন কন কচ্চে, তাই এমন কচ্চি।

বউ গোঁসাই ভক্তবামকে কহিলেন, হেদ্দেখ, আমি যাই তাই সযে থাকি, অন্যে হলে এত দিন খুন খাবাপি হযে যেতো।

ভক্ত। তাব আব সন্দেহ কি? আমি সব জানি। উহাব নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তোমাব সঙ্গে বিবোধ কবে।

স্বর্ণময়ী কহিল দাদা, আমায মাব তায দুঃখ নেই, একবাব আমাব দোষটা শুন। কাল একাদশী ক'বে একপব বাত থাকিতে উঠে আজ সৃষ্টিব কাজ কর্ম্ম সেবে, বেঁধে বেড়ে সকলকে খাইযে দাইযে বিছানা বালিস বোদে দিযে কাপড় কাচিতে গিযাছিলাম। এসে দেখি যে হাঁসী গাইটে দড়া ছিঁড়ে বাড়ীব ভিতব এসে আমাব বালিসেব খড় গুলা টেনে টেনে খাচ্চে। তাই আমি বল্লাম, কাব কি চোক নেই? অমনি বউ লাথি উচিযে বল্লে যে "বোস, তোবে ঝাঁটা পিটে কচ্চি"। দাদা এর চেয়ে যদি আব কিছু বলে থাকি, তাহলে যেন দুটী চক্ষেব মাথা খাই।

বউ। ওমা এত মিথ্যা কথাও জানে, তাব জন্যেত তোর সঙ্গে ঝকড়া হয় নি। তবে সে কথাটা বল্‌ব?

স্বর্ণময়ী কহিল কি বল্‌বি বলনা, আমি ত আর কিছু বলে নি।

বউ গোঁসাই ভক্তবামেব দিকে হাত বাড়াইযা কহিলেন, হেদে শুনে যাও, তোমার বোনের গুণেব কথা বলি।

স্বর্ণ। কেন, এই খানেই বল্‌না, ও দিকে কেন, আমি যা বলেচি, তাতো লুকিয়ে বলিনি।

বউ। আমি ত তোর মত পাড়া ঢলানী নই যে চেঁচিয়ে হাটের লোক যড় কব্‌ব। আমার লজ্জা সবমেব ভয আছে।

ভক্তরাম কহিলেন, কি বলিতে ছিলে বল না। বাগ শেষ হইলে আর কিছু হইবে না।

বউ। হ্যাদ্দেখ, খোকা একটু একটু দুধ খায় বলে উনি হিংসের

মবে যান। আব সদাই বলেন, খেযে খেযে গতোর লেগেছে। আহা, সেই অবধি বাছা আমাব শুকিযে গেছে।

ভক্ত। হাঁ, এত বড যোগ্যতা, খোকাব প্রতি হিংসা। তোব নিশ্চয মবণ নিকট হইয়াছে। এই কথা বলিযা আব্বাব প্রহাব কবিলেন।

স্বর্ণ। ও দাদা খোকা আমাব প্রাণ, খোকা আমাব সর্ব্বস্ব. আমি খোকাব হিংসা কবিনে। আমায আব মেবনা। দাদা আমাব দাডাবাব স্থান নেই। দাদা আমার পাঁজব কট কট কচ্চে। দাদা আমার কাঁকাল ভেঙ্গে গেল, আমি জল তুল্‌তে পাবব না। দাদা আমায খেত্‌লে মেবণা ঐ বঁটী খানা এনে আমার গলায দেও। দাদা তোমাব খড়ম ভেঙ্গে যাবে, ঐ যে খডমেব বলো ছুটে গেল।

ভক্ত। হতভাগী। তোবে এত মাবি তবু ত সোজা হবিনা। যা, এখন দিন কত চুপ কবিযা থাক। আব আমি সকলকে বলিযা যাইতেছি, যিনি উহাবে এক বিন্দু জল দিবেন, এমনি কবিযা তাহাব হাড ভাঙ্গিব। ব্রাহ্মণেব ঘরেব বিধবা দিগেব হত্যা কবিলে পুণ্য বৈ পাপ নেই।

ভক্তবাম প্রস্থান কবিলে স্বর্ণময়ী ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইযা বোদন কবিতে-ছেন, এমত সমযে শুভদা আসিযা কহিল, হেঁগা, ভক্তবাম দাদা নাকি স্বর্ণ দিদিকে বড় মেবেছেন; আহা, এমন কবিযাও কি মাবিতে হয?

বউ গোঁসাই শুভদাব মুখেব নিকট হস্তভঙ্গী কবিযা কহিলেন, তোমায়, আবার কে ডাক্‌তে গিযেছিল। বলে—

"শ্যামেব বাঁশী হাব মানিল, মন ভুলালে সিঙ্গে।
কাকাতুযাব মধ্যস্থ, কর্ত্তে এলেন ফিঙ্গে" ॥

শুভদা। তুমি চুপ কব, আমি তোমাব কাছে আসিনি। যখন ফুলে-মালাব সঙ্গে ঝকডা কবিবে, তখন হাত নাডিযা ও বকম বচন ছাডিও, আমাব সঙ্গে কেন? স্বর্ণময়ীর গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আহা, পাঁজবটা একেবাবে ভাঙ্গিযা দিযাছেন; এমত ভাইও ত দেখেনি। দিদি, আস্তে আস্তে উঠিযা একবাব আমাদেব বাড়ী যাইতে পারিবে?

বউ গোঁসাই সক্রোধে কহিলেন, হেদেখ, তুমি অপমান হবে, তারি যোগাড় কচ্চো। ওর ভাই ওরে মারুক আর কাটুক, তা তোমার কি?

শুভদা। আমাদেরও ত ভাই আছে। আহা, তাঁর কথা শুনিযা শরীর জুড়ায়। স্ত্রীর কথায় তিনি কখন ভগ্নীর গাযে হাত তুলেন না। আর ভগ্নীও তোমার মত হোন্নে শিয়াল নয়।

বউ। তোমার ভেযে আর ওর ভেযে অনেক তফাত। তোমার ভেযের মত ওর ভাই, ভগ্নীকে লেখা পড়া শিখায না। আবার কিনা ভাদ্র বৌযের সঙ্গে কথা কওযা হয। ছি ছি! এমন দেখেও নি শুনিও নি। তুমি ভেবনা যে আমরা কিছু জানিনে, আম্‌রা সব জানি। আর তোমার মত মাথার কাপড় খুলে ভেযের সঙ্গে কথা কহিতে কেউ পাররে না। আবার লেখা পড়া শিখে সাধুভাষায কথা কওযা হয; আ মরণ আর কি। তুমি যে শ্বশুর বাড়ী গিযে হাত নেড়ে ডাক ছেড়ে ভাশুরের সঙ্গে কথা-কও, তাও আমরা শুনেচি। বলে—

"কে দেখেছে কে শুনেছে, এমন ছেবলা মেয়ে।
ঘোমটা খুলে বৈল ছুঁড়ী, ভাশুর পানে চেযে" ॥

ছি ছি, ঐ পোড়ার মুখ নিযে আবার এখানে লোক হাসাতে কেন এসেচো? এখন চোলে যাও। ওরে দেখে আর দযা কর্ত্তে হবে না। ও দযায় যে তোমার গুণ ঢাকা থাক্‌বে, তা মনেও ভেবনা।

শুভদা। তোমার কথার আর উত্তর কি দিব? উত্তর না দেওযাই উহার সমুচিত উত্তর। আমায খুন করিযা ফেলিলেও তোমার মত ছড়া কাটিযা নীচ লোকের ন্যায ঝকড়া করিতে পারিব না।

স্বর্ণমযী শুভদারে কহিল, বোন, একটা কথা বলি শুনে যা।

শুভদা। কি বলিবি বল। যে তোর ভায, এ বাড়ীতে এক দণ্ড থাকিতে ইচ্ছা হয না।

স্বর্ণ। আমি একটু সাম্‌লে উঠে তোদের বাড়ী যাব। আমার জন্যে একটু চুন হলুদ বেঁটে রাখিস। এখন গেলে দাদা আবার মার্‌বে।

শুভদা স্বর্ণময়ীকে যাইতে অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এবং বাটী গিযা জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে কহিলেন, দাদা, আমি ভক্তরাম গোঁসাই দাদার বাড়ী স্বর্ণ দিদির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আহা, বউ গোঁসাইযের কথা শুনিয়া ভক্ত দাদা স্বর্ণময়ীকে এমন মারিযাছেন, যে একেবারে পাঁজরটা ভাঙ্গিয়া দিযাছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ আমিও সে কথা শুনিতে পাইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকের প্রতি এত অত্যাচার। বিশেষ, স্বর্ণময়ী তাহার সহোদরা ও অতি সুশীলা। আমি বোধকরি তুমি তাহাদিগের বাটী যাইলে তাঁহারা বিরক্ত হন।

শুভদা। হাঁ তা হন বৈ কি। কিন্তু স্বর্ণময়ীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের ভাব, তাই এক এক বার যাই। দেখ দাদা, স্বর্ণময়ী বড় লক্ষ্মী, সে আমার কাছে মনের কথা গুলি সব কয়। আমি লুকাইয়া লুকাইয়া তাহারে কত খাবার দিয়া থাকি।

জ্ঞানেন্দ্র। স্বর্ণময়ীর বাটীতে কি আহারাদির ক্লেশ হয়? তাহার ভ্রাতা ত একজন প্রসিদ্ধ ধনী। আমরা তাঁহার নিকট অতি সামান্য বলিয়াই গণ্য।

শুভদা। আহা, দাদা আপনি স্বর্ণময়ীর অবস্থা জানেননা, তা জানিবেন কিরূপে, তিনিত আপনাকে কিছু বলেন না। আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি, এক দিন বড় ক্ষুধায় লজ্জা সরম ঘুচাইয়া এক পয়সার ছোলা আনিতে চাহিয়া ছিল বলিয়া তাহার দাদা বলিয়াছিলেন, "শনি রাঁড়ীর পেটই সর্ব্বস্ব" সেই অবধি স্বর্ণ দিদি জল খাওয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সেই তৃতীয় প্রহরের সময় ডাঁটা চড়চড়ী দিয়া ভাত খান। কাল একাদশী করিয়া আজ মার খাইয়া এখনও জল খাইতে পান নি। ভক্তরাম দাদা কেবল যে তাঁহার ভগ্নীকে কষ্ট দিয়া থাকেন, এমন নয়। মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠাই প্রভৃতি সকলেই কষ্ট পায়। বিশেষ, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মন্ত্রণায় প্রথম পক্ষের পুত্রটীকে এত কষ্ট দিয়াছিলেন যে সে কথা শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আহা তাহার দুঃখের কথা মনে হইলে কান্না পায়। দাদা, আপনি কি বিপিন বেহারীকে দেখেন নাই?

জ্ঞানেন্দ্র। হা, তাহাকে আমার অল্প অল্প স্মরণ হয়। সে যখন অতি বালক, তখন আমি পশ্চিম গিয়াছিলাম। ভক্তরাম কি তাহারে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া ছিলেন?

শুভদা। সে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। যখন বিপিনের মা ছিল, তখন ভক্ত দাদা সমস্ত দিন বিপিনকে কোলে করিয়া থাকিতেন। বিপিন কাঁদিলে রসাতল করিয়া দিতেন। রাত্রিতে আপনি উঠিয়া দুধ খাওয়াইতেন।

একবার বিপিনের পীড়ায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। সেই বিপিনের মাযেব কাল হইলে ভক্তরাম দাদা দিন কত বিবাহ কবিতে চান নাই। কিন্তু ছ মাসের মধ্যেই আবার বিবাহ করিয়া এক কাল-সাপিনীকে ঘরে আনিযা বিপিনকে বাড়ী হইতে তাড়াইযা দিয়াছিলেন। আহা, বাছা মা মা করিযা পথে পথে কাঁদিয়া২ মনের দুঃখে পাগল হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তবু গোঁসাই দাদার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়ে নাই।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু কর্ণে হস্তার্পণ কবিয়া কহিলেন, উঃ কি ভয়ানক ব্যাপাব! ও কথা আর শুনিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে স্বর্ণমযীব সেবা শুশ্রূষা করিও। তাহাতে কিছু ব্যয় হইলেও হানি নাই।

এই সময় স্বর্ণময়ী রোদন করিতে করিতে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুভদা কহিলেন, দিদি, এতক্ষণ দাদার সহিত তোমাব কথাই হইতেছিল। একটু সুস্থ হইয়াছ ত? তোমার দাদার রাগ পড়িয়াছে?

স্বর্ণ। আমি না মরিলে দাদাব রাগ পড়িবে না। যাহোক, এত যাতনাব সময়েও তোমাদের বাটী আসিয়া প্রাণটা শীতল হইল। দুইটা সুখ দুঃখের কথা বলিয়া একটু অন্য মনস্কে থাকি।

কি আর কহিব উহু মরি। বাঘিনীর বাসে বাস কবি॥
ঘাতক সমান ভাই, দয়া মায়া কিছু নাই,
পাঁজর ভাঙ্গিল সহচরী॥
হুতাশে ফাটিয়া যায় বুক। মুখ দেখে হযে থাকি মূক॥
তবুত নিস্তার নাই, অবিরত মাবে ভাই,
ভায বসে দেখেন কৌতুক॥
স্বজনি আমার মনে লয়। কুড়ানী ভাড়ানী সুখে বয়॥
দিন আনে দিন খায়, স্ব ঘরে সন্তোষ পায়,
সাপের সহিত বাস নয়॥
আদরের বচন কেমন। শুনিবারে সাধ করে মন॥
স্বজনি শুনেছ তাকি, কেহ কেহ কেহ নাকি,
হেসে হেসে করে আলাপণ॥

আমি ত দেখিনি কভু হাঁসি। বচনে নয়ন নীরে ভাসি॥
পেয়েছি লো যে সংসার, লয়েছি দুঃখের ভার,
হয়েছি ভেজের চিব দাসী॥
বিধাতারে যাই বলি হাবি। সোদরের আছে জমিদাবী॥
সুধিতে ভার্য্যেব দেনা, শুনা যায় সোণা কেনা,
দুঃখে ভাসে এ অভাগী নাবী॥
কিনিবারে চুল বাঁধা দড়ি। নাহি পাই পাঁচ কড়া কড়ি॥
উহু মবি ফাটে প্রাণ, তৈল বিনা রুক্ষ স্নান,
মাথায উড়িছে দেখ খড়ি॥
ভেবে ভেবে তনু হৈল কালী। শয্যা মোব ছেঁড়া কাঁথাখালি॥
অপরূপ বিছানার, তুলনা কি দিব আর,
তুলা বিনা বালিসে বিচালী॥

শুভদা কহিলেন, দিদি একটু স্থির হও, আর দুঃখের পরিচয় দিতে হই-বেনা। আমি সব জানি। আহা, তোমাব দুঃখেব কথা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায। আব সে কথা বলিয়া কি করিবে? এখন একটু জল খাও, আব চুণ হলুদ বাঁটা আছে গায়ে দেও।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভজহরি দাদা কোথায? আমি পশ্চিম হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাবে এক দিনও দেখি নাই। আমাব বেশ স্মরণ হইতেছে বাল্যকালে তাঁহার স্বভাব বড় ভাল ছিল; তিনি তোমায় স্নেহ করেন ত?

স্বর্ণ। তুমি কি আমাব বড় দাদাব কথা শুন নি? তা শুনবেই বা কেমন করে, তুমি ত এখানে ছিলেনা। আজ দুই বৎসর হইল ছোট দাদাব জ্বালায় তিনি বাড়ী ত্যাগ করেছেন। ছোট দাদা দ্বিতীয় বাব বিয়ে করে দু বৎসর পরে ছোট বউকে নিয়ে এলে বড় বৌয়েব সঙ্গে দুবেলা ঝকড়া হইত। আগে বড় বউ সংসাবেব গৃহিণী ছিলেন। ছোট বউ আসিয়াই ছোট দাদাকে লাগাইতে লাগিলেন। "কেন, আমি কিসের জন্যে হাত তোলা খাব। একটু তেল চাইলে বড় দিদি মুখ বাঁকান, বল্লে পরে দু কথা শুনিয়ে দেন। আমি

কি চাকরাণী এসেচি তাই এত মুখ নাড়া খাইযা থাকিব। আমায বাপের বাড়ী পাঠাইযা দেও"।

এইরূপ লাগাইতে লাগাইতে ছোট দাদার মন একেবারে বিকৃড়ে গেল। এক দিন বড় দাদাকে না বল্লেন এমন কথা নেই। বড দাদা ববাবরি সহ্য করিতেন। তার পর বড বৌযের কাল হইলে একদিন বড দাদা ছোট দাদাকে কহিলেন, ভাই! আমি তোমার কিছুই চাহিনা, পৈতৃক বিষয়েরও এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, তুমি সচ্ছন্দে ভোগ কর। কেবল একটী প্রার্থনা এই, বিধবা ভগ্নীটীকে যথাকালে শাক অন্ন দিও। আমি বাধা বল্লভের মন্দীরে বাস করিযা এই কয়েকটা দিন কাটাইব। এই কথা বলিয়া সেই গিযাছেন, আর বাড়ী এসেন নি। আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয যদি শুনিযা থাকেন, হয ত আসিবেন।

এদিকে ভজহরি গোস্বামী ভক্তরামের নিষ্ঠুরতার বিষয শুনিয়া ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিতে এই সমযেই জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু হর্ষচিত্তে অভ্যর্থনা করিলেন। ভজহরি কহিলেন আমায কিছু বলিতে হইবেনা, এ আমার নিজ বাটী।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, স্বর্ণ দিদির নিকট এতক্ষণ আপনার কথাই শুনিতে ছিলাম। কি আশ্চর্য্য! এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া উভযের চরিত্র এত বিভিন্ন কখন শ্রবণ করি নাই। গোস্বামী দিগের চরিত্র যেরূপ হওযা উচিত, আপনাতে তাহা সকলি আছে। নিষ্ঠুর ভক্তরামের যে অত্যাচার সহ্য করিতে আপনি সমর্থ হইযাছেন, ইহা লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজন পারে কি না সন্দেহ।

ভজহরি। ভাই হে! আমি অতি নরাধম। যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিযাছি, তদুপযুক্ত কার্য্য করিতে হইলে প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায বিশুদ্ধ চিত্তে কালাতিপাত করা উচিত। ভক্তরাম ভাযার যেরূপ ভযঙ্কর স্বভাব, আমি যদি সহ্য না করিতাম, এত দিন খুনা খুনি হইত। ভাই হে! সোদরের সহিত যদি সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারা যায়, তাহাহইলে মনুষ্য বলিযা পরিচয দেওযা কি হাস্যাস্পদ নয়? সংসারে ভ্রাতৃ প্রেম যেমন দেখিতে সুন্দর, এমন আর কিছুই নাই॥

এ জগতে যত বস্তু, করি নিরীক্ষণ।
তার অধিকাংশ হেরি, জুড়ায় জীবন॥
কিবা শোভা পূর্ণীমায়, পূর্ণ শশধর।
কিন্তু নহে ভ্রাতৃ প্রেম, সম সে সুন্দর॥
প্রস্ফুটিত কাননে, কুসুম নানা জাতি।
পরিপাটি দোপাটী, গোলাব জুতি জাতি॥
সেফালিকা মল্লীকা কি, অল্প মনোহর।
কিন্তু নহে ভ্রাতৃ প্রেম, সম সে সুন্দর॥
দীন হীন ক্ষীণ জনে, ধার্ম্মিক যখন।
অকাতরে দান করে, আশাধিক ধন॥
সেই মনোহর দৃশ্য, কি আনন্দ কর।
কিন্তু নহে ভ্রাতৃ প্রেম, সম সে সুন্দর॥
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ, রমণী রতন।
যার রূপে ঢেকে রাখে, চাঁদের কিরণ॥
কিবা শোভা হয় যদি, পরে নীলাম্বর।
কিন্তু নহে ভ্রাতৃ প্রেম, সম সে সুন্দর॥

ভাই হে! ভাই শব্দটী যেমন সুমধুর, এমন আর কিছুই নয়। ভাই বলিয়া ডাকা একটী প্রণয়ের চিহ্ন। এই জগতে সকলকেই ভাই বলিয়া ডাকা যায়।

তাল লয় বিশুদ্ধ, সঙ্গীত সঙ্গ হ'লে।
কোন্ নিষ্ঠুরের মন, নাহি যায় গোলে॥
কি মিষ্ট বসন্ত কালে, কোকীলের গান।
কিন্তু নহে ভাই বোলে, ডাকার সমান॥
শিশুর অস্ফুট ভাষ, করিলে শ্রবণ।
শোকীর সন্তাপ সদা, হয় নিবারণ॥
কি সুমিষ্ট প্রিয় বাক্য, স্নিগ্ধ হয় প্রাণ।
কিন্তু নহে ভাই বোলে, ডাকার সমান॥
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, জুড়ায় জীবন।
অতিশয় মিষ্ট লাগে, ভক্তের কীর্ত্তন॥

পর প্রশংসায় হয, সুশীতল কাণ।
কিন্তু নহে ভাই বোলে, ডাকার সমান॥

ভাই হে! ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের অপেক্ষা কুৎসিত কাণ্ড জগতে আর দৃষ্টি গোচর হয় না।

দেখিতে কুৎসিত বড়, অসতীর দেহ।
ভবে তারে সমাদর, নাহি করে কেহ॥
গর্ব্বপোরা বদন, কুৎসিত অতিশয।
কিন্তু ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের, সমতুল্য নয়॥
নর হত্যা কর্ম্মে যেবা, হয় অগ্রসর।
শমন স্বরূপ তার, রূপ ভয়ঙ্কর॥
দর্শন দুষ্কর হয, ভাস্কর আলয।
কিন্তু ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের, সমতুল্য নয॥

জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, আপনি নীতি সম্মত কথাই বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে প্রায বিবাহ করিলেই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয। কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয এই, যাঁহাদিগকে ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্যের আধার বিবেচনা করা যায়, তাঁহারাও এই সময় পশুবৎ আচরণ করিযা থাকেন।

ভেযে ভেযে লাঠা লাঠি, প্রতি ঘরে কাটা কাটি,
প্রায কার ঘরে নাই, সহোদর প্রিয।
এ দেশের ভদ্র কুল, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের মূল,
এই হেতু বাঙ্গালার, দশা শোচনীয়॥
বড় বড় ঘর যত, গৃহ বিচ্ছেদেই হত,
পরস্পর কেহ কারে, না করে বিশ্বাস।
রমণীর মন্ত্রণায, প্রিয় গৃহ ভেঙ্গে যায়,
এক অন্নে আগে সুখ, শেষে সর্ব্বনাশ॥
বিবাহের পূর্ব্বে প্রায, ভ্রাতৃ প্রেম দেখা যায়
উঠে আনন্দের ঢেউ, কথায় কথায়।
মনে খেদ এই বড়, গেলে নাম আই বড়,
আর না প্রণয় থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়॥

প্রণয় কি অপ্রণয়, গৃহিণীর হাতে রয়,
পুরুষ কেবল সাক্ষী, গোপালের প্রায়।
যাবলে শুনিতে হয়, শুনাও অবিধি নয়,
কে করে তাচ্ছীল্য প্রিয়, পত্নীর কথায়॥
কেহ যদি ধীব হ্যে, বহু দিন থাকে সয়ে,
তথাপি সুদীর্ঘ কাল, থাকিবার নয়।
না হইতে বাড়া বাড়ি, অগ্রে হ'লে ছাড়া ছাড়ি,
আড়া আড়ি কাড়া কাড়ি, তবু অল্প হয়॥
ভেযের বিষয় পেয়ে, সুখী ভবে কোন ভেয়ে,
লন খেযে যত দিন, বিবাহ না হয়।
আসিলে ঘরণী ঘবে, বরঞ্চ খাইবে পরে,
তথাপি লইলে ভাই, প্রাণে নাহি সয॥
যে দেশের জন গণ, ভারত ও রামাযণ,
বাল্যকাল হইতেই, শুনে অবিরত।
সে দেশের একি রীত, কাজে সব বিপরীত,
নীচ চেযে ভদ্রে বেশী, এ কুকাজে রত॥
ত্রেতা যুগে লঙ্কানাথ, বিভীষণে পদাঘাত,
করে ছিল তাই লোকে, তারে মন্দ বলে।
কলি যুগে প্রতি ঘরে, সে রাবণ বাস করে,
পুড়িল এদেশ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ অনলে॥
বরঞ্চ পড়সী সনে, আত্মীয়তা থাকে মনে,
কিন্তু ভেয়ে ভেযে ভাব, নাহি দেখা যায়।
দশ দিন দশ মাস, এক গর্ভে ক'রে বাস,
প্রণয়ের পরিচয়, দেন এ ধরায়॥
এ দেশের প্রথা আছে, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কাছে,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কাছে, চির দিন রয়।
উদ্দেশ্য উত্তম বটে, যদি না বিবাদ ঘটে,
একত্রে থা'কিলে হয়, বড় সুখোদয়॥

কিন্তু এক গৃহে রয়ে, সতত সতর্ক হয়ে,
জীবন যাপন করা, সাধ্য আছে কার।
বিবিধ কারণ ঘটে, যাহে কভু অকপটে,
কদাচ থাকেনা সেই, বৃহৎ সংসার॥
তাইতে পৃথক থাকি, অন্তরে সদ্ভাব রাখি,
চলাই উচিত কার্য্য, হয় পৃথিবীতে।
অবস্থা উন্নত যার, অবশ্য উচিত তার,
অক্রমে উচিত মত, সাহার্য্য করিতে॥
এদেশে এরূপ নাই, সর্ব্বদা বিবাদ তাই,
শত শত পরিবার, এক অন্নে থাকি।
নানা বিধ অসুবিধা, সু প্রণয় হয় দ্বিধা,
বিরোধের অবশিষ্ট, নাহি থাকে বাঁকী॥
নিরন্তর রেষা রেষ, দ্বেষা দ্বেষ ঠেসা ঠেস,
না থাকে কষ্টের শেষ, সকলেরি তায়।
একপে ক দিন রয়, ক্রমে ভিন্ন হ'তে হয়,
অথচ লাভের মধ্যে, বাক্যালাপ যায়॥

ভজহরি কহিলেন, ভাই জ্ঞানেন্দ্র, তোমার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। সংসার ত্যাগ করা অবধি কাহারও সহিত এত কথা হয় নাই। যাহা হউক, আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। এই দুঃখিনী স্বর্ণময়ী যখন ভক্তরাম কর্ত্তৃক প্রহারিত বা তিরস্কৃত হইবে, তখন তুমি যত্ন করিও। ভজহরি এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"অতিবুদ্ধি" বিলাসিনীর জমী গুলি হস্তগত করিবার মানসে কুলতিলকের দ্বারা বিলাসিনীকে সম্মত করিয়া তাহার জমী বন্ধক রাখিয়া তাহার কন্যার সহিত কুলকীর্ত্তির বিবাহ দিলেন। বিলাসিনী দুর্জনের কুচক্রে পতিত হইয়া প্রাণসমা সুশীলা, পরম সুন্দরী কন্যা রত্নটীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এক দিবস জ্ঞানেন্দ্র বাবু নিজ বৈটক খানায় বসিয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে ব্যাগ হস্তে সত্যপ্রিয় বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, মঙ্গল ত ?

সত্যপ্রিয়। ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গল। সাবিত্রী মাসী নির্ম্মলার বিবাহের নিমিত্তে যেমন কষ্ট পাইতেছেন, বোধ হয় ভবিষ্যতে ততোঽধিক্ সুখী হইবেন। গ্রামেই নির্ম্মলার বিবাহের স্থির করিয়াছি। ওপাড়ার বিনোদ বেহারী গাঙ্গুলী দুই বৎসর হইল এনট্রান্স পরিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। বি এ দিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তী হইবার ইচ্ছা আছে। বিনোদ দেখিতে পরম সুন্দর, সুস্থকায়ী, শান্ত স্বভাব, এবং সদ্বংশ জাত। তাহারেই পাত্র স্থির করিয়া আসিলাম।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, উত্তম হইয়াছে। বিদেশস্থ পাত্র হইলে সম্পূর্ণ-রূপে দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ কথা নয়। বিনোদের কোন বিষয় অজানিত নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হইলেই মঙ্গলের বিষয়। তুমি এত দিন কলিকাতায় কি করিতেছিলে ?

সত্য। কলিকাতায় যাইলে কি শীঘ্র আসিতে ইচ্ছা হয় ? বিশেষ, এবার একটী সভ্য বাবুর নিকট গিয়া সভ্যতা শিক্ষা করিতেছিলাম। ভাই হে ! যে কাণ্ড দেখিয়া আসিলাম, শুনিলে অবাক হইয়া থাকিতে হইবে। আমার একটী বাল্য কালের মিত্র বড় লোক হইয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল। এইবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। প্রথমে তাহার বাটীতে গিয়া দেখিলাম, নিম্নতল গৃহে একটী বৃদ্ধ, মলিন বসন

পরিধান করিয়া ছিন্ন মাদুরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবু কোথা? বৃদ্ধ বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন, বাবু উপরে আছেন। আমি সহসা উপরে না গিয়া বৃদ্ধের নিকট বসিলাম। এবং কথায় কথায় পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, "আমি বাবুর চাকর" কিন্তু ভাই আকৃতি দেখিয়া কোন ক্রমেই তাঁহারে ভৃত্য বলিয়া বোধ হইল না, সুতরাং তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কিছু রাগত ভাবে আমায় কহিলেন, "তুমি বাবুর এয়ার ত" আমি আপনার পরিচয় দিয়া কহিলাম, বাবুর সহিত আমার বার চৌদ্দ বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, এখন চিনিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধ কহিলেন, "বাবু তাঁর বাপকেই বড় চিনিতে পারেন, তা তোমায় চিনিবেন। তবে যদি শুঁড়ীর বাড়ীতে আলাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিনিতে পারিবেন; "আমি তাঁহার পিতা" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া তদ্বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করাতে বৃদ্ধ কহিলেন, "বাপু, তোমাকে কিছু সুশীল দেখিয়া দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

বড় ভাগ্যধর আমি, বড় ভাগ্যধর। বৃদ্ধকালে বড় সুখে আছি নিরন্তর।
পুত্র মম বড় লোক, বড় কথা বড় রোক, বড় ভক্তি আমার উপর।
না বলিলে প্রাণ কাঁদে, শুন অতঃপর॥

উচ্চপদ বাবাজীর, উচ্চ ব্যবহার। দেখ্‌বে আমার দশা, আছে চক্ষু যার।
পরিধান ছেঁড়া কাপ, তাও এই এক খানি, নাহি আর দ্বিবস্ত্র আমার।
আমি যে বড়র বাপ, মান্য সবাকার॥

বাবাজীর বাটী ভাড়া, মাসে দুশ টাকা। আমার মাটির ঘর, তাল পত্রে ঢাকা।
বর্ষাকালে ঘরে নদী, বাবাজীকে বলি যদি, পুত্র মোর ক্রোধে হন বাঁকা।
দেখে শুনে ভার হলো, এ জগতে থাকা॥

আমায় দিবার কালে, হয় অকুলান। এ দিকে খরচ মাসে, ছ শের সাবান।
হলো যেন হলো তাই, দিয়া কিছু কাজ নাই, কেবল কথায় বাধ মান।
সে বিষয়ে দেখে শুনে, হয়েছি অজ্ঞান॥

কাছে গেলে সদাই, করেন খিট খিট। বলেন "এখানে কেন, বুড় ইষ্টপিট"।
পোড়ে মন বযে বযে, পূজ্যপাদ পিতা হযে, হয়ে আছি তার কাছে কীট।
মনোদুঃখে ইচ্ছা হয, শিরে ভাঙ্গি ইট ॥

হতজ্ঞান হইযাছি, দেখে চালচুল। ছাটেন ফিরিঙ্গী ভাবে, মস্তকের চুল।
এ দেশীয রীতি নীতি, প্রতি তার নাহি প্রীতি, বাঞ্ছা সব করিতে নির্মূল।
হইযাছে দেশী সাজ, দু চক্ষের শূল ॥

দুব। ব। মিঠাই মণ্ডা, খাদ্য দেবতার। এ সব লাগেনা ভাল, মাংসে ভারী তার।
তাও যদি ঘরে হয, কতকটা প্রাণে সয়, তাহা নয হোটেলে আহার।
বলেন এ সম্প্রদায, ন্যায্য ব্যয তাঁর ॥

ইহা ভিন্ন আরো অন্য, আছে ব্যয নিত্য। যা শুনে করিতে মন, হয় প্রাযশ্চিত্ত।
কর কি করার নয, যাতে সৃষ্টি নাশ হয, সেই কাজে সতত প্রবৃত্ত।
কন পরিমিত পানে, স্থির থাকে চিত্ত ॥

এ সকল ন্যায্য ব্যয়, বাবাজীর মনে। এখন সাহার্য্য মম, করেন কেমনে।
তার গর্ভধারিণীর, নিরন্তর নেত্রে নীর প্রায প'ড়ে থাকে ধরাসনে।
না দেখেন পুত্র চেযে, বারেক নযনে ॥

"না চলে সংসার বড়, টানাটানি হয। বাপ মাকে পুষিবার, সময এ নয়।
এ কথা বৌমার মুখে, শুনে শেল হানে বুকে, বাবাজীর মনে তাহা নয়।
বউ বড় সু গোছাল, কন সুতনয ॥

প্রাণাধিক আত্মজের, গুণ সমুদয। বলিব কি এক মুখে, বলিবার নয।
আমার দরিদ্র সজ্জা, দেখে তার হয লজ্জা, বাপ বলা সুকঠিন হয।
স্থানে স্থানে ভৃত্য ব'লে, দেন পরিচয় ॥

সেই এক দিন হায়, হইল তনয়। সুখে ভেসে রাখিলাম, নাম সুখময।
এবে ভাবি তিন সন্ধ্যা, গৃহিণী হইলে বন্ধ্যা, বড় ভাল হইত নিশ্চয।
ভবে যেন কার হেন, পুত্র নাহি হয ॥

করি ভিক্ষা দিযা শিক্ষা, পুত্রেরে যতনে। হলাম নিশ্চিন্ত এবে, ভাবিলাম মনে।
সে আশা হয়েছে ক্ষয়, এখন ঘুসিব ভয়, হয় মনে শয়নে স্বপনে।
তিরস্কার সয়ে গেছে, বাজেনা শ্রবণে ॥

শুনিয়া ছিলাম পুত্র, হ'লে গুণবান। পিতা মাতা পৃথিবীতে, স্বর্গ সুখ পান।
এখন বুঝেছি সূক্ষ্ম, পুত্র যদি হতো মূর্খ, করিত না এত অপমান।
এ কালের বিদ্যা বুদ্ধি, বিষ মাখা বান॥
যত বিদ্যা বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রূরতা। ধন বৃদ্ধি সহ বৃদ্ধি, পায় কৃপণতা।
সাধে কিরে কাঁদে মন, পুত্র যত ধনী হন, তত বাড়ে মম দরিদ্রতা।
বুঝিতে না পারি কিছু, ইংরাজী ভদ্রতা॥
আমরা সেকেলে লোক নিতান্ত নিগুর্ণ। না পরি কামিজ কাবা, কোট পেণ্টেলুন।
না ছুঁই মদের পাত্র, দেখিলে সিহরে গাত্র, কোন কাজে নহি, সুনিপুণ।
এই সব দেখে বুঝি, বিধাতা বিগুণ॥

পিতার মুখে পুত্রের এইরূপ গুণানুবাদ শুনিয়া আর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না; আস্তে আস্তে পলায়ন করিলাম। এবং কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া ভাল রূপে জানিলাম, বৃদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন, সব সত্য। কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক শুনিলাম।

সত্যপ্রিয় বাবুর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু এক প্রহর কাল নীরবে রহিলেন। পরে কহিলেন, ভাই! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লেখাপড়া শিখিয়া আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। তখনকার লোকে খুড়া খুড়ী, ভাই ভাইপো, ভগিনী ভাগিনী প্রভৃতি বিশ ত্রিশ জন জ্ঞাতি কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতেন। বর্ত্তমান কালে সে সকল উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। শত শত সুস্থকায়ী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির ভরণ পোষণ করিয়া সংসারে আলস্য শ্রোত প্রবাহিত করিতে আমি বলিনা। কিন্তু উপায় বিহীন হইয়া গলায় পড়িলে তাহাদিগের রক্ষা করা ত উচিত। এখন মাসী পিসী দূরে থাকুক, পিতা মাতাকেও সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। সংসারের মধ্যে আপনি আর স্ত্রী টী কেবল আপনার। দূর হউক, এ সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন সাবিত্রীকে শুভ সংবাদটা দিয়া আইস।

সত্যপ্রিয় বাবু সাবিত্রীর নিকট গিয়া কহিলেন, মাসী! গ্রামে বর হইলে ভাল হয় না কি?

সাবিত্রী কহিলেন, তা হইলে ত বড় ভাল হয়। আমি বার মাস মেয়েকে দেখতে পাই। ভগবান কি এত দয়া করিবেন যে এমন ঘটিবে?

সত্য। বোধ হয় ভগবান দয়া করিবেন। ওপাড়ার যোগেন্দ্র গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদ বেহারীকে দেখিয়াছেন কি? তাহারেই পাত্র স্থির করিয়া আসিলাম। তিনি পূর্ব্বে আমার কাছে পড়িতেন, বরাবর স্বভাব ভাল দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, লেখা পড়া উত্তম শিক্ষা হইতেছে, কিছু কিছু ছাত্র বৃর্ত্তিও পান। ভবিষ্যতে বড় লোক হইবেন, এমন সম্ভাবনা বটে।

সাবিত্রী। বিনোদকে আমি বেশ জানি, বিনোদ ত খাসা ছেলে। তার যদি এত বিদ্যা হয়ে থাকে, তবে ত সোণায় সোহাগা হইল। বাছা! তোমরা যা বলিবে, তাহাতে আমার অমত নাই। আমি বেশ মনে জানি, তোমরা আমার মন্দ করিবেনা।

সত্য। আর কিছু বলিতে হইবে না, কেবল সম্মতির অপেক্ষা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুর্লভপুরের লোকের মুখে নির্ম্মলার বিবাহের কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই। ঘাটে পথে কেবল ঐ কথা। এক দিবস গোঁসাই পুষ্করণীতে রোহিণী, মোহিণী ও মোক্ষদা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতে গিয়া নির্ম্মলার নিন্দা করিতেছে, এমত সময়ে কক্ষে কলসী, কুলতিলকের ছোট ভগ্নী বিমলা উপস্থিত হইল। মোহিনী, রোহিণীর কাণে কাণে কহিল, ছুড়ী কি আজও শুনেনি?

রোহিণী কহিল, শুন্‌বেনা কেন? প্রায় দু মাস হইল মুখোয্যে মরেচে, দেশের লোকে শুন্‌তে পেয়েচে, তার মাগ কি কাণে তুলা দিয়া বসে ছিল? শুনেও শুন্‌বেনা তার কি হবে।

মোহিনী বিমলার প্রতি অবলোকন করিয়া মুখভঙ্গী করতঃ কহিল, হেঁলা বিমলী! বলি তোর কি লজ্জা হয় না? আজ দু মাস হইল মুখোয্যের মন্দ

খপর এসেচে, তুই যে আজও গয়না পরিয়া ঠসক করিয়া বেড়াচ্চিস, তবে কি হাতের নোয়া খুল্‌বিনে ? বলে—

"বাঁড় হযে তোর ষাঁড়ের নাট, অবাক হলাম দেখে।
লাজ কি যদি ভাবিস মনে, কাজ কি ঘরে থেকে"।

ছি ছি ছি, দেখিয়া ঘৃণা হইতেছে।

বিমলা অধোবদনে কহিল, মোহিনী দিদি, তুমি না জানিয়া শুনিয়া আমায় এত গঞ্জনা দিচ্চো কেন? আমি কি সাধ করিয়া গহনা পরিযাছি? মন্দ খপর পাইয়াই আমি হাতের নোয়া খুলিযা ছিলাম। আমার মা তাহা দেখিযা কাঁদিযা কাটিযা মাথার দিব্যি দিযা জেদ করিয়া বলিলেন বলিয়া বালা দু গাছা হাতে দিযাছি। তিনি বাঁচিযা থাকিতে আমার হাতের নোয়া খুলিতে দিবেন না।

মোহিনী। তোর মা যদি এখন ও পঞ্চাশ বচোর বাঁচিযা থাকে, তুই ও কি সেই পর্য্যন্ত গহনা পরিযা মাচ ভাত খাইয়া বেড়াইবি? তোর মা মাগীও ত বড সহজ লোক নয? গিন্নি বান্নী হইযা বামুণের বাঁড়কে গহনা পরিতে বলে কেমন করে? লোকের কাচে মুখ দেখাতে লজ্জা হবে না?

মোক্ষদা কহিল, হ্যাদেখ মোহিনী দিদি, বলিলে আপনার গুমোর করা হয, কিন্তু না বলিলেও নয। সাত বচোর বযসে আমার বে হযে ছিল। ফিরে বচোর ঘুরে না আস্‌তে আসতে বাঁড় হইযা ছিলাম। তখন হইতে একাদশী করিতেছি। দিব্যি করিয়া বলিতে পারি, এক দিনের জন্যে বিরক্ত হয নি। যে দিন শুনিলাম বাঁড় হইযাছি, সেই দিনই হাতের লোহা, ভাল কাপড় চোপড় সব ত্যাগ করিয়া মুণি ঋষির মত একপাকে এক মুটা আল চাউলের ভাত আপনি বাঁধিয়া খাইতেছি। বলে—

"গিযাছে নাথের সঙ্গে, সকল সাধ ঘুচে।
সিঁতের সিন্দুর সই, সেই ফেলেছি মুছে॥
নৈলে নয় তাই দুটো, মুখে গুঁজে থাকি।
এক মনে প্রাণপণে, প্রাণ নাথে ডাকি"॥

একদিন বাবা বলিযাছিলেন, মোক্ষদা হইতে আমার কুল উজ্জ্বল হইল।

বিধবা কন্যাদের যেমন থাকা উচিত, আমার মোক্ষদাকেই কেবল তেমনি থাকিতে দেখিতে পাই। হ্যাদেখ বোন, আমি সোয়ামীকে কখন দেখেনি, তবু তাঁহার রূপ খানি অন্তরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। যদি ধর্ম্ম পথে থাকি, তাহা হইলে অবিশ্যি আবার পরকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

মোহিনী কহিল তাতো বটেই। তুই ভাই খুব কাটিয়া দিলি, অমন আর কেউ পারবেনা। বিমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শুনিতেছিস ত বিমলা, মোক্ষদা কি বলিতেছে?

বিমলা। মোক্ষদা দিদি সব পারেন, আমরা তা পারিনে। আমি দুটো একাদশী করিয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিয়াছিলাম, তবু যত পারি, না করিলে হবে কেন?

মোহিনী। তুই যে কমলা দিদির বোন হইয়া এমন কথা বলিতেছিস, এ বড় আশ্চর্য্য। তোর বোন কমলা দিদি এখন বাহির হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিধবার ধর্ম্ম বরাবর রাখিয়া ছিল। শুনিয়াছি সে বেশ্যা হয়ে আজও এক সন্ধ্যা ভাত খায়, কিন্তু তুই বড় ঢলাচ্চিস। কুলতিলক দাদাকি কিছু বলেন না? তুই আপনার লোক বলিয়াই বলিতেছি, অমন ভেয়ের মাথা হেট যাহাতে না হয়, এমন ভাবে থাকিস।

বিমলা মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত চিত্তে বাটী আসিয়া অলঙ্কার প্রভৃতি সধবার লক্ষণ সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধবার বেশ ধারণ পূর্ব্বক জননীর নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলার মাতা সুরেশ্বরী ক্রোধে ও দুঃখে অধৈর্য্য হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন, যিনি আমার মর্ম্মে ব্যথা দিলেন, তিনি এর শত গুণ ব্যথা পাইবেন। ভগবান থাকেন ত অবিশ্যি বিচার করিবেন। বাছা বিমলে! আমি যে তোর সুধুহাত দেখিতে পারিনে মা, আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন তোমায় মাচ ভাত খাইয়া সধবার মত থাকিতে হইবে, নহিলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আর আমি কায় মন বাক্যে বলিতেছি, যিনি তোমার সুধু হাত দেখিয়া সুখী হইবেন, তাঁরে সাত জন্মে এমনি হইতে হইবে।

পোড়া লোক মরুক মরুক। শোকে তাপে জরূপ জরুক॥
যে জ্বালা দিয়াছে মর্ম্মে, ভুলিতে নারিব জন্মে,
কথা শুনে ফেটে যায় বুক॥
বাছারে বিমলা প্রাণ ধন। মার বাক্যে পর আভরণ॥
আ মরি যেটের বাছা, তোমার বয়েস কাঁচা,
শুধু হাত শোভেনা এখন॥
যত দিন এ অভাগী রবে। আভরণ পরিতেই হবে॥
মনে কিছু না ভাবিবি, হেসে খেলে বেড়াইবি,
মার মন তুষ্ট হবে তবে॥
দশ মাস ধরেছি উদরে। করেছি পালন তার পরে॥
তোমার বৈধব্য দায, দেখিতে কি পারাযায়,
যন্ত্রণায হৃদয বিদরে॥
কে জামাই কোথায সে রয়। কেন মোর মেয়ে রাঁড় হয॥
মনোদুঃখে মরে যাই, সে দিন ছেড়েছে মাই,
একাদশী তার নাকি সয?॥
বৈশাখের তাপে অঙ্গ জ্বলে। পশু পক্ষী পড়ে থাকে জলে॥
সে সময সে রাক্ষসী, নাম যার একাদশী,
পোড়াইবে শরীর অনলে॥
মা হইযা পারি কি দেখিতে। চিতে মোর জ্বলে যেন চিতে॥
হানে হৃদে বজ্রাঘাত, বাছা তোর সুধুহাত,
দেখে সাধ হয় কি বাঁচিতে॥

বিমলা কহিল মা, ইহার জন্য তুমি এত ভাবিতেছ কেন? ভগবান যখন আমায় বিধবা করিয়াছেন, তখন তেমনি থাকাই ভাল। যদি সধবার মত গহনা পরিলে সধবা হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু মিছে লোক নিন্দা সহ্য করিয়া ফল কি? আর আমার বিধবা হওয়াতেই বা দুঃখ কি? আমি যে কোন কালে সধবা ছিলাম, তাহা ত মনে হয় না। শালগ্রামের শোয়া বসা একই কথা।

সুরেশ্বরী। বাছা, ও কথা কি বলিতে আছে? যাহা হউক, তবু তোরে দু বেলা মাচ ভাত খাইতে দেখিয়া যাইতে পারিলেও আমি সুখে মরিতাম। এ পোড়া কপালে তাহাও হইল না।

বিমলা। মা। তুমি আমার জন্যে কিছু ভাবিও না। আমার আগেই বা কি সুখ ছিল, এখনি বা কি দুঃখ হইবে? পাড়ওয়ালা কাপড়ের চেয়ে থানের কাপড় সস্তা পাওয়া যায়। তবে যদি অনেক টাকার গহনা থাকিত, তাহা হইলে দুঃখ হইত বটে, কিন্তু গহনার মধ্যে ত এক গাছ পিতলের বালা, তাহা নাই পরিলাম। আর তুমি ও যাহা খাইবে, আমিও তাহাই খাইয়া সুখে থাকিব। কালে ভদ্রে কখন দুই একটা মাচ আসিলে রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলকে দিয়া আপনি এক খান কাঁটা লইলেও বউ খোঁটা দিত। বিধবা হইয়া সে দায় এড়াইযাছি।

সুরে। বাছা তোর কথা শুনিয়া আমার প্রাণ কেমন করে। আমি আর কাহার জন্যে ভাবিনে, কেবল তোর জন্যেই ভাবিয়া মরি। আমি মরিলে পিপাসার সময় তোরে কে এক ঘটি জল দিবে এমন লোক এ বাড়ীতে দেখিতে পাইনে। কুলতিলককে ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিনে, ছেলে সারা দিনই রাগিয়া আছেন।

বিমলা। মা, তুমি মরিলে কি আমি বাঁচিব? দাদা কি আমায় খাইতে দিবেন? আমার আর ত্রিকুলে কেহ নাই। "আমি মরিলে তোমার কি হইবে" এ কথা মুখেও আনিও না। আগে আমায় মারিয়া পরে তুমি মরিও।

সুরেশ্বরী কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, আঃ তুই যে বড় বাড়াইযাচিস, চুপ কর। পাকা বুড়ীর মত কথা কোথায় শিখিলি? এ পর্য্যন্ত খাইতে না পাইয়া কে মরিয়াছে? যিনি জীব দিয়াছেন তিনিই আহার দিবেন।

মাতা কন্যায় এইরূপ কথোপকথন কালে, কুলতিলক বহির্বাটী হইতে আসিয়া কহিলেন, মা, বাড়ীর ভিতর কিসের গোল হইতেছিল? বাহিরে থাকিয়া শুনিতে পাইতেছিলাম যেন হাট বসিয়াছে, ব্যাপার টা কি?

সুরে। বাবা, দুঃখের কথা কি বলব? বিমলা দু গাছা চুড়ী হাতে দিয়া ঘাটে গিয়াছিল, তাই দেখিয়া মোহিনী পুতখাগী বাছাকে না বলিয়াছে এমন কথা নাই। বিমলার বয়েস কি? এ বয়েসে বিধবার ধর্ম্ম রাখিতে হইলে কি বাছা আমার বাঁচিবে?

কুলতিলক ক্রোধভরে কহিলেন, তাহারা বেশ বলিয়াছে, আমি বড় খুসী হইয়াছি। তুমি দিন দিন যত বুড় হইতেছ, তত বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইতেছে। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা দিগের তপস্বিনীর বেশে থাকা উচিত। বিমলী রাঁড়ী কি রূপে গহনা পরিয়া ঘাটে গিয়াছিল? আমি বলিয়া যাইতেছি, আজি পর্য্যন্ত উহারে গহনা পরিতে দিওনা। তোমার সাদা ধুতি একখান বাহির করিয়া দেও। আর সমস্ত দিনের পর স্বপাকে এক মুটা আতপ চাউলের অন্ন মটর ডাল ভাতে দিয়া আহার করিবে। মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য সকল খাওযা দূরে থাকুক, চক্ষেও যেন্ না দেখে। পানের বদলে হরিতকি খাইবে। একাদশীর কথা আর বলিয়া দিব কি? আর কদাচ তেল মাখিতে দিওনা। যাহা যাহা বলিয়া চলিলাম, যদি এক দিন ইহার এক বিষয়ে অন্যথা দেখি, রসাতল করিযা দিব।

কুলতিলক প্রস্থান করিলে পর বিমলা কহিল, মা শুন্‌লে ত? দাদা কি বলিয়া গেলেন। তুমি আবার আমায মাচ ভাত খাইতে বল।

সুরেশ্বরী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয় বিধবারা যেরূপ কষ্ট ভোগ কবিয়া থাকে, বিমলা ভ্রাতার শাসনে, লজ্জা ভয়ে এবং মনের দুঃখে তদপেক্ষাও অধিক কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও বিমলার কষ্টের শেষ হইল না। কিছু দিবস পরে এমন এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ কবা বিমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। বিমলার জননী বহু দিবসাবধি কাশ রোগে প্রপীড়িতা ছিলেন। তদুপরি জ্বর হওয়াতে দুই দিবসের মধ্যে শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। এক দিন নির্জ্জন দেখিযা সুরেশ্বরী বিমলাকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন। বাছা! আমি বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছি, বিছানা হইতে উঠিতে পারিনা, বোধ হয় এ যাত্রায় রক্ষা পাইবনা। আমি মরিলে তুমি খুব সাবধানে থাকিও। ভাই বকিলে রাগ করিও না। কি করিবে? উপায় কিছু নাই।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, পরে বাহু যুগল দ্বারা জননীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া সরোদনে কহিল, মা! তুমি ও কথা মুখে আনিও না। ছেলে পীলে রাখিয়া মা বাপে মরিতে চায় বটে, কিন্তু আমার মত জনম

দুঃখিনী হতভাগিনী মেয়েরা মা বাপের আগে মরিতে পারিলে সুখের মৃত্যু হয়।

কোথা ছেড়ে যাবি মোরে জননী আমার,
আমি, কার কাছে রব।
জ্বালা পেযে গিয়া খেয়ে মরমের কথা,
আমি, কার কাছে কব ॥
পতি পুত্র হীনে যেই নারী ধরাতলে,
তার, মা বই কে আছে।
দুঃখিনী আমার ন্যায় জননী বিহনে,
কার, মুখ চেয়ে বাঁচে ॥
মা তুই থাকিতে বউ অপমান করে,
কাঁপে, দেহ তার রবে।
কতই খোয়াব দাদা করে তোর কাছে,
তুই, গেলে কি না হবে ॥
রেঁধে রেঁধে কেঁদে কেঁদে চোখ দুটী যাবে,
আর, গতোর রবেনা।
কেমনে করিব কাজ পাব লাজ বড়,
দাদা, খেতে ত দেবেনা ॥
এক দিন বাড়ী ছাড়া তুই হলে পর,
আমি, হেরি অন্ধকার।
পিপাসায় কালে জল নাহি খেতে পাই,
দিবে, হেন দায় কার ॥
আজো যে রয়েছি আমি এই পাপ ঘরে,
খালি, তুমি আছ বোলে।
বাঁচিতে কি পারাবায় এক দণ্ড কাল,
যদি, তুমি যাও চোলে ॥
তুমি নহ মাতা মোর আমি নহি কন্যা,
আমি, মাতা তুই মেয়ে।

ভেবে দেখ জননী গো আমি গেলে ভাল,
তোর, আগে যাওয়া চেয়ে ॥
বেটা বউ লয়ে তুমি ঘর কর সুখে,
লয়ে, মোর পরমাই।
তব মৃত্যু আমি লয়ে এ পাপ সংসার,
ছেড়ে, জীবন যুড়াই ॥

বৃদ্ধা, কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাহুদ্বয়ে বিমলার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করতঃ কহিলেন, হে ভগবান! আমার মেয়েটীকে দেখিও। ইহার আর কেহ নাই। আমি ইহারে অকুল সাগরে ভাসাইয়া যাইতেছি। এই নির্দ্দোষী অবলাটী যদি সংসার সাগরে কুল না পায়, তাহা হইলে তোমায় কেহ অনাথের নাথ বলিয়া ডাকিবে না। অঞ্চল দ্বারা বিমলার চক্ষের জল মুছাইয়া কহিলেন, বাছা! আর কাঁদিও না। ভগবান তোমায় রক্ষা করিবেন। যখন বড় যন্ত্রণা পাইবে, তখন সেই দীননাথকে ডাকিও।

বিমলা কহিলেন, মা! দীননাথ সব পারেন, কেবল আমার দাদার মনে দয়া দিতে পারেন না। তুমি যদি আমায় ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে তখনি আমি আত্মহত্যা হইয়া মরিব।

এইরূপ কথোপকথনে সে দিবস অতিবাহিত হইল। প্রতি দিনই সুরেশ্বরী নির্জ্জন সময়ে কন্যাকে ডাকিয়া কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের বিষয় আন্দোলন করিতেন। এক দিবস শরীরের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দেখিয়া বৃদ্ধা বিমলার কাণে কাণে কহিলেন, বাছা; এই ঘরের দক্ষিণ কোণে কলসীর নীচে আদ হাত মাটির ভিতর দশ গণ্ডা টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। আর কি করিব? কুলতিলকের রকম দেখিয়া চির কালটা তোমার ভাবনা ভাবিয়া শরীর কালী হইয়াছে। না খাইয়া না পরিয়া, এক পয়সা আদ পয়সা করিয়া ঐ কয়েকটী টাকা জমাইয়াছি। এখন গোল না করিয়া সুবিধা মত সাবধানে তুলিয়া লইও। যখন ক্ষুধায় বড় কাতর হইবে, তখন উহা হইতে কিছু ভাঙ্গাইয়া ভাল মন্দ জিনিস কিনিয়া পরের বাড়ীতে বসিয়া খাইয়া আইস।

এই কথা শেষ না হইতে হইতেই সুরেশ্বরীর কণ্ঠ রোধ হইল। বিমলা "ওগো মা যে আর কথা কহিতে পারেনা গো" বলিয়া চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুলতিলক বংশীবদন কবিরাজকে আনয়ন করিলেন। কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া শীঘ্র গঙ্গা যাত্রার বিধি দিলেন। সুরেশ্বরী এক দিন সুরধনী তীরে থাকিয়া কন্যার ভাবিকষ্ট ভাবিতে ভাবিতে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

সুরেশ্বরীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইলে একদিন রজনী কালে কুলতিলকের পত্নী কুলতিলককে কহিলেন, হ্যাদ্দেখ, ঠাককুণ যখন ব্যামতে বিছানায় পড়িয়াছিলেন, তখন প্রত্যহই ঠাকুরঝির সঙ্গে ফুস ফুস করিয়া কি বলাবলি করিতেন। আমার বোধ হয় ঠাকুরঝিকে কিছু দিয়া গিয়াছেন। কুলতিলক কহিলেন, তাহার জন্যে ভাবনা কি? যদি কিছু দিয়া গিয়া থাকেন, কালই দম দিয়া বাহির করিয়া লইব।

রজনী প্রভাত হইল। কুলতিলক বিমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, মায়ের শ্রাদ্ধে অনেক গুলি টাকা খরচ হইয়াছে, হাতে আর কিছু নাই, সংসার চলা ভার। মা তোরে যাহা দিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিয়া দে, এখনি বাজারে যাইতে হইবে, আর দেরি করিস নে।

বিমলার মুণ্ডে বজ্রাঘাত হইল। অত্যন্ত সহশক্তি আছে বলিয়াই হউক, অথবা শান্ত স্বভাব বশতঃই হউক, বিমলা কিছু মাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বিনীত ভাবে কহিল, দাদা! মা আমায় যৎকিঞ্চিৎ দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সংসারের বেশী উপকার হইবেনা। তুমি যদি বিরক্ত না হও তাহা হইলে সে কয়েকটী টাকা আমি রাখি।

কুল। টাকা রাখিবার সময় এখন নয়। পাঁচ রকম খরচ পত্রে আমি জড়াইয়া পড়িয়াছি। কোথায় আছে শীঘ্র আনিয়া দে।

বিমলা। দাদা! এজন্মে ত আমার এই দশা হইল। আবার দু পয়সা খরচ করিয়া একটী ব্রত করিতে, কি দু পাত ক্ষীর কিনিয়া যদি ঠাকুরদের দিতে না পারি, তাহা হইলে আর জন্মে কি হইবে? আমি এ জন্মে আর সুখের ইচ্ছা করিনে। কেবল পর কালের ভয় করি। দু টাকা হাতে না থাকিলে কেমন করিয়া কি হইবে?

কুল। ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মনে। যার মন আছে, তার পয়সার জন্তে আটকায় না। যা হউক এখন ত দে, সময় হইলে দেখা যাইবে।

বিমলা। দাদা, মামার বাড়ীর দরুণ টাকা গুলি সবই সংসারে দিয়াছি। তার এক পয়সাও পায়নি। লজ্জায় তোমার কাছে কিছু বলিতে পারিনে। তাইতে বলিতেছি, এ কয়েকটী টাকা আমার হাতে থাকিলে ভাল হয়।

কুলতিলক সক্রোধে কহিলেন, কি! আমার সংসারে দিলে আর পাসনে? তুই কোথায় থাকিয়া এত বড় হইলি? ষোল বচোর খাওয়াইতে কি টাকা খরচ হয় নি? হতভাগীর যেমন দশা তেমনি কথা!

বিমলা অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল, দাদা, মা মরিয়া পর্য্যন্ত আমার শরীরে আর কিছু নেই। শোকে জর জর হইয়াছি। এ সময়ে আর তুমি মর্ম্মে ব্যথা দিওনা।

কুল। হতভাগী! তোর বড় দুরদৃষ্ট তাই এ কথায় মর্ম্মে ব্যথা পাস। মা যে তোরে টাকা দিয়া গিয়াছেন, তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়াছিলেন? আমার সংসার হইতে চিরকালটা চুরী করিয়াছেন। আমি যে কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার পরিসীমা নাই। কেবল তাঁহার জ্বালায় এই আনি এই নাই। তুই যদি ভাল মানুষ হইতিস, তাহা হইলে না চাহিতে আগে টাকা গুলি আনিয়া দিতিস। বিধবাদের আবার খরচ কি?

বিমলা রোদন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে টাকা গুলি উত্তোলন করিয়া দশটী টাকা হস্তে রাখিয়া বক্রী কুলতিলকের হস্তে প্রদান করিল।

কুলতিলক মুদ্রা গুলি গণনা করিয়া কহিলেন, এ কি এ! মায়ের হাতে যে অনেক টাকা ছিল। আর টাকা কোথায় রাখিলি, শীঘ্র আন।

বিমলা সরোদনে কহিল, দাদা, আমি এই দশটী টাকা রাখিয়াছি। আমায় আর কিছু বলিও না। এই দশটী টাকাতে একটী ব্রত করিব।

কুলতিলক ক্রোধভরে কহিলেন, দশটী কি? মায়ের হাতে পাঁচ শ টাকা ছিল। কোথায় রাখিয়াছিস শীঘ্র আন, নহিলে ঝাঁটা পিটে করিব।

বিমলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হস্তাস্থিত দশটী টাকা কুলতিলকের নিকট

রাখিয়া কহিল, দাদা, আমি গুরুর দিব্যি করিয়া বলিতেছি মা আর কিছু দিয়া যান নাই। আমার কাছে যদি আর একটী পয়সা থাকে, তাহা হইলে যেন চোখের মাথা খাই।

কুল্। রাঁড়ী! তুই বজ্জাতের গোঁড়ার ছে, তোর অন্ত পাওয়া ভার। ইহার মধ্যে টাকা গুলা লুকাইয়া কিছুতেই স্বীকার করিতেছিস্ না। যখন ঝাঁটার বাড়ী পিটের চামড়া তুলিব, তখন আস্তে আস্তে আনিযা দিবি। থাক্ সর্ব্বনাশী! দিন কত পরে টের পাবি। মহাগুরু হত্যার মাসটায় আর কিছু বলিব না।

বিমলা শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া সর্ব্ব শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া ধূলায় শয়ন পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন ;—

কেন প্রাণ এখনো রয়েছো।
কি বিলম্ব যাও চোলে, সোদর পাষান বোলে,
তুমিও কি পাষান হয়েছো॥
এ দেহে থাকায় কিবা লাভ।
সহস্র বিছার বিষে, ডুবে সুখ পাও কিসে,
বুঝিতে না পারি এর ভাব॥
প্রাণ তুমি সু চতুর নহ।
আছে ভবে কত লোক, কে পেয়েছে হেন শোক,
কেন তুমি শোকানলে দহ॥
প্রাণ তব খুব সহ্য শক্তি।
তা নহিলে এত দিন, ছাড়িতে এ দেহ ক্ষীণ,
না থাকিত এ শরীরে ভক্তি॥
প্রাণরে ঘাতক তোর নাম।
দেহ করি খণ্ড খণ্ড, করিতেছ লণ্ড ভণ্ড,
এক দণ্ড নাহিক বিশ্রাম॥
প্রাণ তুমি কেন আছ বাঁধা।
শত শত রাজরাণী, যে পথে গিয়াছে জানি,
সে পথে যাইতে কিবা বাধা॥

প্রাণ তুমি অলসের শেষ।
কবি এত উত্তেজনা, তবুত দেহ ত্যজনা,
নাহি তব উদ্যমের লেশ॥

দাদা মোর জীবন অধিক।
খালি প্রাণ তোর তরে, নিয়ত নয়ন ঝরে,
ধিক ধিক তোরে শত ধিক॥

কোথায় জননী কর ক্ষমা।
এ হতভাগীর জন্যে, হযে ছিলে চির দৈন্যা,
জানিতে না বিমলা বিষমা॥

কষ্ট পাই কেবল স্ব দোষে।
এসে মা দেখ সে চেযে, তোমার প্রাণের মেয়ে,
কেমন পাষাণ প্রাণ পোষে॥

রোগ তোরে বলি হারি যাই।
কত লোক জরাজীর্ণ, ভোগে থাকি রোগে শীর্ণ,
আমি তোরে দেখিতে না পাই॥

অনিয়মে লোকে তোরে পায়।
তাহে কি কসুর মম, সকলি ত অনিয়ম,
খাটনী গো গর্দ্দভের প্রায়॥

শরীরের যতন না জানি।
ধূলা কাদা নাহি বাছি, যথা তথা পড়ে আছি,
অভাগীর সুখাদ্য আমানী॥

এ রাঁড়ী কোথায় কষ্ট থোবে।
আগুনে না পোড়ে অঙ্গ, পাতরে না হয় ভঙ্গ,
হায়রে না জলে কায় ডোবে॥

মৃত্যু ভয়ে কাঁপে এ সংসার।
আমার প্রার্থনা তাই, কেমনে তাহারে পাই,
সে বিনা উপায় নাহি আর॥

বিমলাকে অধিকক্ষণ ধবাশায়ী দেখিয়া কুলতিলকের সহধর্ম্মিণী অতি ঘৃণিত ভাবে কহিলেন, বলি ও বিমলী! কাপড মুডী দিযে ঘুমুচ্ছিস নাকি? একবার বেলা পানে চেযে দেখ্ দেখি। বান্না চডাইবাব কি সময হয নি? আমি কি বেঁধে বেড়ে তোবে খাওযাব?

বলে—"ধুমসী মাগী নড়্তে নাবেন, কাজেব বেলা হৈলে।
খাবাব সমষ মন উঠেনা, বড় ভাগটী নৈলে"।

বিমলা কিছুমাত্র প্রত্যুত্তব না কবিযা ধীবে ধীবে বন্ধনশালায় গমন করিল। যথা সময়ে বন্ধনাদি কবিযা সকলকে ভোজন কবাইযা আপনি সে দিবস অনাহবে বহিল। এইরূপে যৎপবোনাস্তি পবিশ্রম কবিযা কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন জলবিন্দুও পান না করিয়া শরীরকে অতিশয় কষ্ট দিতে লাগিল।

এই রূপ অবস্থায ছমাস অতিবাহিত হইল। এক দিবস জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিমলা ভাবিল, আমাব কিছুতেই নিস্তাব নাই। এমন জ্বরে লোক শয্যা হইতে উঠিতে পারেনা, কিন্তু আমায বাঁধিতে হইবে। উঃ এত কষ্ট করিয়াও একদিনেব জন্যে দাদাব একটী মিষ্ট কথা শুনিনাই। দাদা কথায় কথায বলেন, "বিমলী বাঁডীব চেযে কমলী ভাল ছিল, সে এখন বেশ্যা হইয়াছে বলিযা কি তাহাব গুণ ভুলিতে পাবি? তাব মনটা বড সাদা"। দাদা যে আমাব নিন্দা কবিযা বড় দিদিব সুক্ষ্যাতি কবেন কেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পাবি। দিদি এখন বেশ্যা হইযা দশ টাকা উপায কবিতেছে, দাদা যখন সেখানে যান তখনি দশ টাকা লইযা আইসেন। আমি কেবল ঘবে বসিযা খাই বৈত নয। দিদি ডাকা বুকো মেয়ে মানুষ, যন্ত্রনা পাইযা কুলেব বাহিব হইযাছে। আমিত প্রাণ গেলেও বেশ্যা হইতে পারিব না। উঃ দিদি কেমন করিয়া পর পুরুষেব সঙ্গে কথা কয? মনে হইলে ভয় হয। তাহাতেই আমাব মা বলিতেন, "আমাব বিমলা মাটি পানে তাকাইয়া চলে, উহার জন্যেই আমাব বড় ভাবনা হয"। মা আব কি করিবে? না খাইয়া না পরিয়া আমাব জন্যেইত দশ গণ্ডা টাকা পুঁতিয়া রাখিযা ছিল। তাহা দাদা যে কাড়িয়া লইলেন, নহিলে অসময়ে দুপয়সা খবচ কবিতাম। আমার ব্যারাম হইলে মা এক দণ্ড কাছ ছাড়া হইতেন না, সারা দিন আমার গাযে হাত বুলাইয়া দিতেন।

এখন আর আমায় কে দেখিবে? উঃ মা কোথায় গেল গো। যার মা নাই তার বাঁচিয়া সুখ কি? মায়ের বড় বস্তু কি আর পৃথিবীতে আছে?

কেহ নাহি মার বড়, এই পৃথিবীতে।
সর্ব্বোপরি হন মাতা, তার নীচে পিতে॥
এজগতে কেবা আছে, এমন সুবোধ।
করে তার জননীর, ঋণ পরিশোধ॥
মাতা নাহি চান কভু, আপনার সুখ।
সন্তানের সুখে সুখী, দুঃখে পান দুখ॥
দুঃখিনী জননী গণ, পালিতে স্ব পুত্রে।
কিছু মাত্র ঘৃণা নাহি, করে মল মূত্রে॥
যত কদাকার হোক, পুত্র আপনার।
দেখেন তাহারে মাতা, কন্দর্প আকার॥
প্রবাসী পুত্রের হলে, নিজালয়ে আসা।
গৃহিণী করেন ভারী, গহনার আশা॥
মহাগুরু জনক, তিনিও চান ধন।
খালি মা ভাবেন পুত্রে, খায়াব কখন॥
কখন আমার বাছা, মা বলে ডাকিবে।
শুনিয়া মধুর বাণি, কর্ণ জুড়াইবে॥
বহু দিন দেখিনাই, চাঁদ মুখ খানি।
কি আনন্দ আজি মম, হইবে না জানি॥
আহা পুত্র প্রতি মার, কিবা স্নেহ ভাব।
পুত্র ভাল থাকিলেই, মার রাজ্যলাভ॥
কি এনেছে কি দিল, কি না দিল আমাকে।
মার মনে এ ভাবনা, না হইয়া থাকে॥
পুত্র যদি এক খানি, ছেঁড়া কানি দেন।
করি কত আশীর্ব্বাদ, আনন্দে মা নেন॥
না ভাবেন মাতা, পুত্র, মার কত ধারে।
হেন ঋণ দাত্রী আর, কে আছে সংসারে॥

নিষ্ঠুর সন্তান গণ, প্রহারে মাতারে।
জননী তথাপি মন্দ, না বলেন তারে॥
সর্ব্বদেশে এ রূপ, প্রবাদ আছে তাই।
কু পুত্র অনেক আছে, কু জননী নাই॥

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া বিমলা পিড়ীতাবস্থাতেও গৃহ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মাতার বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক নির্জনে সরোদনে ভগবানকে ডাকিতেন। প্রায় কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। জর কালীন গাত্রে কাম্বাবৃত করিয়া কখন রন্ধন শালায়, কখন ঢেঁকী শালে, কখন প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া থাকিতেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই পরিশ্রম করিতেন। এক দিবস শরীরে অত্যন্ত গ্লানী উপস্থিত হওয়াতে, অতি বিনীত ভাবে ভ্রাতৃ জায়াকে কহিলেন, বউ, আমার বড় অসুখ হইয়াছে, যদি দুইটী দিনের জন্যে রাঁধিয়া আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিস, তাহা হইলে সামলাইয়া উঠিতে পারি।

বউ কহিলেন, দিন দিন তোর সুখের দশা বাড়িতেছে যে। তোর ভাইকে বল, একটা রাঁধুনী রাখুক। আমি এক দিনও রাঁধিতে পারিব না।

বিমলা মনে মনে কহিলেন, হায়। আমি কোথায় যাই কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিনে। এত যন্ত্রণা যে মানুষে পায়, তা কখন শুনি নাই।

বিধি তোর বিধি ভাল, বিধবার পক্ষে।
কে শুনেছে হেন কষ্ট, কে দেখেছে চক্ষে॥
ধীর লোকে ক্ষেপে উঠে, এক ভাবনায়।
সহস্র ভাবনা দিছে, আমারে দংশায়॥
হলোনা হলোনা অঙ্গ, ভূষিত ভূষণে।
সকলের নাহি হয়, ভাবিলাম মনে॥
হলোনা হলোনা স্বামী, সহ আলাপণ।
কি করিব থাকিলাম, করি অন্য মন॥
হলোনা হলোনা বসে, খেতে এক দিন।
প্রবোধিনু মনে এই, আমি পরাধীন॥

ভুলিয়া ছিলাম সব, পেয়ে মার স্নেহ।
ছাড়িল মা ভাসাইযা, দুখিনীর দেহ॥
গেল গেল মাতা যদি, ভাবিলাম এই।
আদর করিতে মোরে, কেহ আর নেই॥
খেটে যদি খেতে হয, তবে শঙ্কা কারে।
তাতেও সাধিল বাদ, বিধাতা আমারে॥
সারা দিন খেটে মাজা, করে কণ কণ।
তবু ভাই ভাজ মোরে, রেগে কথা কন॥
স্নান করে ভিজা বস্ত্র, গাযেতে শুকাই।
বেঁধে বেড়ে সন্ধ্যা কালে, এক মুটা খাই॥
দ্বাদশীর জল পাণী, এক নোট চা'ল।
তাও দুটা বেশী নিলে, বউ দেয গাল॥
প্রাণ ফাটে ভিজা কাটে, ফু পেড়ে রাঁধিতে।
হায়রে দাদার ভয়ে, না পারি কাঁদিতে॥
একাদশী করিয়া, সৃষ্টির কাজ-করি।
না সুধায কেহ মোরে, পিপাসায মরি॥
কুকুর বিড়াল দুটা, থাকে যদি ঘরে।
তাহাদের যত্ন লোক, সময়েতে করে॥
অভাগীর ভাগ্যে সুখ, কোন কালে নাই।
অহর্নিশ যেন বিষ, দেখে ভাজ-ভাই॥
সু মঙ্গল কাজে যেতে, বাধা বিধবার।
এমত ঘৃণিত ভবে, আছে কারা আর॥
কেহনা যতন করে, কেহ না জিজ্ঞাসে।
অকুল সাগরে মন, নিরন্তর ভাসে॥
এক মাত্র আছে এব, উপায উত্তম।
যদ্যপি ত্বরায় মোরে, দয়া করে যম॥

একে মাতৃ শোক, তাহাতে ভ্রাতৃ জাযার গঞ্জনা ও তৎসহযোগে ভ্রাতার বাক্যবান। আবার তদুপরি শারিরীক পীড়া ও দুর্ভাবনারূপ ভয়ঙ্কর মানসীক

ব্যাধি উপস্থিত হইলে শরীর কত দিন সুস্থ থাকিতে পারে? বিমলা পীড়ায় শয্যাগত হইয়া ভাবিল, এ যাত্রায় আর উঠিতে না হইলেই আমার পক্ষে মঙ্গল।

এক দিন বিমলা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রাতৃ জায়াকে কহিল, বউ, পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, একটু জল দিস্ ত বাঁচি।

বউ কহিলেন এখন জল দিবার সময় নয়। তুই ত ব্যামোর ওজর করিয়া আজ এক মাস নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া আছিস। রাঁধিয়া রাঁধিয়া আমার সোণার বরণ কালী হইল।

বিমলা মনে মনে কহিল, হা পরমেশ্বর! তুমি এমন মানুষ গড়িয়াছ যে মরণ কালে এক ঘটি জল দেয় না। যাহোক, বোধ হইতেছে, আমার প্রাণটা কণ্ঠায় আসিয়াছে, আর বড় দেরি নাই। মরণ হইলে আর জল পিপাসা থাকিবে না। আজিকার রাত্রিটা যোগে যাগে কাটাইতে পারিলেই বোধ হয় হইতে পারে।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় কুলতিলক, চিকিৎসক সুলভ সেনকে আনয়ন করিলেন। সুলভ সেন, ধান্য, চাউল, পুরাতন বস্ত্র, এবং কখন কখন এক সন্ধ্যা আহার লইয়াও চিকিৎসা করিতেন। ইহাতেই লোকে তাঁহার নাম সুলভ সেন রাখিয়া ছিল। তিনি আসিয়া বিমলার অবস্থা অবলোকন করিয়া কুলতিলককে কহিলেন, মহাশয়! পীড়া বড় কঠিন। যদি আনা দুই ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে উপযুক্ত ঔষধি প্রস্তুত করি। কুলতিলক সুলভকে নির্জনে লইয়া গিয়া কহিলেন, বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের কেজো প্রাণ নয়। সংসারে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করার অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই ভাল। বিমলার জন্য আমি এক পয়সা খরচ করিতে পারিব না। তুমি যেমন তেমন গোটাকত বড়ী দিয়া আহার করিয়া প্রস্থান কর। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার দুটো কাচ্চা বাচ্ছা হইয়াছে, আবার কত বার তোমায় ডাকিতে হইবে, পয়সাও দিতে হইবে।

কবিরাজ মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলেন। এবং কুলতিলকের অভিপ্রায়ানুরূপ ঔষধি দিয়া আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দিবা অবসান হইল। বিমলা একাকিনী একটী ভগ্ন গৃহে উৎকট রুগ্নাবস্থায়

ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমত সময়ে শ্বাস উপস্থিত হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই অশ্রুপাতের সহিত ঈশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জগতের উৎকট উৎপাত হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শান্তি নিকেতনে গমন করিলেন।

বিমলার মৃত্যুর পর দিবস হইতেই সংসারের যাবদীয় কার্য্যভার কুল-তিলকের পত্নীর স্কন্ধে পতিত হইল। তিনি তৎকালীন অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। আবার দুইটী কন্যা ও একটী শিশু সন্তানকে লালন পালন করিতে হইত। কুলতিলকের এমন ক্ষমতা ছিলনা যে বেতন দিয়া দাস দাসী রাখিয়া তদ্দ্বারা গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সুতরাং গৃহিণী অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া অত্যল্প দিবসের মধ্যেই পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। সর্ব্বশরীরে স্ফোটকের ন্যায় বেদনা হইল।

এক দিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রবল জ্বরে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপানেচ্ছায় অতিকষ্টে কুলতিলককে ডাকিলেন। কুলতিলক তৎ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অকাতরে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পত্নীর বিলাপ ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল না। এই সময় গৃহিণী বিমলার কষ্টের বিষয় স্মরণ করিয়া পরিতাপিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। হায়! আজ যদি বিমলা থাকিত, এক ঘটী জল দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইত। আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহার মৃত্যু কালে একটু জল দিতে তাচ্ছীল্য করিয়া ছিলাম। তাহার ফল হাতে হাতেই ফলিল। বিমলা এই সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া সকলকে আহারাদি করাইয়া আপনি সন্ধ্যার সময় শাক অন্ন খাইত। তথাপি আমি তাহাকে এক দিন একটী মিষ্ট কথা বলি নাই সেই পাপেই আমার এই যন্ত্রণা হইতেছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বোধ হয় এই যাত্রাতেই আমাকে বিমলার সঙ্গিণী হইতে হইবে। পরকালে যে কি হইবে, বলিতে পারি না।

গৃহিণী এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে কুলতিলক গৃহিণীর অবস্থা অবলোকন করিয়া চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই উপশম বোধ হইল না। অনবরত পরিশ্রম করাতে শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া ছিল। সাত দিন নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দুইটী বালিকা কন্যা ও শিশু সন্তানটী রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

কুলতিলক আটটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারিটী পত্নীর মৃত্যু হয। দুইটী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, একটী চির রোগাক্রান্তা। কেবল বসন্তপুবেব পরিবার টী সুস্থ শরীরে পিতৃ গৃহে বাস করিতেছিলেন। কুলতিলক এই সমযে ইহাবে আনয়ন কবিতে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু ইনি ইহার পিতা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়েব এক মাত্র আদরের কন্যা। ইহাব প্রতি জগত বাবুব সংসাবের সমুদায় ভাব অর্পিত ছিল। বিশেষ, কুলতিলকের চরিত্র উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত থাকাতে জগত বাবু কখনই স্ব তনয়াকে তাহার পতি ভবনে প্রেরণ করেন নাই। এ যাত্রাতেও কোন ক্রমে পাঠাইলেন না। কুলতিলক ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। বাটীতে এক দিন রন্ধনাদি কবে, এমন লোক নাই। কন্যা দুইটীর প্রতি সমধিক তাচ্ছীল্য করাতে তাহারা প্রতিবাসীর অনুগ্রহে কিছু দিন জীবিত থাকিযা পশ্চাৎ মাতৃ সদনে গমন পূর্ব্বক কুলতিলকের উৎকট দুর্ভাবনা দূব কবিল। এই অবস্থায় কুলতিলক বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্থ ও বয়োধিক দেখিয়া কেহই কন্যাদান করিতে সম্মত হইল না।

এক দিবস কুলতিলক ভক্তরামের ভবনে গিযা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাশয়। দুঃখেব কথা বলিব কি? কেমন কুচ্ছিত কাল পড়িযাছে যে, আমার বিবাহ করা ভাব হইল। ছমাস বিবাহের চেষ্টায় ফিবিতেছি, কেহই কন্যা দানে সম্মত হয না। আমি কুলীন সন্তান, আমার অবস্থা ও বয়স দেখিয়া লোকে কন্যাদান করিতে স্বীকার করিতেছে না। ইহার অধিক আশ্চর্য্যেব বিষয় কি? আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় আশী বৎসর বযক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ও বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁর পুত্র হইয়া আমাকে বিবাহের জন্য লালায়িত হইতে হইল। যখন কুলকীর্ত্তি বাড়ুযো সাবিত্রীর কন্যাকে বিবাহ কবিতে আসিয়া হতাশ হইয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি কুল আর থাকেনা। কুলীন পুত্রদিগের অবস্থা, বয়স, ও বিদ্যা বুদ্ধিব অনুসন্ধান করা আজ কাল শুনিতেছি। কালের ধর্ম্মে সকলি বিপরীত ঘটিতেছে। হায়! যে সকল বংশজ পুত্রেরা পাঁচ শ টাকার কমে একটী মিস কালী বর্ণ আড়াই বৎসরের কন্যা ক্রয় করিতে পাইত না তাহারা এক্ষণে পাত কত ইংরাজী পড়িয়া অনাযাসে কুলীন কন্যা গণকে বিবাহ করিতেছে। • আর আমাদের ন্যায় কুলীন চুড়ামণি

মহাত্মা দিগের বিবাহ হয় না। ইহা দেখিয়া কি আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয়।

ন্যাযবাদী শর্ম্মা ভক্তরামের পশ্চাৎভাগে বসিয়া কুলতিলকের বাক্য শ্রবণ কবিতেছিলেন। বাক্য শেষ হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপস্থিত ব্যক্তি বূ্যহকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন, মহাশযগণ! এই কুলতিলককে কেহ কন্যাদানে সম্মত হয নাই শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম। এবং জানিলাম, চির প্রচলিত কদাচারেব প্রতি দেশের লোকের কিঞ্চিৎ ঘৃণা জন্মিযাছে। যদি এই দুর্বিনীত বৃদ্ধ কুলতিলককে কেহ কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহা হইলে আমি তাহাবে সহস্র সহস্র ভদ্র ব্যক্তিব নিকট তিবস্কাব কবিতাম, ক্ষমতা থাকলে প্রহার পর্য্যন্ত কবিতে ত্রুটি করিতাম না। ওহে কুলতিলক! তুমি কি ভাবিতেছ, আজও দেশের লোক পূর্ব্বের ন্যায় মহানিষ্টকর কৃত্রিম কুল গৌববে মুগ্ধ হইযা তোমাব ন্যায় কুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবে? তবে ইহাই দুঃখের বিষয় যে, অদ্যাপিও কুল কণ্টক বৃক্ষ নির্ম্মূল হইল না। আমাদিগের দেশের কুসংস্কার গুলি কালে অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু এত ধীবে ধীবে হইবে, যে সে প্রত্যাশায আর থাকা যায় না। সত্বব কতক গুলি ব্যক্তিকে অগ্রসব হওয়া উচিত হইতেছে। বিশেষ, এই বহু বিবাহ প্রথাব মূলে কুঠারাঘাত কবিতে না পাবিলে আব ভদ্রস্থ নাই। ওহে কুলতিলক! বর্ত্তমান কালে তোমাব ন্যায় একটী বৃদ্ধের শত শত বালিকা ভার্য্যা সংঘটিত হওযা যদি দেখিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই মঙ্গল দায়ক।

কবে যাবে আব, কুল কদাকাব, দেশ ছার খার, হইল হায়!
কুল নহে শূল, বিপদ অতুল, জলে নারী কুল, কুলের দায়॥
কিবা স্বার্থপব, পুরুষ বর্ব্বব, ভাবিলে অন্তব, পায় যাতনা।
সদা বমণীব, বহে আঁখি নীব, না পায় পতির, করুণা কণা॥
বিধির নিয়ম, অতি অনুপম, তাব ব্যতিক্রম, কাজ বিষম।
এক রমণীর, এক পতি স্থির, এইত বিধিব, চারু নিয়ম॥
তাহার অন্যথা, এ দেশে সর্ব্বথা, সাধারণ কথা, ভেবনা মনে।
দেখ রাত্রি দিন, বিরহে মলিন, পুড়িছে কুলীন, কুমারী গণে॥

বিদ্যাবুদ্ধি হীন, অতি অর্ব্বাচিন, প্রায়ই কুলীন, তনয় গণ।
তারা পায় মান, দেশের বিধান, না পান সম্মান, মানী সুজন॥
অবলা অখলা, নিতান্ত সবলা, নাহি যায় বলা, সুনীতি কত।
হ'লে প্রহারিত, না হয় কুপীত, সদা পতি হিত, কাজে নিরত॥
গৃহিণীর তরে, সকলেই তরে, সুখে কাল হরে, ভাবনা নাই।
গৃহিণী না করে, হেন কাজ ঘরে, কি আছে দেখরে, ভেবে না পাই॥
হেন নারী চয়, যদি সুখী হয়, যাইবে নিশ্চয়, বঙ্গের দুখ।
কৌলীন্য প্রথারে, ভাসালে পাথারে, তবে হ'তে পারে, নারীর সুখ॥
অতি কদাকার, হেন দেশাচার, নাহি আছে আর, ভব ভিতরে।
কি বিষম কুল, কি বিষম ভুল, অবলা আকুল, যাহার তরে॥

ওহে কুলতিলক, আর কিছু শুনিবে? আচ্ছা বল দেখি, যদি তুমি কুলীন পুত্র না হইতে, আর বাল্য কালে অনায়াসে কতক গুলি বিবাহ করিয়া ধন লাভ না করিতে, তাহা হইলে কি এই বয়সে এই দুরবস্থার সময়ে আবার বিবাহ করিতে সাধ হইত? বোধ হয় কখনই হইত না। বহু বিবাহ তোমা-দিগের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি বিবাহ করিয়া পরিবার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে কখনই এক বৈ দুই বিবাহ করিতে অগ্রসর হইতে না। এখন তোমার ইচ্ছা হইতেছে, আবার পূর্ব্বের ন্যায় শত শত যুবতী ভার্য্যা তাহাদিগের পিত্রালয় হইতে যথেষ্ট ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক তোমার বাটীতে আসিয়া তোমার পদ সেবা করিবে। তুমি তাহাদিগকে প্রহার কর, দূরীভূত কর, কিছুতেই তাহারা বিরক্ত হইতে পারিবে না। আমা-দিগের দেশে তোমার ন্যায় কতক গুলি গুণ-জ্ঞান-হীন পাষণ্ড আছেন, তাঁহারা কেবল আপনার সুখটীই বুঝেন। তাঁহাদিগের নিজের সুখের জন্য যদি পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য ঘোরতর যন্ত্রণা পায়, তাহাতে তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপও হয় না। কিন্তু জানেন না যে, পরের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা না করিলে প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করা যায় না এবং মনুষ্যত্ত্ব লাভ করা দুষ্কর হয়।

কুলতিলক সক্রোধে কহিলেন, ওহে ন্যায়বাদী, তুমি যে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলে। আমি তোমার বাটীতে তোমার নিকট আক্ষেপ করিতে আসি নাই। যাঁহারা আমার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, এবং আমার

মান মর্য্যাদা বুঝিবেন, তাঁহাদিগের নিকটেই মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি যে গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে কটু বলিতে আরম্ভ করিলে, ইহার বিচার অবশ্য গোস্বামী মহাশয় করিবেন।

ন্যায়। যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বাধা দিতে বা কটু বলিতে সকলেরই ক্ষমতা আছে। তুমি বা কে, সে দিন অতিবুদ্ধিকেও উচিত বলিতে ত্রুটি করি নাই। যথার্থ কথা বলিতে যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাপি ক্ষান্ত হইব না।

কুলতিলক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া অন্নাভাবে সমূহ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পিপাসা কালীন একটু জল প্রদান করে, বাটীতে এমন একটী লোক নাই। কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন অনশনে থাকিয়া শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। কোন দিকে কিছু উপায় না দেখিয়া শিশু সন্তানটী লইয়া অতি গোপনে কালীঘাটে তস্য কনিষ্ঠা কমলা বেশ্যার নিকট উপস্থিত হইলেন।

কমলা যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালীঘাটে বাস করিত, তাহা পাঠক মহাশয়রা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে কুলতিলক উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত সহোদরার আবাসে সঙ্গোপনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ পথিমধ্যে স্ব দেশস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কহিতেন, বিষয় কার্য্যের উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। এবং প্রায় প্রতি দিনই কালীঘাটে কালী দর্শনে আসিয়া থাকেন।

এইরূপে কুলতিলক কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া এক দিন সঙ্গোপনে সুবিধা মত কমলাকে কহিলেন, ভগ্নী! তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া লোক নিন্দার ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি এখানে বাস করিতেছি। তুমি কুলের বাহির হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার স্নেহের বাহির হইতে পার নাই। এক মায়ের গর্ব্ভে আমরা জন্মিয়াছি, বাল্যকালে এক পাতে ভাত খাইয়াছি, এবং একত্রে খেলা করিয়াছি। এ সকল স্মরণ হইলে অশ্রুপাত হয়, যাহা হউক, এখানে যদি আমি আর কিছু দিন থাকি, তাহা হইলে দেশস্থ লোকে জানিতে পারিয়া আমার জাতি নাশ করিবে। এক্ষনে যাহাতে আমার বিবাহটী হয়, তাহা কর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজে বিবাহ হইবে না। যে কাল

পড়িয়াছে, এখন কোটা ভিটে, লেখা পড়া, ও অল্প বয়স না হইলে বিবাহ হওযা ভার। বোধ হয় চারি পাঁচ শত টাকা পণ দিয়া আমায় কন্যা ক্রয় কবিতে হইবে, ইহা ব্যতিত গহনা ও অন্যান্য ব্যয় আছে। সর্ব্ব সহিত হাজার টাকার কমে যে এ কার্য্য সমাধা হয়, এমন বোধ হয় না। তুমি মনে করিলে অনায়াসে হইতে পাবে, ইহাতে তোমাব পূণ্য আছে। যাহাতে আমি পুনরায় দুর্লভপুবে গিয়া গৃহ ধর্ম্ম কবিতে পারি, তাহা করিতেই হইবে।

কমলা কহিল দাদা! আমি এত দিন তোমায কিছু বলি নাই। পাছে মনে ভাব, এখানে আছ বলিয়া আমি বিবক্ত হইযা তোমাব নিন্দা করিতেছি, তাহাতেই বলিতে ইচ্ছা হয নাই। কিন্তু আজ যখন আমাব প্রতি মাযা জানাইতেছ, আব বিবাহেব জন্য টাকা চাহিতেছ, তখন আব না বলিযা থাকিতে পাবি না। কিন্তু বিবক্ত হইওনা, আমি যাহা বলিব, তাহা যথার্থ। আমি এ পথে আসিযা একটু একটু লেখা পড়া শিখিযাছি, এবং অনেক বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু এই জ্ঞান টুকু হওযাতে আমি সুখী হই নাই, বরং বিশেষ অসুখেই আছি। তুমি একবাব স্মবণ কবিযা দেখ দেখি, আমি ভদ্রলোকেব কন্যা, কুলেব কামিনী হইয়া এই লজ্জাকব ঘৃণিত পথে আসিয়াছি কেন? তুমিই ইহাব কাবণ। তুমি যদি বিবক্ত না হইযা যথাকালে শাক অন্ন দিতে, তাহা হইলে কখনই এপথে আসিতে মন হইত না। যদি বল, তোমার অবস্থা এত মন্দ ছিল যে আমাদের শাক অন্ন দিতে ও কষ্ট হইত। ভাল! দুটা মিষ্ট কথা বলিতে, ও একটু স্নেহ কবিতে বাধা কি ছিল? আমবা যে তোমার বাড়ীতে শাক অন্ন খাইতাম, তাহাও বসিযা খাইতাম না। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিযা বাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সমানে খাটিতাম। এখন আমি বেশ বুঝিতে পাবি, শাক অন্ন খাইযা যে পরিশ্রম কবিতাম, তাহাতে তোমার যথেষ্ট লাভ হইত। প্রতিবাসীর বাড়ী কর্ম্ম কাজ হইলে সেখানে অনববত খাটিয়া প্রচুর দ্রব্যাদি তোমাব ঘবে আনিযা দিতাম। যেখানে যে দ্রব্যটী পাইতাম, লজ্জা সরম খোয়াইয়া তখনি আনিতাম। সর্ব্বদাই ভাবিতাম, "আমরা কুলীনেব মেযে, স্বামীর অন্ন এক দিনও পেটে যায়নি, কখন যাইবেও না। দাদার সংসাবে অন্ন থাকিলেই চাবিটী খাইতে পাইব"। এই জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তোমার সংসারের উন্নতির চেষ্টা করিতাম। আমরা

খাইতাম কি? বৎসরের মধ্যে ছ মাস উপবাসেই দিন কাটিত। আর মাসের মধ্যে পোনের দিন পরের বাড়ীতে আহার হইত। দশ বার দিন তোমার বাটীতে খাইতাম, তাহার দ্বিগুণ দ্রব্যাদি পরের বাড়ী হইতে আনিতাম। ইহাতেও এক দিনের জন্য তোমার একটী মিষ্ট কথা শুনিতে পাই নাই। আমাদিগের খাটনী দেখিয়া ধনবান প্রতিবাসিনীরা বলিত, "এমন লোক যদি আমরা পাই, মাসে চারি পাঁচ টাকা করিয়া দিতে পারি, আর বুকে করিয়া রাখি" কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই বলিতে, "দূর হ বাড়ী, রাড়ীদের জ্বালায় হাড় কালী হইল"। তোমার তাড়নায় আমরা দুইটী ভগ্নীতে প্রত্যহ রাত্রিতে কাঁদিতাম। এবং কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতাম না। আমরা পতি পুত্র বিহীনা, কোথায় যাইলে চারিটী অন্ন পাইব, আর তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে, সর্ব্বদা ইহাই ভাবিতাম। পাছে আমাদিগের জন্য দশের কাছে তুমি মুখ দেখাতে না পার, এই ভয়ে আমরা সদা সশঙ্কিত থাকিতাম। আর মাটি পানে তাকাইয়া পথে চলিতাম। যখন দেখিলাম, চারিটী শাক অন্ন দিতে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলে, তখন আর কি করিব? দাদা। আমি শুনিয়াছি, আমার ভগ্নী দুঃখিনী বিমলা তোমার তাড়নাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার শরীরে অনেক দোষ আছে, বিমলার ত কিছু মাত্র দোষ ছিল না। সেই দুঃখিনীকে মা যে কয়েকটী টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও কি কাড়িয়া লইতে হয়? তার যন্ত্রণা সেই জানিয়াছে, আমি জানিতেছি, আর ভগবান জানেন। তাহারে যদি মিষ্ট মুখে চারিটী শাক অন্ন দিতে, সে মরিত না। আমিও চারিটী শাক অন্ন পাইলে এ পথে আসিতাম না। আমি তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, আমার মত ভদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা বেশ্যা হয়, তাহাদিগের অধিকাংশই শুদ্ধ পেটের দায়ে বৈ অন্য কারণে নয়। আমি সহজে এ পথে আসি নাই। পরের বাড়ীতে রাঁধুনী হইয়া দিন পাত করিলে তোমার মান যাইবে। তুমি বলিতে "লোকে যে বলিবে অমুকের ভগ্নী অমুকের বাড়ীর রাঁধুনী, তাহাতে আমার মাথা কাটা যাইবে"। এরূপ অবস্থায় করি কি? আপনিও খাইতে দিবেনা, পরের বাড়ীতে ও যাইতে দিবেনা। তবে কি না খাইয়া মরিব? এত কষ্টতেও এ পথে আহ্লাদের সহিত আসি নাই, এবং এখন ও আপনাকে সুখী বোধ করিনা।

তবে আগে যেমন বড় লজ্জা ভয় হইত, এখন আর তত হয় না। গায়ে দশ খানা গহনা ও দশ টাকার সঙ্গতী দেখিযা তুমি যে আমায় সুখী ভাবিতেছ, ইহা তোমার ভ্রম। এ পথে যেন শত্রুও না এসে। এমন ঘৃণিত ব্যবসায় আর কিছুই নাই।

ধিক ধিক ধিক বেশ্যার জীবনে, নাহি কিছু সুখোদয।
কুলের কামিনী থাকিলে স্বকুলে, পায শোভা অতিশয॥
সুখের লাগিয়া কুল তেয়াগিযা, দুকুল হাবায় শেষ।
চটক দেখিযা নাহি বুঝে কেহ, বেশ্যার মনের ক্লেশ॥
নির্লজ্জ পাষাণী না হইলে পরে, নাহি চলে ব্যবসায।
কোমল নারীর পক্ষে এ সকল, কদাচ না শোভাপায॥
না করে বিশ্বাস বারাঙ্গণা গণে, জগত মাঝারে কেহ।
নাহি পায় কভু প্রেম অকৃত্রিম, না পায় যথার্থ স্নেহ॥
শঠের সহিত সদা সহবাস, শঙ্কায শরীর কাঁপে।
পাপের শরীর বাস পাপালযে, দিন যায় পাপালাপে॥
এখানে যেমন বহে পাপস্রোত, কোথাও এমন নয।
যত রূপ পাপ আছে এ সংসারে, এখানে সকলি হয॥
বিষম লম্পট বেহাযা বেল্লিক, মদ্যপায়ী গাঁজা খোর।
কত বহুরূপী থাকে বেশ্যা লযে, প্রবঞ্চক জুযাচোর॥
প্রায় লাঠা লাঠী কাটা কাটী সদা, মাথা ফাটা ফাটী হয়।
দেখা দূরে থাক এ সব ব্যাপার, শুনিবার কথা নয॥
যদ্যপি নরের নরক দেখিতে, মনেতে বাসনা হয।
এলে বেশ্যালয়ে পাবেন দেখিতে, প্রকৃত নরকালয॥
নর হত্যা আদি ভযানক কাণ্ড, বেশ্যালয়ে প্রায় ঘটে।
এ পাপ গনিকা গৃহেতে কেহই, নাহি এসে অকপটে॥
পীড়ায় দু দিন পড়িয়া থাকিলে, দেখিতে অনেকে যুটে।
তাহে শঙ্কা হয় কোন্ ছলে, কেবা লইবে সর্ব্বস্ব লুটে॥
দু দণ্ডের তরে অসতর্ক হ'লে, অমনি হইবে চুরী।
জ্বলি ঈর্ষানলে কপটে কৌশলে, কে দিবে গলায় ছুরী॥

একের প্রণয় অমৃত লহরী, দুজনের প্রেম বিষ।
অনেকের প্রেম প্রেয়াসী যে জন, সে অসুখী অহর্নিশ॥
সুজন দুর্জ্জন নীচ উচ্চ লোক, যে পারিবে দিতে ধন।
তাহারেই দেহ করিতে বিক্রয়, নাহি কাঁদে কার মন॥
এত কষ্ট দেখে সকলে গণিকা, সাধ করে নাহি হয়।
পোড়া উদরের জ্বালায় অনেকে, বিষম যন্ত্রণা সয়॥
আমি ত বলিতে পারি সু নিশ্চয়, এসেছি পেটের দায়।
নতুবা নিরত নাহি হইতাম, হেন নীচ ব্যবসায়॥

দাদা! আমি তোমায় অকপটে বলিতেছি, যদি একটু যত্নের সহিত দিনান্তে শাকান্ন দিতে, তাহা হইলে এ পাপ কাজে রত হইতাম না। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি ইহাতে অধর্ম্ম থাকে, সে অধর্ম্ম আমার হইবে না। এখন যেরূপ মায়া দেখাইতেছ, বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি ইহার শতাংশের একাংশ দেখাইতে, তাহাহইলে বাহির হইতাম না। এখনি যে তুমি যথার্থ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছ, তাহা নহে। যদি আজ আমি তোমায় সর্ব্বস্ব প্রদান করি, কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যাহা হউক, আর একটা কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছি। এই বয়েসে কি তোমার বিবাহ করা উচিত? একেত শেষ দশা, তাহাতে উদরান্নের সংস্থান নাই। যদিও অর্থলোভে কেহ কন্যা বিক্রয় করে, কিন্তু তুমি বিবাহ করিয়া বউকে খাওয়াইবে কি? তুমি যাহা ভাবিয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা হইবে না। বিবাহ করিতে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, খাইতে না পাইলেও আমি কিছু দিতে পারিব না। এখানে থাকিলে চারিটী অন্ন দিতে পারি বটে, কিন্তু সেটা কি ভাল দেখায়? ছি ছি! এ বড় লজ্জার কথা। তুমি পুরুষ মানুষ, চারিটী অন্নের জন্য এখানে থাকা অপেক্ষা ভাত বাঁধিয়া দিন পাত করাও তোমার পক্ষে ভাল। তুমি পূর্ব্বে যখন এখানে আসিতে, তখন মা ও বিমলা ছিল, তাহাতেই দুই পাঁচ টাকা দিতাম। যখন তাহাদের যম যন্ত্রণা দিয়া মারিয়াছ, তখন তোমার সাহায্য করা দূরে থাকুক, মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। দেখ, আমি তোমার ভগ্নী হইয়াছিলাম বলিয়াই আমার নারী জন্ম বৃথা হইল। তোমাকে

আবার দিব কি? যাহা কিঞ্চিৎ করিয়াছি, ধর্ম্ম কর্ম্মে সব শেষ করিয়া যাইব।

কুলতিলক ভগ্নীর কথা শ্রবণ করিয়া হতাশ হইলেন। এবং কিছু দিবস সেখানে অবস্থিতি করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কমলা তাহারে এক কপর্দ্দক প্রদান করিল না। তখন কুলতিলক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন।

কুলতিলকের পুত্রটী মাতৃহীন হইবার পর হইতে, সময়ে আহার পাওয়া দূরে থাকুক, প্রায় অনবরতই ধূলা কাদায় বিলুণ্ঠিত থাকিত। কিছু দিন লালন পালন করাতে তাহার প্রতি কুলতিলকের যথেষ্ট মায়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজের অন্নের জন্য লালায়িত, এ অবস্থায় বালকের পরিচর্য্যা করা তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। সুতরাং বালকটীর অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছিল। এই সময় তাহারও মৃত্যু সংঘটিত হইল।

এদিকে দুর্লভপুরস্থ যাবদীয় ব্যক্তি কুলতিলকের ব্যবহার জানিতে পারিয়া তাহার জাতান্তর করিল। তিনি ভগ্নীর তাচ্ছীল্যে ও লোক নিন্দা ভয়ে বেশ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিন পাত করিতে লাগিলেন। এবং বিমলার মৃত্যুর পর হইতে যে তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা স্মরণ হওয়াতে, মনোকষ্টের পরিসীমা রহিল না। উন্মত্তের ন্যায় ধূলি ধূসরিত কলেবরে কখন বৃক্ষতলে, কখন পথ প্রান্তে নিপতিত থাকিতেন। তাঁহার সেই কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট শরীরকে নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। দিবারাত্র গতানুশোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হায়! এত দিনের পর সম্যক রূপে আমার নিষ্ঠুর কার্য্যের ফল ফলিল। যদি বিমলার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে গৃহিণীকে অনবরত দুর্জ্জয় পরিশ্রম করিতে হইত না। পরিশ্রম করিতে না হইলে শরীর ভগ্ন হইয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পীড়া না হইলে অকালে মৃত্যু সংঘটিতই বা কেন হইবে? গৃহিণীর মৃত্যু না হইলে অপালনে বালক বালিকাগণের ও মৃত্যু হইত না। এবং আমিও অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেশ্যার অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক-যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইয়া অতি ঘৃণিত ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এত যন্ত্রণা ভোগ করিতাম না। বিমলার মৃত্যুই যে আমার এই সর্ব্বনাশের কারণ, এখন আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। এত যন্ত্রণা

ভোগ না হইলেও আমার চৈতন্য হইত না। এখন চৈতন্য হইলেই বা কি হইবে? আমার যেমন কর্ম্ম, তদ্রূপই ফল হইয়াছে।

কুলতিলক এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে ভার্য্যা ও কন্যা পুত্রের শোকে জর্জরীভূত হইয়া কিছু দিন পথে পথে পরিভ্রমন করতঃ শূল রোগাক্রান্ত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন॥

দশম পরিচ্ছেদ।

দুর্লভপুর উত্তর পাড়ায় গোবর্দ্ধন ঘোষাল কন্যা বিক্রয় করিত বলিয়া লোকে তাহাকে পাঁঠী বেচা পিশাচ বলিয়া ডাকিত। এমন কি, তাহার প্রকৃত নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিনোদের সহিত নির্ম্মলার বিবাহ হইবে শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাবিত্রীর আলয়ে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন। আমি কন্যা বিক্রয় করি বলিয়া লোকে আমায় পিশাচ বলে। তা বলিলই বা ক্ষতি কি? তবে কথাটা শুনিতে কিছু কটু। ইহার জন্য কত বিবাদ করিয়াছি, তবু ঢাকিতে পারিলাম না। শুনিতেছি, সাবিত্রীও নাকি তাহার কন্যাকে অমরে দিবে, বোধ হয় কিছু গ্রহণও করিবে, মধ্যে মধ্যে এরূপ হইলেই আমাদিগের শ্রেণী বৃদ্ধি হইল। ইংরাজের রাজ্যে সকল ব্যবসায়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এ ব্যবসায়টী কি চিরকালই এক রূপ অবস্থায় থাকিবে? ক্রমে ক্রমে অবশ্যই দুই চারি ঘর আমাদিগের দলে আসিবে। এখন সাবিত্রী যদি আমার প্রতি তাহার কন্যার বিবাহের ভারার্পণ করে, তাহা হইলে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারে। বোধ হয় আমাকে পাইলে আর এ ঘটকালির ভার অন্যকে দিবে না। যে হেতু আমি যেমন এ বিষয়ের তাগ বাগ বুঝি, এমন আর কেহই বুঝেনা। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোবর্দ্ধন সাবিত্রীর ভবনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কি বাছা কি হইতেছে? কন্যার বিবাহের কথা কি একবার আমায় বলিতেও নাই।

সাবিত্রী কহিলেন, কি গো পিশাচ খুড় যে, এস এস। খুড়! তুমি যদি

বলিবার অপেক্ষা করিবে, তবে বিনা আহ্বানে কেন আসিবে? আমি অনাথিনী, আমার কাছে কি অভিমান সাজে?

পিশাচ। আমিও ঘোর দায়ে পড়িয়াছি বাছা। আমার ছোট কন্যা ধনেশ্বরীর বিবাহ উপস্থিত, সেই জন্তে বড ব্যস্ত আছি। মেয়েটী বড় হইযাছে, ঘরে রাখিতেছে না। শুনিলাম তুমিও নাকি কন্যাটীকে অঘরে দিবে?

সাবিত্রী। হাঁ খুড়া, আমার নির্ম্মলাকে অঘরেই দিতে হইল। ও পাড়ার যোগেন্দ্র গাঙ্গুলীর বড় ছেলে বিনোদের সঙ্গে আমার নির্ম্মলার সম্বন্ধ হইযাছে।

পিশাচ। হাঁ হাঁ আমি জানি, তাহাদের দশ টাকার সঙ্গতি আছে, আর ছেলেটীও ভাল। পণাপণের বিষয় কি রূপ ধার্য্য হইয়াছে?

সাবিত্রী। পণই যদি দিতে পারিব, তবে অঘরে দিতেছি কেন? আমাকে কিছুই খরচ করিতে হইবে না।

পিশাচ। তা আমি জানি। তোমার পণের কথা কহিতেছি না, তিনি কত টাকা দিবেন?

সাবিত্রী দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কহিলেন, মহা ভারত! ও কথা কাণেও শুনিতে নাই। আমি কি কন্যা বিক্রয় করিব? আমরা চিরকাল কুলীনকে কন্যা দিযা জামাইকে পর্য্যন্ত প্রতিপালন করি, এখন তেমন অবস্থা নয বলিয়াই মেয়েটীকে অঘরে দিতে হইতেছে।

পিশাচ উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি এমন হাবী তাহা ত জানি না। পাঁচ শ টাকার মেয়েটীকে অমনি দিবে? আহা, নির্ম্মলা কি কম মেয়ে, একখানি কোম্পানীর কাগজ।

সাবিত্রী। খুড়া, আমি প্রাণ গেলেও কন্যা বিক্রয় করিতে পারিব না। আহা, পেটের সন্তান কি কেহ বিক্রয় করিতে পারে? তবে যে করে, তাহার কেমন প্রাণ বলিতে পরি না।

পিশাচ। তোমার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। বিক্রয় করিলেই কি কন্যা পর হয়? বিশেষ, গাঙ্গুলীরা পচা বংশজ। তাহারা যদি মেয়ে অমনি পায়, তাহা হইলে ত আমাদিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, জানে ত্রিসংসার।
বিশেষ এ ব্যবসাটী, অতি চমৎকার॥

যাহারা না বেচে মেয়ে, তারা বড় বোকা।
দেখিতে না পায় কভু, রোক টাকা থোকা॥
এমন গুমোরে আর, কি ধন বিকায়।
দুয়ারে ক্রেতার দল, গড়াগড়ী যায়॥
হইলে সুন্দরী কন্যা, ধনেশ্বর হই।
দুই চারি শত টাকা, পেত্নীতে লই॥
করিলে বারটী কন্যা, প্রসব গৃহিণী।
আমি হই মহারাজ, রাণী হন তিনি॥
কিবা করে উপকার, রোজকেরে ছেলে।
না সুধায় বাপ মায়ে, খেলে কিনা খেলে॥
আর যদি উপার্জ্জন, করিতে না পারে।
চিরকাল হয় দেখ, খেতে দিতে তারে॥
মেয়ে হ'লে কত মজা, জানেনা সবাই।
একেবারে বাঁধা কড়ি, নড়া চড়া নাই॥
বৎসরেক হয় হদ্দ, খেতে দিতে তাকে।
তার পর ক্রমে দর, বেড়ে যেতে থাকে॥
চাকরীতে গণ্য কড়ি, খাটনী অধিক।
সে আশায় ফেরে যারা, তাহাদের ধিক॥
যত কিছু উপার্জ্জন, উপায় ধরায়।
মেয়ে বেচা তার মধ্যে, প্রধান উপায়॥

তাই তোমায় বলিতেছি, মেয়েটাকে অমনি দিওনা। হাতের ঢিল ছাড়িয়া দিলে আর পাইবেনা, ইহার পর আপশোষ করিতে হইবে। যদি তুমি না পার, আমাকে ভার দেও, তোমায় কিছু করিতে হইবেনা, আমার নিকট রোক তিন শত টাকা গুনিয়া লইও।

সাবিত্রী। খুড়া, আমি তাহা পারিব না। যাঁহারা এ বিয়ের ঘটকালী করিতেছেন, তাঁহারা যদি এ কথা শুনিতে পান, এ দিকেও আসিবেন না।

পিশাচ। তোমার মত নির্ব্বোধ আর দেখিতে পাই না। কতকগুলা

বালকের পরামর্শে পাঁচ শত টাকা ক্ষতি করিতে উদ্যত হয়েছো। আমি তোমার হিতার্থে অনেক বলিযাছি, এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর।

এই কথা বলিয়া পিশাচ বিষন্ন চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভক্তরামের বৈটক খানায় দলাদলির ঘোঁট হইতেছে, এমত সময়ে পুরোহিত বিদ্যাভূষণ আসিযা কহিলেন, এ দিকের সংবাদ টা শুনিযাছেন ত? সাবিত্রী, কুলীন চূড়ামণি কুলকীর্ত্তিকে অপমান করিয়া যোগেন্দ্র গাঙ্গুলীর পুত্র বিনোদ বেহারীর সহিত কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিনোদ আমাটের গাঙ্গুলী শিবের সন্তান। আপনারা বর্ত্তমান থাকিতে যদি এই কাণ্ডটা দুর্লভপুবে সংঘটিত হয, তাহা হইলে ভদ্র সমাজে আপনাদিগের মুখ দেখান ভার হইবে।

অতিবুদ্ধি কহিলেন, পুরোহিত মহাশয়, একটু স্থির হউন। "সবুরে মেওয়া ফলে" যদি বাস্তবিকই সাবিত্রীর এমন দুর্মতি হইয়া থাকে, তাহারে গ্রাম ছাড়া করিব, আর গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর জাত মারিব। বাবা! "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" একবার বাগে পেলে হয়।

অতিবুদ্ধি এইরূপ আস্ফালন করিতেছেন, এমত সময়ে বিবাহক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্য দ্রুত পদ সঞ্চারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এটী কার বাড়ী মহাশয়? এ গ্রামে কি ভদ্র লোক আছে?

অতিবুদ্ধি। তোমার নিবাস?

বিবাহ ক্ষিপ্ত। নিবাস আইবড় নগর, নাম বিবাহক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্য।

অতি। এখানে কি অভিপ্রায়ে?

বিবাহ। সে দুঃখের কথা কি বলিব? যদি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন তাহা হইলে বলি।

অতি। বলুন না অবশ্য শুনিব।

বিবাহ। এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার পাঁঠী বেচা পিশাচকে আপনারা চিনেন কি ?

অতি। গ্রামের লোককে আবার চিনেনা কে ? আজ পিশাচের কন্যার বিবাহ যে।

বিবাহ। আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই বিবাহ বিপদেই পড়িয়াছি। তাঁহার একটী কন্যার তিনটী পাত্র উপস্থিত। আমি তাহার মধ্যে একজন। প্রথমে তিন শ টাকায় আমার সহিত ধার্য্য হয়, পরে আর দুইজনকেও আশা দিয়া আনিয়াছেন, তাহার একটী চারি শত টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, আর একটী পৌনে পাঁচ শ পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। মহাশয়, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, সর্ব্বস্ব বেচিয়া খরচ পত্র করিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছি, যদি হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, দম ফাটিয়া মরিয়া যাইব। আপনারা ভদ্র লোক, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

অতিবুদ্ধি উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, পিশাচ ভায়া বড় মজার লোক। এখন তিনি কাহারে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ?

বিবাহ। যিনি সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে পারিবেন, তাঁহারেই তিনি কন্যা দিবেন। কিন্তু পাঁচ শত টাকার কমে কাহাকেও দিবেন না। দেখুন মহাশয়, কি অন্যায়, আগে যদি এরূপ জানিতাম, আসিতাম না। এক্ষণে বিবাহ করিতে আসিয়া আইবড় অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া আর যমালয়ে যাওয়া সমান। আপনারা ভদ্রলোক, অবস্থা শুনিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার একটা উপায় করিয়া প্রভূত যশ লাভ করুন।

অতিবুদ্ধি মনে মনে কহিলেন, আজ শুভক্ষণে বাটী হইতে বাহির হইয়াছি, নচেৎ বিনা কষ্টে এমন শিকার হস্তগত হইত না। এইরূপ বিপদাপন্ন ব্যক্তির নিকটেই আমার লাভ হইয়া থাকে। প্রকাশে কহিলেন, আপনার অবস্থা শুনিয়া অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছে। আপনি যদি রাধা বল্লভের ভোগের জন্য কিছু ব্যয় করিতে পারেন, অবশ্যই বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রভুর কৃপায় না হইতে পারে কি ? বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আমি এই গ্রামের কর্ত্তা, প্রভুর কৃপায় যাহারে যা বলি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করেন। পিশাচের কন্যার সহিত আপনার বিবাহ দেওয়া আমার পক্ষে অতি সহজ কথা।

বিপদে পড়িয়া বিবাহক্ষিপ্ত রাধা বল্লভের ভোগের জন্য ত্রিশটী টাকা "অতিবুদ্ধিকে" প্রদান করিলেন। অতিবুদ্ধি টাকা গুলি হস্তগত করিয়া কহিলেন, তুমি যাও, আমি পশ্চাতে যাইতেছি। প্রভুর ভোগের টাকা যখন আমায় দিয়াছ, তখন আর চিন্তার বিষয় নাই। এক্ষণে বউ ভাতের আয়োজন করিতে বাটীতে পত্র লেখ। তোমার বিবাহ হইয়াছে।

অতিবুদ্ধি বিবাহক্ষিপ্তকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে রসরাজ টপ্পাবাজ উপস্থিত হইয়া এই গীতটী গাহিলেন।

গীত।

কালে কালে দেখ্‌ব কত বেঁচে যদি থাকি।
হ'লো যখন ষাঁড়ের বিয়ে রহিল কি আর বাকী॥
বিদ্যা রত্ন বিদ্যা নিধি, ষাঁড়ের বিয়েয় দেন না বিধি;
কিন্তু সংগোপনে বিয়ে বাড়ী, গিয়ে,
পেটে ভরে খেয়েছেন লুচি হাতে পেয়ে চাকী॥
পাকা চুলের খোঁপায় হবে বাসর ঘর আলো, মরি,
সাজিবে ভাল, হায় হায়;
হলো সুখ শশী উদয় বঙ্গে, হবে, বুড়ার বিয়ে বুড়ীর সঙ্গে,
উভয়ে রবে রঙ্গে, হবে মাখা মাখি॥

অতিবুদ্ধি কহিলেন, গীতটী মন্দ হয় নাই, কিন্তু একটু দোষ হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিতে পারিলাম না। বিধবা বিবাহের বিপক্ষ কয়েক জন ভট্টাচার্য্য অর্থ লোভে বিবাহের স্থলে উপস্থিত হইয়া যে আহারাদি করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহে। গীতের মধ্যে সে কথা গুলা সংলগ্ন করা যুক্তি সঙ্গত হয় নাই।

রসরাজ। আমার ত বোধ হয় এই বিষয়টীর বর্ণন না করিলে গীতটী ভাল হইত না। দেখুন, এই সকল ভণ্ড দিগের দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সমাজ অতি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেছে। তজ্জন্য গীতে বা বাক্যে যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগের চরিত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যদি ইহাতে লজ্জীত হইয়া এমত সকল কাজ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হইবে।

অতি। বাপুহে, তোমার কাঁচা বুদ্ধি তাই এরূপ বিবেচনা হইতেছে। আমাদিগের সমাজস্থ ব্যক্তিগণ যত কেন দুষ্কর্ম্ম করুক না, কোন ক্রমেই প্রকাশ করা উচিত নয়। কুকার্য্যগুলি গোপন করাই সমাজের উন্নতির উপায়। গোপনে কত লোকে কত কি করিতেছে, তাহা ভাবিলে কি চলে? তবে ঐ সকল ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যেন সাবধানে থাকে, কদাচ ধৃত না হয়। যদি ধৃত হয়, কদাচ স্বীকার না করে, যদি ভ্রম ক্রমে স্বীকার করিযা ফেলে, পুনরায় যেন অস্বীকার করে। বাবা! "বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য" একবার বাগে পেলে হয়। যাহা হউক, তুমি যে এত দিন পরে বিধবা বিবাহ ঘটিত গীত রচনা করিলে, ইহার কারণ কি? এ সকল ত পুরাতন কথা। দিন কত বিদ্যাসাগর টোপ ফেলিযা দেখিযা ছিলেন, তাহাতে দুই একটা চুণা পুঁঠী ঠোকর মারিয়া চলিযা গিয়াছে, বোহিত, মিরগেলে টোপ ধরে নাই। ফলতঃ আমরা বর্ত্তমান থাকিতে আর তাহা ঘটিবে না। বাবা! "বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য" একবার বাগে পেলে হয়।

রসরাজ। বিধবা বিবাহের বিষয়টা পুরাতন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুর্লভপুরে আজ কাল নূতন। যে কথা শুনিলে আর এক দণ্ড বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না, আজি তাহা চক্ষে দেখিলাম। বুদ্ধিমান গুণবান, ধনবান ও ভদ্র বংশীয় জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ছোট ভগ্নী শান্তী রাঁড়ী এত দিন কোথায় ছিল বলুন দেখি?

অতিবুদ্ধি চমকিত হইয়া কহিলেন, তাহা কি জানি? তবে সে ছুঁড়া মধ্যে মধ্যে তাহার মাতুলালয়ে যাইত শুনিয়াছি। বিষয়টা কি বল দেখি?

রস। সে ছুঁড়ী কাল দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। দুই মাস হইল জ্ঞানেন্দ্র, কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাহার বিবাহ দেয়, বিবাহের পর অমনি অমনি শ্বশুর বাড়ী গিয়া এত দিন ছিল। আজ তিন দিন হইল সেখান হইতে যাত্রা করিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। হাতে সোণার বাউটী, গায়ে জামা, শুনিলাম কখন কখন জুতাও পরিয়া থাকে। কিন্তু কেমন পরমেশ্বরের কল, দেখিলেই চেনা যায়, এ বিধবা হইয়াছিল।

অতিবুদ্ধি কম্পিত কলেবরে কহিলেন, রসরাজ! তুমি কি এ কথাটা সত্য বলিতেছ? না তামাসা করিতেছ? এই দোণার দুর্লভপুরে বিধবা বিবাহ?

ভদ্র লোকের ঘরে? আবার গায়ে জামা পায়ে জুতা? হস্তভঙ্গী করিয়া কহিলেন, তোমাকে ঠিক বলিতেছি, হয় খুন করিব, নয় খুন হইব। বাবা "বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য" একবার বাগে পেলে হয়। যাহা হউক, তুমি কি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে, না লোকের মুখে শুনিয়াছ?

রস। শান্তময়ী বাল্যকালে সর্ব্বদাই আমাদিগের বাটীতে আসিত। সেই জন্য তাহার আকৃতি আমার বেশ স্মরণ আছে। আজ প্রাতে ওপাড়ায় তেল আনিতে গিয়াছিলাম, আসিবার সময় দেখি, জ্ঞানেন্দ্রের খিড়কীতে শান্তীর মত একটী মেয়ে গহনা পরিয়া জামা গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। ভাবিলাম, একটা ঠাট্টা করি, কিন্তু কালের ভাব স্মরণ করিয়া ভয় হইল। তাহার পর বাড়ী আসিয়া স্ত্রীলোকদের নিকট শুনিলাম শুভদা, পত্র লিখিয়া শান্তীকে এখানে আনিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্র, বোন দুটীকে লেখা পড়া শিখাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখন শুভদার পত্রের মর্ম্মটা শুন:—

"ভগ্নী! আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তুমি ইহা বিবেচনা করিও না যে এখানকার লোকের ভয়ে কলিকাতায় লইয়া গিয়া দাদা তোমার বিবাহ দিয়া ছিলেন। কেবল অসভ্য স্থানে এরূপ বিবাহ দেওয়া উচিত নহে বলিয়া সে রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক্ষণে পত্র পাঠ মাত্রে তুমি যাত্রা করিবে, তাহাতে কিছু-মাত্র ভীত বা লজ্জীত হইবে না। এই দুর্লভপুরে প্রতি মাসে শত শত ভ্রূণ হত্যা হইয়া থাকে, তুমি এখানে আসিয়া এখানকার স্ত্রীলোকদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের আদর্শ হইবে। মূর্খতা বশতঃ এখান-কার স্ত্রীলোকেরা যদি তোমায় বিদ্রূপ করে, ভরসা করি, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত হইবে না। বরং যাহাতে তাহারা আপনাদিগের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া ভয়ানক কুকার্য্য হইতে নিবৃত্তা হয়, সরল ভাবে এরূপ উপদেশ প্রদান করিবে। ইতি সন ১২৭০ সাল ১২ ই শ্রাবণ।"

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী শুভদা দেবী।

অতিবুদ্ধি রসবাজের মুখে শুভদার পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া উচ্চৈস্বরে হাস্য করতঃ প্রায় দুই দণ্ড কাল মুখভঙ্গী করিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ স্তিত্তব্ধভাবে রহিলেন। তৎপরে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দুই দণ্ড চিন্তা করিলেন। পরে শয্যাশায়ী

হইয়া দশটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "কালস্য কুটিলা গতি" এই কথাটী বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রসরাজ কহিলেন, আর ভাবিলে কি হইবে? এ ব্যক্তি ত সাবিত্রী নয় যে তাহার ঘরে আগুণ দিবেন। ইহার কোটা বাড়ী, টিকার আগুণে ধরিবে না। বিশেষ, জ্ঞানেন্দ্র লোকটাও বহুদর্শী, ধনাঢ্য. এবং বড় চতুর।

অতিবুদ্ধি নেত্র উন্মীলন করিযা শয্যায় চপেটাঘাত পূর্ব্বক ওষ্ঠে দন্ত সংলগ্ন করিয়া চীৎকার স্বরে কহিলেন, আরে রেখে দেও তার চালাকী। সে হারাম জাদা পাঠানের ঔরসে জন্মিয়াছে। নহিলে রাঁড় বোনের বে দিতে পারে? জানা কথায় কথায় ভ্রূণ হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না, ক্রোধেও শরীর কম্পিত হয়। এ গুণ্ড মূর্খ ব্যক্তিরা বিবেচনা করে বিধবা বিবাহ অপেক্ষা ভ্রূণ হত্যা ভয়ানক কাজ। আরে মর ভেড়ের ভেড়েবা, কোথায় লুকাইয়া ছাপাইযা কে কি করিল, তাহাতে আর প্রকাশ্য রূপে বিধবা বিবাহে যদি সমান হয়, তাহা হইলে ত বিষ্ঠা চন্দনে সমান হইতে পারে। অধঃপাতে যা। বাবা, "বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য" একবার বাগে পেলে হয়। কি বলিব, কলিকালে সকল দেবতাই নিদ্রাগত আছেন, নহিলে বাছারা জানিতে পারিতেন। বিষ্ণু পুরাণে লিখিয়াছে, কলিতে ধরা যখন পাপের ভার ধারণে অসমর্থ হইবেন, তখন মহাদেব চক্ষু উন্মীলন করিবেন। হায়, হায়! সে দিন কবে হইবে?।

অতিবুদ্ধি এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সেই দিবসই তাঁহার বিধবা কন্যা আহ্লাদিনী নিস্তারিণীর নিকট গমন পূর্ব্বক শান্তময়ীর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা কহিলেন। নিস্তারিণী, কুমুদিনী, ও কাদম্বিনীকে এতদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানেন্দ্রের ভগ্নী শুভদা ও শান্তময়ী সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

নিস্তারিণী উপবেসন করিয়াই কহিলেন, আর ভাই, মুখে আদর করিলে কি হবে? কাজে ত নয়।

বলে— "মুখের হাসি ভাল না বাসি, কাজে যদি না ফলে।
বাসিযা ভাল রান্নাশেঁ চোখ, তাও দেখে মন গলে"॥

শান্তময়ী কহিলেন, কেন দিদি, তোমাদের সঙ্গে আগেও যেমন ভাল বাসা ছিল, এখন ও তেমনি আছে। কিসে আমাদের কপটতা বিবেচনা করিলে?

নিস্তারিণী। যাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার থাকিবেনা, তাদের আর ভাল বাসা কি? প্রতিবাসীর এক জনের সময় হ'লে পাঁচ জনে খায় পরে, আমোদ করে। তোরাত তা রাখলিনে।

শান্ত। আহার ব্যবহার থাকিবেনা কেন দিদি? তোমরা প্রতিবাসী, আত্মীয়, জন্মিয়া পর্য্যন্ত তোমাদিগের দেখিতেছি। তোমাদিগের সহিত আমোদ না করিলে কাহাকে লইয়া সুখী হইব।

নিস্তারিণী। যদি আমাদের সঙ্গে আমোদ কর্ত্তে মন থাকিত, তাহ্‌লে আর নিকে কর্ত্তিসনে। বলে—

"তাড়াইনেকো উঠোন চসি, আমি সুহৃদ ভারী।
আপন ভাবে ভাত দিয়েছি, মল মাটি তবকারী।"

তোদের যে তাই লো। এ দিকে বলচিস আমাদের সঙ্গে আমোদ কর্‌বি, ও দিকে হিঁদু ধর্ম্মের মাথা খেয়ে মুষলমানী হয়েচিস্। ছি ছি! ভদ্র লোকের মেয়ে রাঁড় হযে আবার বে করে, এত বেদে নেই কোরাণে নেই। বলে—

"নূতন নূতন চায় স্বজনি, কলিকালের মেয়ে।
কুলবতীর লাজের কথা, আর কিলো এর চেয়ে"॥

পুরুত ঠাকুরের মুখে শুনেছি, বামুণের রাঁড়ে আর যোগিণীতে সমান। এদের কি বারে বারে বে কর্ত্তে আছে। ঠানদিদি বলেছিলেন, এক রাঁড়ী একাদশীর দিন কু দৃষ্টিতে ভাতের পানে তাকিযে ছিল ব'লে তখনই চোখ দুটী খসে পড়লো! মাগো শুনে ভয় হয়!

শান্তময়ী কহিলেন, দিদি, তোমার মনের কথা যে কেবল তুমিই জান, তাহা নহে, আমরাও কতক কতক জানিতে পারি। আর আমাদিগের মনের কথাও তোমাদিগের জানা অসম্ভব নহে, অতএব আর কাজ নাই। তবে যদি সরল ভাবে ন্যায় অন্যায়ের বিষয় জানিতে চাহ, তাহা হইলে আর এক দিন আসিহ। আজ আমাদিগের সময নাই।

নিস্তারিণী। ভাল, রাঁড় হয়ে যেন বেই কল্লি, গাযে জামা পল্লি কি বোলে? আমাদের দেশের মেয়েরা কোন্ কালে কে জামা গায়ে দিয়েচে?

বলে— "চোড়্‌তে ঘোড়া ইচ্ছে মাগীব, বসে হেঁসেল কোণে।
হায় কি মজা রাধিকে রাজা, সাজ্‌তেলো সাধ মনে"॥

শান্তময়ী কহিলেন, নিস্তারিণী দিদি, তোমাব এ সকল কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলে ঢুলেনীর বেশ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু দাদাব নিষেধ আছে, তোমরা প্রহার কবিলেও আমরা কিছু বলিব না। অতএব এখন উঠিলে ভাল হয়।

শান্তময়ীর কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাব অবলোকন করিষা তাহাব নিন্দা করিতে কবিতে সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। গমন কালে কুমুদিনী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এবাব মবিয়া যেন জ্ঞানেন্দ্রের মত ভাই পাই। এমন ভাই না হইলে কি ভগ্নীর কষ্ট বুঝিতে পারে? আমার বাপ ভেয়ের মনে এক বিন্দু দয়া নাই। খাটিযা খাটিযা প্রাণটা বাহির হইলেও একবার জিজ্ঞাসা করেন না। কথায় কথায বলেন, "বিধবাদের আবার খাওয়া কি?" যদি খাওয়ার আবশ্যক নাই, তবে ক্ষুধা হয় কেন? উঃ আমি কখন সুখের মুখ দেখি নাই। বাল্যকালে বিধবা হইয়া যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তা বিধাতাই জানেন।

লোকে করে সুখ অন্বেষণ।
আমি ত জানিনে সে কেমন॥
সে সুখ স্বরূপ কার, রীতি নীতি কি প্রকাব,
কোথা বাস কি কবে সে জন॥
হেরিতে সে সুখের আকার।
সদা হয় বাসনা আমার॥
মুহূর্ত্ত কালের তরে, যদি সে এসে অন্তরে,
নেত্র ভরি হেরি একবার॥
কব কি কহিতে সারা হই।
সকলি পেয়েছি সুখ বই॥
কুক্ষণে জগতে আসি, বার মাসি রাশি রাশি,
দুঃখের পসরা শিবে বই॥

ন বছর বয়স যখন।
হইলাম হারা স্বামী ধন॥
বিধি লিখেছিল ভালে, বিবাহ শৈশব কালে,
বৈধব্য বাল্যেতে সংঘটন॥
যে দিন বৈধব্য দশা হয়।
কি বলিব বলিবার নয়॥
হয় নাই পূর্ণ জ্ঞান, তবু কেঁদে ছিল প্রাণ,
ফাটে নাই দেহ শীলা ময়॥
আত্ম প্রতি বাসিনী আমার।
আসিয়া দিলেন সমাচার॥
নিদারুণ তার কথা, উথলে মর্ম্মের ব্যথা,
মনে হ'লে সে কথার সার॥
কহিলেন " মরেছে অমুক।
ওলো তোর হেট হলো মুখ।
রাখ ধর্ম্ম বিধবার, খুলে ফেল অলঙ্কার,
ভাসাও সাগরে সব সুখ॥
শুনে বাক্য বজ্রের সমান।
মা আমার কাঁদিয়া অজ্ঞান॥
কি করি দেশের চেলে, দিলাম খুলিয়া ফেলে,
সাধের গহনা সাত খান॥
দেখে মার বুক ফেটে যায়।
কহিলেন কাঁদিয়া আমায়॥
ফাটে প্রাণ মরি মরি, তোর ভাবী কষ্ট স্মরি,
অঙ্গে শত বৃশ্চিকে দংশায়॥
ফেলেছ ফেলেছ আভরণ।
আহার বেছোনা বাছা ধন॥
যত দিন আমি রব, বিধবার ধর্ম্ম তব,
দেখিতে নারিব কদাচন॥

শুনিয়া মায়ের এই বাণী।
কত লোক করে কাণা কাণি॥
বলে "কি ঘটিল দায়, অমুক্‌ দুবেলা খায়,
প্রবৃত্তি কেমন নাহি জানি॥
দেখে শুনে হয়েছি অবাক।
রাঁড় হযে ষাঁড়ের খোরাক॥
শাসন না করে ঘরে, আমাদেব হলে পবে,
গুরু জনে কেটে দিত নাক"॥
আসি প্রতিবাসিনী সকল।
কহিত এরূপ অবিকল॥
তাহাদের কথা শুনে, জ্বলিতাম মনাগুণে,
পোড়া দেশ যাক রসাতল॥
হলো সেই অবধি আমার।
দিনে অর্দ্ধাশন একবার॥
তথাপি নিষ্ঠুব প্রাণ, দেহে কবে অবস্থান,
ভেবে ভেবে অস্থি চর্ম্ম সার॥
একাদশী যে দিন প্রথম।
মনে হয় সে দিন বিষম॥
ছাতি ফাটে পিপাসায়, বৈশাখের রৌদ্র তায,
বিধবায় ভুলে আছে যম॥
কাল একাদশীতে আমার।
হয়ে ছিল জ্বর একবার॥
নাহি দিল জল বিন্দু, উথলিল দুখ সিন্ধু,
দেখিলাম দিনে অন্ধকার॥
হায় কি নিয়ম গেছে এঁটে।
বলিতে যে যায় বুক ফেটে॥
সবে বলে সাবধান, রাঁড়ের অকেজো প্রাণ,
ঔষধি না পড়ে যেন পেটে॥

সামান্য ত শারীরিক ক্লেশ।
মনঃকষ্টে যাতনা অশেষ॥
ভাবিলে অন্তরে বাজে, বিবিধ মঙ্গল কাজে,
বিধি নাই করিতে প্রবেশ॥
একে ত রমণী পরাধীন।
তাহাতে হইলে স্বামি হীন॥
মরণ মঙ্গল তার, নাহি সীমা যাতনার,
যুগ সম হয় এক দিন॥
বিধবা ঘৃণিত ধরাতলে।
স্নেহ বাক্য কেহ নাহি বলে॥
পদে পদে অপমান, নিরন্তর ম্রিয়মান,
শাশুড়ী ননদী পদে দলে॥
বিধবার বিবাহ কারণ।
আছগো সাগর উচাটন॥
আমরা তা নাহি চাই, খেটে যাতে খেতে পাই,
তদুপায় করুন সৃজন॥
বৈশাখ মাসের একাদশী।
অতি ভয়ঙ্কর সে রাক্ষসী॥
তারে বধিবারোপায়, যদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়,
তবে বাঁচে অবলা নির্দ্দোষী॥
আমরা বিধবা দীনা ক্ষীণা।
পুনর্ব্বার বিবাহ চাহিনা॥
করি শাস্ত্র উদ্ঘাটন, দেখিবেন দিয়া মন,
পীড়ার ঔষধি পাব কিনা?॥
বিধবা ঘৃণিত সবাকার।
কোন্ শাস্ত্রে আছে এ প্রকার॥
তুষ্ট কর বুঝাইয়া, নহে দেহ উঠাইয়া,
কদাকার এই ব্যবহার॥

নিস্তারিণী আপনার সতীত্ব জানাইতে সঙ্গিনীদিগকে কহিলেন, শান্তময়ী কি বেহায়া মেয়ে। ছি! ছি। দেখে ঘৃণা হয়। ভাইও যেমন লজ্জা ভয় হীন, ভগ্নীও তেমনি বেশ্যার অধিক। রাঁড় হয়ে বিয়ে ক'রে একটু অপ্রতিভ ও হয় না। আমরা রাঁড়ের বিয়ের নাম শুনিলে লজ্জায় মরি।

বিধবার বিযে স্মরী, মরি লো লজ্জায় মরি,
গা কাঁপে তরাসে লো, গা কাঁপে তরাসে।
হেদে ছুড়ী কি বেহায়া, লাজ ভয় হীন কায়া,
কোন্ মুখে হাসে লো, কোন্ মুখে হাসে॥
উঠিয়াছে কি কুরব, লোক নিন্দা ভয় সব,
কেমনে ত্যজিল লো, কেমনে ত্যজিল।
বিধবার বেশ ছাড়ি, বের কন্যা শান্তী রাঁড়ী,
কেমনে সাজিল লো, কেমনে সাজিল॥
অনায়াসে ছাড়ি ঠেটি, পরিয়াছে সাড়ী ঠেটী,
দেখে মবি লাজে লো, দেখে মরি লাজে।
রাঁড় হয়ে একবার, যে ফেলেছে অলঙ্কাব,
পুন কি তা সাজেলো, পুন কি তা সাজে॥
পুরুষেই বারে বারে, বিবাহ করিতে পারে,
নাহি লজ্জা ভয় লো, নাহি লজ্জা ভয়।
তাইতে সকলে কয়, পুরুষ পবস হয,
মেয়েত তা নয় লো, মেযেত তা নয়॥
শুনিতে না কটু ভারী, দ্বিতীয় পক্ষেব নারী,
প্রায সব ঘরে লো, প্রায সব ঘরে।
আর দেখ ভয়ঙ্কর, দ্বিতীয় পক্ষেব বব,
শুনে ঘৃণা করে লো, শুনে ঘৃণা কবে॥

নিস্তারিণী শান্তময়ীর নিন্দা করিযা মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার বয়েস আট গণ্ডা ছাড়িয়েচে, এ বয়েসে আর বে হবার আশা নাই। হায়! আমি বের দিন রাঁড় হয়ে কত কষ্টই পেয়েচি। আমার পেটে তিনটী ছেলে হয়েছিল; তারা সোয়ামীব জন্মিত হইলে আজ আমার ভাবনা কি? এত

দিন উপযুক্ত হযে আমাব দুঃখ নিবারণ করিত। উঃ প্রথমকাব ছেলেটাকে নষ্ট করিতে আমার এক পণ টাকা খরচ হযে গিযাছে। আব ঔষধ খেযে খেযে ভেবে ভেবে দড়ি হয়ে ছিলাম। যাক্, সে কথা আর মনে ক'রে কি হবে? যখন আমবা সোমত্ত ছিলাম, তখন যদি রাঁড়েব বেব কথা উঠিত, তা হলে কতক আশা থাকিত। আমাদেবও চুল পাকিল, দেশেও রাঁড়েব দুঃখ ঘুচিবাব সুরু হলো। এখন যে রাঁড়ী বে করিবে, তাব নিন্দা ক'রে বেড়াব। কিন্তু আবাব ভাবিতেছি, নিন্দা করিলে যদি এটা উঠে যায, তা হ'লে ত আব আমার বে হবেনা। আমার কি বে হবে? তা বলাও যায না, কেননা আমার যেমন জেয়াদা বয়েস হযেচে, তেমনি অধিক বযেসেব পুরুষও ত আছে। তবে কি না আমাব বাপ ভাই আমাব বেব কথা তুলিবে না। একটু কম বয়েস হ'লে কলে কৌশলে মাকে বলিতাম, একাদশীব দিন কাঁদিতাম, তা হলেই মা বাবাকে বলিতেন, কিন্তু এ বযেসে প্রাণ বেবিয়ে গেলেও আর বলা হয না। তবে যদি শান্তমযীর ভেয়ের মত আমাব বাপ ভেযের মন হইত, তা হ'লে কি হইত বলা যায় না। শুনেচি শান্তমযী রাঁড হ'লে তার ভাই জ্ঞানেন্দ্র, একাদশী করিতে বারণ করিয়া দিযাছিল, মাচ ভাতও খাইতে দিত, কেবল বাহিরে যাইতে নিষেধ করিত। তাতে ক্ষতি কি? আমার বাপ ভাই যদি আমাব বে দিত, তাহা হইলে আমিও ঘরেব বাহির হইতাম না, স্বামী পুত্র লইয়া ঘবে বসিয়া সুখভোগ করিতাম। আপনাব স্বামীতে আর পব পুরুষে অনেক তফাত। কৈ? সেই সকল পর পুরুষ এখন কোথায গেল? পথে ঘাটে দেখা হ'লে একবাব ফিরেও চায় না। বলে—

"পরকে ভেবে পরস পাতব, প্রাণটী দিলাম সুঁপে।
দু দিন পরে পর গেল সই, কর্পূর হযে উপে॥
পরের প্রেমে সুখোদয়, নাহিক কোন রূপে।
দুপর বেলায় পর যে পলায়, ফেলে অন্ধকূপে"॥

শান্তময়ীর বেস হয়েচে। অমন গুণবান ভাই বোলেই ত ভগ্নীর ক্লেশ বুঝিল। গাঁয়ে এমন কটা লোক আছে? পোড়ার মুখো বুড়রা কেবল আপনার সুখটীই বুঝেন। এক এক জন বুড় গঙ্গা যাওার দুই এক দিন আগে

বে ক'রে যান। আর রাঁড়ের বের কথা উঠিলেই " সতীত্ব গেল, সতীত্ব গেল " করিয়া হাটের লোক জড় কবেন।

পাপিষ্ঠ পাষাণ বুক, ডেকরা পোড়ার মুখ,
না বুঝে পরেব দুখ হায়।
বাসরে মবেছে স্বামী, কড়ে রাঁড় হয়ে আমি,
যে জ্বালা পেতেছি কব কায়॥
সেই হ'তে শূন্য হাত, এক সন্ধ্যা খাই ভাত,
তিনটে উপস প্রতি মাসে।
খেন্তে নাই জল বিন্দু, সদাই দুঃখের সিন্ধু,
উথলিয়া উঠে গৃহ বাসে॥
ভেয়ের তাড়না তায়, কেমনে ছাড়ান যায়,
এ বিষম যন্ত্রণাব হাত।
এবে হয় অনুতাপ, লোভেতে করেছি পাপ,
লুকায়ে খেযেছি মাচ ভাত॥
পিপাসায় প্রাণ ফাটে, কি করি গিয়াছি ঘাটে,
ডুবে পান কবিয়াছি জল।
শেষে হলো ভারী ভয়, পাছে ধর্ম্মে হানি হয়,
বিধবার পক্ষে ধর্ম্ম খল॥
ক্রমেতে যৌবন কাল, সে যেন করাল কাল,
দখল করিল বিধবায়।
কালের ত আছে গুণ, একেবারে করে খুন;
বহু কাল একাল জ্বলায়॥
যৌবনের হয়ে বশ, হেরি শূন্য দিক দশ,
সে যাতনা কি জানিবে অন্যে।
ছিল লজ্জা অতিশয, ততোধিক ছিল ভয়,
হলো ক্ষয় যৌবনের জন্যে॥
মরি মরি কি দুর্ঘট, পুরুষ লম্পট শট,
উৎকট যাতনা দিয়া ছিল।

হয়ে আত্ম প্রতিবাসী, অবলার কুল নাশী,
অনায়াসে ফেলে পলাইল ॥
সে যাতনা ভুলিবারে, মত্ত মন বারে বারে,
হইযাছে সেই পথ গামী।
এ পোড়া দেশের চেলে, তিনটী পেটের ছেলে,
স্বহস্তে মেরেছি ফেলে আমি ॥
তাতে বড় দোষ নাই, প্রায় প্রতি ঘরে তাই,
বের কথা শুনিলেই রাগ।
সদাই শাসন হয, ছি ছি ইহা ভাল নয,
মোর বাবা বিধবার বাঘ ॥
অনায়াসে শান্তময়ী, হইল যৌবন জয়ী,
নিন্দায় কি ক্ষতি হবে তার।
ক্রমেতে চলিত হবে, শেষে না দুর্নাম রবে,
আমাদের কলঙ্কই সার ॥

অতিবুদ্ধির বিধবা কন্যা আহ্লাদিনী মনে মনে কহিল, নিস্তারিণী দিদির বয়েস বেশী হয়েছে, ওঁর আর বে হবার আশা নেই, তবু রাঁড়ের বের কথা শুনে পর্য্যন্ত অস্থির হযে বেড়াচ্ছেন। শান্তময়ীর বে হয়েচে দেখে দিদির বড় হিংসা হযেচে, তাই তার নিন্দে কচ্চেন। আমার এখনও বে হবার আশা আছে, তবু শান্তময়ীর নিন্দা না করিলে বাবা মারিয়া ফেলিবেন। উঃ রাঁড়ের বে চলিত না থাকায় আমার যে কি বিপদ উপস্থিত, তা বাবা জানেন না, বোধ হয় মা একটু একটু টের পেযেচেন, তা কি করিব? একি লুকাইয়া রাখা যায়? পুঁটী দুলেনীর ঔষধ খাইলাম, তাতে কিছু হইল না, বাগদিনী দিদির ঔষধ খাইয়া খাইয়া নেকার করিযা করিয়া প্রাণ গিয়াছে, তবুত কিছু হইল না, দিন দিন পেট্ ডাগর হইতে লাগিল। শুনিযাছি ও পাড়ার মালতী দিদির এমনি হইয়াছিল, অনেক ঔষধ খাইয়া কিছুতেই পড়িল না, দেখিয়া এখন তার মা বাহির হইতে দেয না, সমযে ছেলে হইলে একটা না একটা উপায় করিবে। ও বেলা তাহার কাছে গিয়া সে কি কি করিয়াছিল জানিয়া আসিব। আমার যদি তাহার মত হয়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ। মালতীর

মা বৈ আব কেহ নাই, মা কি মেযেব ক্লেশ দেখিতে পাবে? যেমন করিষা হউক তাহারে বাঁচাইবে। আমার যে বাবা আছে। ওবে বাবা! সহজেই বাবার তাড়নায় ভয়ে প্রাণ যায়, তাতে আবার আমার এ দশা শুনিলে কি আব রক্ষা থাকিবে? তাতে আবার আমাব বাবা গাঁযের কর্ত্তা; এই বাবেই আমি গেলাম, আমার কপালে যে কি আছে তা বলিতে পাবি না।

এইরূপে আহ্লাদিনী ব্যাকুল চিত্তে গৃহে আসিয়া গোপনে আবও দুইবাব ঔষধি সেবন কবিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুর্ভাবনায় শরীব শীর্ণ হইতে লাগিল। আহাব নিদ্রা প্রায় রহিত হইল। এক দিবস নিশীথ সমযে একাকিনী গৃহাভ্যন্তরে বসিযা চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি কবিব কিছুই স্থিব করিতে পারিতেছি না, আমাব পাপের ফল বুঝি হাতে হাতে ফলে। অনেকেই এ কাজ করিযা পার পাইয়াছে, আমার পোড়া কপালেই এমন হয় কেন? উদবের দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া কহিলেন, বে হতভাগা সন্তান! তুমি কি আব স্থান পাওনি? এ হতভাগিনীর পেটে কেন এসেচো? তোমাকে পাইবাব জন্য কত লোক যাগ, যজ্ঞ, দান, ব্রত প্রভৃতি কাজে অসংখ্য অর্থ ব্যয় কবিতেছে, আমি তোমাকে হত্যা করিতে পারিতেছি না বলিযা খেদ করিতেছি।

না পারি সুখেব স্থান, করিতে নির্ণয়।
ঘাতকীর পেটে কেন, হলিরে উদয়॥
নিশ্চয় মারিব তোবে, কবিয়াছি পণ।
মা মরিলে তাবে আর, রাখে কোন্ জন॥
যদি না মরিস তবে, মরিযা মাবিব।
বেঁচে থাকি তোর মুখ, দেখিতে নারিব॥
শুনেছি পেটেব ছেলে, হ'তে আত্ম নাই।
আমি তার চিহ্ন কিছু, দেখিতে না পাই॥
বরঞ্চ এমন শত্রু, নাপাই খুঁজিয়ে।
তোর লাগি এ অভাগী, নাহি রবে জীয়ে॥
তোর লাগি বাবা মোরে, ত্যজিবে নিশ্চয়।
তোর লাগি মা আমার, পাবে লজ্জা ভয়॥

তোর লাগি প্রতিবাসী, সকলে হাসিবে।
তোর লাগি কুল মান, অকুলে ভাসিবে॥
তোর লাগি ভাবনায়, নিদ্রা নাহি হয়।
তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, হলাম নিশ্চয়॥

আহ্লাদিনীর খেদ শুনিতে অপারক হইয়াই যেন নিশানাথ লুক্কায়িত হইলেন। প্রভাত হইলে অতিবুদ্ধির গৃহিণী কণ্যার অবস্থা অবলোকন করিয়া গর্ভ্ভের লক্ষণ অনুভব করতঃ পর দিবস নিস্তারিণীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে গোপনে কহিলেন, বাছা! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলিস। তোরে পেটের মেযের মত দেখি বলিয়াই বলিতে আসিলাম। তোরে দিন রাত্রি আহ্লাদিনীর সহিত থাকিতে দেখিতে পাই, তোরে ছাপাইয়া কোন কাজ করা তাহার পক্ষে সহজ নয়। পোড়ার মুখীর রকম সকম বড় ভাল বোধ হইতেছে না। তোর দুটী হাতে ধরিয়া বলিতেছি, সত্য বল তুই কিছু জানিস কি না?

নিস্তারিণী কহিল খুড়ী! তুমি কি আজ জানিতে পারিলে? আমি বলি বা অনেক দিন জানিয়াছ। তোমার পাযে হাত দিয়া বলিতে পারি, আমি তাহাকে বার বার বারণ করিয়া ছিলাম, তাকি গ্রাহ্য করে? তারই বা দোষ দিব কি? বযেস দোষে সকলেরই এই দশা হয়।

গৃহিণী। বাছা! তোর ত এ সকল বিষয় জানিতে কিছু বাঁকী নাই, তবে এত দিন রহিল কেন?

নিস্তারিণী। কে জানে বাছা, তোমার মেযের কপালে দঃখ আছে বলিয়াই হউক, কি, কি জন্যে বলিতে পারিনে, কিছুতেই কিছু হয নি। তিন চারি জনের ডাক হাইটে ঔষধ খেযেচে, তবু কিছু হইল না দেখিয়া আমারও বড ভয় হইয়াছে। কাল মালতীর কাছে গিযাছিল সে বলিযাছে তাহার মত হইবে কিছুতেই পড়িবে না। মালতীর এই ন মাস।

অতিবুদ্ধির গৃহিণী নিস্তারিণীর মুখে মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে আসিয়া কন্যাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, এবং রজনী কালে অতিবুদ্ধিকে কহিলেন, তুমি দলের কর্ত্তা হইয়া দিন রাত্রি কেবল দলাদলি লইয়াই ব্যস্ত থাক, বাটীতে হাজিয়া যাউক আর মজিয়া যাউক তার পানে তাকাও না। আজ কিনা অমুক পচন্দ করিয়া বে করিতে চায়, ওর জাতি

মারিব, আজ কিনা অমুক রাঁড়েব বে দিলে ওব সর্ব্বনাশ করিব। এখন তোমাব বাটীতে যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাকি জানিতে পারিয়াছ ?

অতিবুদ্ধি কহিলেন গৃহিণী ! বড গাছেই বড ঝড় লাগে। আমি যদি ক্ষুদ্র লোক হইতাম, তাহা হইলে এত ঝঞ্ঝাটে পড়িতাম না, যাহা হউক, কি হইযাছে বল।

গৃহিণী। বলিব আব কি ? আমার মরণ ঘুনিযেচে, আহ্লাদিণীর কপাল পুড়িয়াছে। আগুণের খাববা রাঁড় মেয়ে ঘবে রযেচে তাকি জান না ?

অতি। গৃহিণী, তুমি ইহার জন্য এত চঞ্চল হইযাছ কেন ? ইহাত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সর্ব্বত্রেই আছে। বিশেষ ভদ্রলোকেব ঘরে। নীচ লোকে বিধবা কণ্যার বিবাহ দিযা নিশ্চিন্ত হয, আমাদেব ত তাহা হইবার যো নাই, কাজে কাজেই একটু সহ্য কবিয়া থাকিতে হইবে।

তুমি এখনও ভাল বুঝিতে পাবনি বোধ হচ্ছে। যে ভযে লোকে পাপ কর্ম্ম করিতে এগোয না, কালা মুখীর তাই হযেছে।

অতি। তাহাতেই বা বিশেষ ভয় কি, তাহাও ত সকল ঘবে হইয়া থাকে। এই সামান্য কথা এত দূব আসিবাব প্রয়োজন কি ? তুমি যে "মশা মার্ত্তে কামান পাত্‌চো" যে বিয়েব যে মন্ত্র তাহাত ধবাই আছে।

গৃহিণী। তার কসুব হয়নি। নিস্তারিণীর মুখে শুনিলাম, চাবিবার ঔষধ খেয়েছিল, তাহাতেও কিছু হয়নি, বাছা আমার ভেবে ভেবে কালী হযে গিয়েচে, পাছে মালতীর মত হয়।

এতক্ষণেব পব অতিবুদ্ধি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমার বোধ হয় ভাল লোকের ঔষধি সেবন করা হয় নাই। ইহাত এমন কঠীন পীড়া নহে যে আরোগ্য হইবেনা। পাঁচটা দেখিতে দেখিতে অবশ্য সুবিধা হইবে। আমার বোধ হয় রত্নী বৈষ্ণবীর ঔষধি খাওয়া হয় নাই, সে এক জন এ বিষয়ের ধন্বন্তরী। এমন কি, তাহার ঔষধে দুই হাজার রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

গৃহিণী কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে কহিলেন, রত্নী যে এ রোগের ভাল ঔষধি জানে, তা তুমি কেমন কবিযা জানিলে ? ভাল মানুষেবা ত এ সকল খোঁজ রাখেনা। তোমার বয়েস চৌদ্দ গণ্ডা ছাড়িযেছে, কিন্তু আজও রোগ ছাড়েনি।

অতিবুদ্ধি মনে মনে কহিলেন, উচাটনের সময় বিবেচনা করিতে না পারিয়া কথাটা বলিয়া ভাল হয় নাই, অপরকে দিয়া বলাইলেই ভাল হইত। প্রকাশে কহিলেন, তুমি অকারণ রাগ কর কেন? রত্নী বৈষ্ণবীর কাছে যে অনেক অনেক রোগের ঔষধি আছে, তাহাত পাঁচ বৎসরের বালকটী পর্য্যন্ত জানে। কাল চাকরাণীকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিও, সে যেন আমার নাম করিয়া বলে, যদি পীড়া আরোগ্য করিতে পারে, বিশেষ খুসী করিব।

রতনমণি বৈষ্ণবী দুর্লভপুরের পূর্ব্ব পাড়ায় বাস করিত। রতনের দক্ষিণ দ্বারি এক খানি মেটে ঘর ও তৎপার্শ্বে রন্ধন শালা। ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে তিন হস্ত উচ্চ মৃত্তিকা নির্ম্মিত তুলসী মঞ্চ, এবং চতুর্দ্দিকে চিতের বেড়া। গৃহ পরিষ্কারার্থে রতনমণির হস্তে নিয়তই সম্মার্জনী থাকিত। সুতরাং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও রতনের গৃহ মলিন হইত না। গৃহদ্বারের দক্ষিণাংশে দেওয়ালের গাত্রে আট দশটী হুঁকা নিয়তই ঝুলিত। তন্নিম্নে চকমকি, তামাকু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত থাকিত। একখানি কাষ্ঠ খণ্ড, ছুরিকা প্রভৃতি তুরিতানন্দের সরঞ্জামও রতনের গৃহে নিয়ত দৃষ্ট হইত। বহিঃপ্রকোষ্ঠে আট দশ খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন, তিনচারি খানি চটাসন শ্রেণীবদ্ধরূপে সু-সজ্জীকৃত থাকিত।

রতন একাকিনী থাকিতেন বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তও তার গৃহে লোক শূন্য থাকিত না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, রতনের বাটীতে সকলেরই গমনাগমন হইত।

রতন অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহযোগে তুলসী দেবীকে প্রণাম করিতেছেন, এমত সময়ে অতিবুদ্ধির চাকরাণী আসিয়া আহ্লাদিনীর বিষয় জ্ঞাত করিল।

রতন গম্ভীর ভাবে কহিলেন, আমি সে ছুঁড়ীকে আগড় ভাগড় পাঁচ রকম ঔষধি খাইতে বারণ করিয়াছিলাম। সে পাঁচ সীকার জন্যে আমার ঔষধি খাইতে পারেনি। আমার ত যেমন তেমন ঔষধ নয় যে দুই চারি আনায় দিব, আগে পাঁচ সীকা দিতে হইবে, তার পর খুসী হইয়া যিনি যাহা দেন।

চাকরাণী কহিল, কর্ত্তা তোমায় খুসী করিবেন, আর দেরি করিও না, শীঘ্র এস।

রতন অতিবুদ্ধির ভবনে গমন করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিল।

আমি নারী সুরসিকে, তাই গাঁযে আছি টিঁকে,
নতুবা হইত দায় ঘোর।
বয়েস বচোর ত্রিশ, লোকে ভাবে হদ্দ বিশ,
খাট খোট গড়নটী মোর॥
জন্মেছি হাড়ীর পেটে, সে কাল গিয়াছে কেটে,
বৈষ্ণবী হয়েছি বহু দিন।
গোঁসাইকে পাঁচ সীকে, দিয়ে করিলাম নিকে,
বযেস যখন গণ্ডা তিন॥
কেন রব এক ঘরে, বচোর খানিক পরে,
ছাড়িলাম প্রথম বৈষ্ণব।
পরে যারে ধরিলাম, তারো দফা সারিলাম,
করিলাম হস্তগত সব॥
আর কিছু নাই দেখে, উঠিতাম ঝোঁকে ঝোঁকে,
মুখ নাড়া কত দিন সবে।
এইরূপে ক্রমে আমি, বদল করেছি স্বামী,
আন্দাজী আঠার জন হবে॥
এ ভিন্ন আবার কত, ভদ্র লোক পদানত,
ছিল মোর চটক দেখিযা।
কত দেশ দেখিয়াছি, কত বিদ্যা শিখিযাছি,
তাই লোকে নে যায় ডাকিয়া॥
জানি বিদ্যা গোটা দশ, পুরুষ করিতে বশ,
ভারী মন্ত্র আছে মোর স্থানে।
সোযামী গোলাম হয়, লাথি ঝাটা কিল সয়,
না তাকায় সতিনের পানে॥
আছে বিদ্যা পেট যোড়া, খাওয়াইলে পেট পোড়া,
তখনি রমণী হয় বাঁজা।

যদি তা বিফল হয়, ফেলিতে কঠিন নয়,
খাওয়াইলে সিকড় দু পাঁজা॥
যে পুরুষ দেয় কষ্ট, করি তার তেজ নষ্ট,
গোলাম হইলে দেই ছেড়ে।
কুলেতে থাকিলে পরে, কি সুখ হইত পরে,
এ পথে আসিয়া আছি বেড়ে॥

রতন মণি এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অতিবুদ্ধির বাটীতে গমন করিয়া অগ্রিম পাঁচ সীকা লইয়া ঔষধি দিয়া প্রস্থান করিলেন। সে ঔষধি সেবন করিয়াও কিছু হইল না, প্রত্যুত দুই তিন দিবস অবিশ্রান্ত ভেদ হওয়াতে অহ্লাদিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

আহ্লাদিনীর অবস্থা দেখিয়া "অতিবুদ্ধি" এক দিবস গৃহিণীকে কহিলেন, আহ্লাদিনী বাড়ী হইতে আমার ঘোর বিপদ হইল। বষ্ঠী বৈষ্ণবীর ঔষধে যখন উপকার হইল না, তখন আর উপায় নাই। তবে একবার ডাক্তারি ঔষধি খাওয়াইলেই হদ্দ মুদ্দ হইয়া যায়। তাহার পর তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। শ্রীকান্ত পুরের বেচারাম ডাক্তার এ বিষয়ে ভারী উপযুক্ত। প্রায় দুই বৎসর কম্পাউণ্ডারি করিয়া পাকা ডাক্তার হইয়াছেন। বিশেষ, এই সকল রোগ আরোগ্য করিয়া তিনি বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন, এ বিষয়ে তাঁহার খুব হাত যশ, বেশ্যা মহলে এমন লোক নাই যে তাঁহারে না চিনে।

গৃহিণী। তুমি গাঁয়ের কর্ত্তা হইয়া ইহার জন্য ডাক্তার আনিবে কেমন করিয়া। তিনি যদি আবার পাঁচ জায়গায় গল্প করেন, তা হ'লে যে ঢাক বাজিয়া যাইবে।

অতি। আমি ত আর বিধবা কন্যার বিবাহ দিতেছি না যে ঢাক বাজিলে আমার ঘাড় হেঁট হইবে। এরূপ সকল ঘরেই হইয়া থাকে। বিশেষ, যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষ, তাহাদিগের পক্ষে এ কৃষ্ণ পক্ষ নয়।

এই কথা বলিয়া অতিবুদ্ধি তদ্দণ্ডেই বেচারাম ডাক্তারকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হওয়াতে একেবারে চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলেন। শরীরে যেন সহস্র সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। নির্জ্জনে গৃহিণীকে কহিলেন, এক্ষণে উপায়! চিকিৎসার ত

শেষ হইল। বোধ হয় আহ্লাদীকে কাল রোগে ধরিয়াছে। অথবা ভগবান তাহার কষ্ট নিবারণ করিতেই একাণ্ড ঘটাইয়াছেন। বিধবা জীবিত থাকার অপেক্ষা মৃত্যু যে কত ভাল তা আর কি বলিব ? বিশেষ, এরূপ অবস্থায় মৃত্যু সহস্র বার প্রার্থনীয়।

গৃহিণী। ষাট ষাট, ষেটের বাছা, তুমি ও কথা বলো না। আমর মেয়েকে আমি বাহির হইতে দিব না।

অতিবুদ্ধি কহিলেন, গৃহিণী। আমার যে কি বিপদ উপস্থিত, তা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। শুনিলাম আমার শত্রু পক্ষীয়েরা অনেকে এ বিষয় অল্প অল্প জানিতে পারিয়াছে, নিশ্চয় জানিতে পারিলেই পুলিষে সংবাদ দিবে। যদি পুলিষের লোক আসিয়া এ বিষয় তদন্ত করে, তাহা হইলে কি হইবে বল দেখি ? আমি জগত মান্য, হিন্দুকুল শিরোমণি। এ প্রদেশের হিন্দু বর্গেই আমার নিকট মন্ত্রণা লইতে আসিয়া থাকে। আমি আছি বলিয়াই আজও দেশে হিন্দুয়ানী আছে। আমার শাসনে, ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে বিধবার বিবাহ দিতে পারে না। আমি যে কত লোকের জাতি নাশ করিয়া তাহা-দিগের সমাজচ্যুত করিয়াছি, তাহার পরিসীমা নাই। আমার কন্যা যদি এ অবস্থায় জীবিত থাকে, তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ হইবে। আমাকে কি কেহ আর হিন্দুকুল শিরোমণি গ্রামাধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়া সম্মান করিবে ? তাহাতেই বলিতেছি, আহ্লাদীকে এমন একটু ঔষধি সেবন করান হউক, হয় এদিক নয় ও দিক। যাহা হয় একটা শেষ হইলে রাতারাতি গোলযোগ মিটাইয়া অনায়াসে সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিব।

গৃহিণী সশঙ্কচিত্তে কহিলেন, তোমার কথার ভাব আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যে কত ভাবেই কথা কও, শুনে ভয় হয়। ভাল ঔষধ থাকে দেও, "হয় এদিক নয় ও দিক" কেন বলিতেছ, বুঝিতে না পারিয়া আমার শরীর কাঁপিতেছে। এক্ষণে আমি মরিলেই তোমার বালাই যায়। তোমার ত মেয়ের অভাব নাই, আজ আমি মরিব, কাল আর এক জন আসিয়া গৃহিণী হইবে। আমার বাপ আজও দশ টাকা দিয়া তত্ত্ব করিতেছে বলিয়া আমায় রাখিয়াছ, নহিলে এত দিন দূর করিয়া দিতে, তোমার আর দয়া মায়া কি ? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল" তাহা হইয়াছে, তাতে আর দুঃখ করিনে,

এখন আমার মেয়েটী যাহাতে কষ্ট না পায় তাহা কর। আহ্লাদিনী তোমার মেয়ে বলিয়াই চির দুঃখিনী হইয়াছে। তুমি যখন আশী বৎসরের বুড়ার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া কুলে কীর্ত্তি রাখিয়া ছিলে, তখনি ত জানা গিয়াছিল মেয়ের এ দশা ঘটিবে। এখন তাহারে তিরস্কার করিলে কি হইবে? তার অপরাধ কি? বাছা আমার জ্ঞান হইয়া কখন স্বামীর মুখ দেখিতে পায়নি। ন বৎসর বয়সে রাঁড় হইয়া যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? মেয়ে বড় শান্ত বলিয়াই আজও ঘরে আছে, তেমন চঞ্চলা মেয়ে হইলে দেশত্যাগী হইত। এখন চির দুঃখিনী মেয়েকে বাঁচাও, নহিলে আমি এখনি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

অতিবুদ্ধি মনে মনে কহিলেন, গৃহিণীকে স্পষ্টরূপে বলা হইবে না। কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই যখন অস্থির হইলেন, তখন স্পষ্টরূপে বলিলে প্রতিবন্ধক ঘটিবে। কিন্তু আহ্লাদী রাঁড়ী না মরিলে আর উপায় নাই। আমি হিন্দু কুলতিলক হইয়া কিরূপে পূর্ণগর্ব্ভা বিধবাকে ঘরে রাখিব? দীর্ঘ কালের মধ্যে অবশ্যই লোকে জানিতে পারিবে। প্রকাশে কহিলেন, তুমি স্ত্রীলোক, কিছুই বুঝিতে পার না, অল্পেতেই চঞ্চল হও। যাও এখন গৃহ কার্য্য কর গে, যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করা যাইবে। এই কথা বলিয়া অতিবুদ্ধি আহ্লাদিনীর জীবনান্তক ঔষধি আনয়ন করিতে স্থির সংকল্প হইয়া প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আহ্লাদিনী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের বাতায়ন পথে কর্ণার্পণ করিয়া পিতা-মাতার কথোপকথন শ্রবণ করনানন্তর পিতার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, হায়! বাবা আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবেন। মা নিতান্ত সরলা, বাবার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারেন নি, আমি বেশ বুঝিয়াছি। উঃ এইবার গেলাম, আর বাঁচিলাম না, বাঁচিলাম না। বাবাগো! এ পাপিনীকে এমনি করিয়াই মারিতে হয়। ওরে আমি এখনি মরিব, এখনি মরিব। বাবা বুঝি বিষ আনিতে গেলেন।

উহু মরি একি তাপ, বুক ফেটে যায় রে।
কে আছে মনের কথা, কব আর কায় রে॥
বাপ হয়ে প্রাণে মারে, হায় হায় হায় রে।
হেন সর্ব্বনাশী কেন, জন্মেছে ধরায় রে॥

জানে না অভাগী কোথা, গেলে প্রাণ পায় রে।
পলালেও না ছাড়িবে, ধরিবে আমায় রে॥
তাপিনী এ পাপিনীকে, কেবা বাঁচাইবে রে?
ওরে বাবা মোরে বাবা, বিষ খাওয়াইবে রে॥
কেন বা জনম হ'লো, এই পোড়া ঘরে রে।
নিদারুণ বাণি শুনি, প্রাণ যে কি করে রে॥
এমন কঠিন কথা, নাহি বলে পরে রে।
লাজ ভয় অভিমানে, হৃদয় বিদরে রে॥
আমার সমান পাপী, প্রতি ঘরে ঘরে রে।
এর লাগি কেবা কোথা, বিষ খেয়ে মরে রে॥
মা বাপে মারিলে তারে, কে আর রাখিবে রে।
ওরে বাবা মোরে বাবা, ! বিষ খাওয়াইবে রে॥
নারি মুখ দেখাইতে, বড় লজ্জা মনে রে।
ধরিয়া বাবার পায়, কাঁদিব কেমনে রে॥
কাঁদিলেও বাবা মোরে, ঠেলিবে চরণে রে।
মহাপাপী বাড়ী ভুঁড়ী, থাকে অযতনে রে॥
তাতে আমি কলঙ্কিনী, হাসে লোকে শুনে রে।
এখন প্রাণের আশা, করি কোন্ গুণে রে॥
আমা হতে দুটা কথা, কে আর কহিবে রে।
ওরে বাবা মোরে বাবা, বিষ খাওয়াইবে রে॥

আহ্লাদিনী এইরূপ বিলাপ করনানন্তর কপোল দেশে করার্পণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাকে খুলিয়া বলিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারি, কিন্তু তাহারই বা ঠিক কি? কেননা বাবা মারিলে কি মা রাখিতে পারিবেন? দূর হোক গে! আমি বাঁচিয়াই বা কি সুখ ভোগ করিব? তবে দুঃখের বিষয় এই যে বাবা আমায় বিষ খাওয়াইয়া মারিবেন। আমার মত হতভাগিনী জগতে কেহ হয়ও নি, হইবেও না। এখন শীঘ্র শীঘ্র মরিলেই ভাল হয়। হে ভগবান? আমি মরি তাতে দুঃখ নাই, একটী নিবেদন আছে।

একটী প্রার্থনা মম, শুন দয়াময়।
ব্রাহ্মনের ঘরে যেন, জন্ম নাহি হয়॥
যদি হয় বিধবা না, হই আর যেন।
যদি হই যেন নাহি, বাপ পাই হেন॥

আহ্লাদিনী এই কথা বলিযা দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কহিলেন, বাবার নিন্দা করিযা ভাল কবিলাম না। আমি আপন দোষে মরিব, তাঁহার দোষ কি? আমি যদি কলঙ্কিনী না হইতাম, তাহা হইলে বাবা একেবাবে খুন করিতেন না। জ্ঞানেন্দ্র বাবুব মত সকলে রাঁডেব বে দিবে কেন? আমাব বাবা যে দেশ মান্য, আমায না মাবিলে তিনি যে লোকেব কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। যখন পোড়া পেট কিছুতেই পড়িল না, তখন আজ হোক কাল হোক মবিতেই হইত। হায়? আমি যদি বাবার মন্ত্রণা না শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে মবণের এক দণ্ড আগেও জানিতে পারিতাম না যে আমি মবিব। বাবা কখন বিষ আনিবেন? আমি যে বড় জ্বালা পাইতেছি। এখন যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। ঐ বুঝি বাবা আসিতেছেন।

আহ্লাদিনী যে গৃহে বিলাপ কবিতেছিলেন, অতিবুদ্ধি দ্রুতপদ সঞ্চারে তৎপার্শ্বের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গোপন স্থানে ঔষধি রাখিয়া বিবেচনা করিলেন, গৃহিনীব অসাক্ষাতে ও কন্যার অজ্ঞাতসারে সুযোগ মতে কন্যার খাদ্য দ্রব্যে ঔষধি মিশ্রিত করিযা দিবেন।

আহ্লাদিনী আনুপূর্ব্বিক দেখিতে ছিলেন। অতিবুদ্ধি গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইযা অবিলম্বে প্রাণনাশক ঔষধি সেবন কবিয়া বন্ধনশালায় গমন পূর্ব্বক বাহু যুগল দ্বাবা জননীর পদ যুগল ধারণ করিযা কহিলেন, মা! আমি ভাল ঔষধি খাইয়াছি। এখনি সকল যন্ত্রণা দূর হইবে। আমাব কষ্ট দেখিযা তোমাব আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

অতিবুদ্ধিব গৃহিণী অন্য প্রকাব বুঝিযা কহিলেন, কি করিব বাছা, বিধাতা কষ্ট দিলে কে রাখিতে পারে? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন ঘরের মধ্যে শুইয়া থাক গে। ভাবিয়া ভাবিয়া কি শরীর মাটি করিবে? আর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কাজ নাই। কেহ আসিলে ব্যামোর

ওজর করিয়া সাক্ষাৎ করিও না। তার পর কপালে যা আছে তাই হইবে।

আহ্লাদিনী। মা! তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না? যে মেয়ে আজ দুমাস তোমার সঙ্গে কথা কয়নি, সে আজ কেন এমন কথা বলে, তাহাও কি ভাবিতেছ না? বাবা আমায় বাঁচাইতে ভাল ঔষধি আনিয়া ছিলেন, আমি তাহা না খাইয়া বিষ খাইয়াছি; আমায় বিদায় দেও, আর এ জন্মের মত একবার কোলে কর।

গৃহিণী চমকিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, ও আহ্লাদী বলিস্ কি? তুই আমার এমন শত্রু যে আমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে নুনের ছিটা দিতেচিস্। ঐ বঁটী খানা আনিয়া আমায় পুঁচিয়া পুঁচিয়া কাটিয়া তাহার পর তোর যা ইচ্ছা তাই করিস।

আহ্লাদিনী। মা তুমি অমন কচ্চো কেন? আমি ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা বাবা জানেন। তুমি স্ত্রীলোক, ইহার জানিবে কি? এই কাল সাপিনী বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার নির্ম্মল কুলে কালী দিলে কি ভাল হইত? তুমি আমার জন্যে ভাবিও না, কাঁদিও না। বাবা অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, আর তাঁহারে কষ্ট দিওনা। মা! আমি চিরকালই জ্বলিতেছি, আর খানিক বৈ বিষের জ্বালায় খানিক জ্বলিয়া সকল জ্বালা এড়াইব।

মেয়ে তোর কুল কলঙ্কিনী। কালা মুখী কাল ভুজঙ্গিনী।
যৌবন গৌরবে ভুলে, মা তোর নির্ম্মল কুলে,
দংশন করেছে এ পাপিনী॥
যে দুঃখে জ্বলিত মোর চিত্ত। করিব তাহারি প্রায়শ্চিত্ত।
এত পাপ যে জনার, বাঁচিয়া কি সুখ তার,
লোকের গঞ্জনা খেয়ে নিত্য॥
যে হতে বিধবা হইয়াছি। দুঃখের পসরা লইয়াছি।
একাদশী মনে হ'লে, কলেবর উঠে জ্বোলে,
মরণ বিহনে কিসে বাঁচি।
বলিতেন সদা মোর বাপ। রাঁড়ীদের নহে অল্প পাপ।
বিধবা বিষম রোগ, সদাই নরক ভোগ,
কেহ নাই শুনিতে বিলাপ॥

হয় কুল যা হতে উজ্জ্বল। বেঁচে থাকা তাহারি মঙ্গল।
মোর সম ভয়ঙ্করী, না হতে কুলের অরি,
ভাল হয় ভখিলে গরল॥
হায় কি কুকাজ করিলাম। আগে কেন নাহি মরিলাম।
দুটা বছরের জন্যে, হযে কলঙ্কিণী কন্যা
কেন কষ্ট বাবাকে দিলাম॥
জানি গো মা বাবা মোর মানী। অভাগী করিল মান হানি।
তাইতে হযেছে পাপ, সেই পাপে পাই তাপ,
আরো বিষে জ্বলিবে পরাণী॥
মা যখন তোমার নিকট। পাপিনী করিবে ছট ফট।
অভাগিনী মেয়ে বোলে, একবার ক'রো কোলে,
দে'খ সেই জ্বালা কি উৎকট॥
শঙ্কায় কাঁপিছে মোর কায। একবার ধর মা আমায়।
তব কোল বিনা আর, নাহি আছে মা আমার,
শীতল হবার অন্যোপায়॥
যে কোলে ধরেছো জনমিলে। যে কোলে আদরে মাই দিলে।
আয বাছা আয বোলে, মা তোমার সেই কোলে,
ভাল হয এ সময নিলে॥
দুহাতে তোমার গলা ধরি। যদি আমি প্রাণ পরিহরি।
নিশ্চয় শীতল হব, কিন্তু কষ্ট হবে তব,
পাপিনীর অঙ্গ স্পর্শ করি॥
রাগেতে আছেন মোর বাপ। প্রাণান্তে করেন যেন মাপ।
দেখিয়া পাপিনী হেন, আর নাহি দেন যেন,
এই কাল সাপিনীরে শাঁপ॥

এই সমযে আহ্লাদিনীর শরীরে বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমতঃ উদর প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হইল। ক্ষণকাল পরে ভেদ ও বমন, ও তৎসহযোগে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে লাগিল। এ অবস্থাতেও আহ্লাদিনী জননীর সহিত কথোপকথন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

ক্রমে যখন উদরস্ফীত হইতে লাগিল, তখন "গেলাম গো" বলিয়া অজ্ঞান হইযা ভূতলশাযী হইলেন।

আহ্লাদিণীব মাতা "ওরে আমার হতভাগিনী কন্যা আমায ছাড়িয়া গেলরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অতিবুদ্ধির ভয়ে অধিকক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বোদন কবিতে পাবিলেন না।

আহ্লাদিণীব নাড়ী ক্ষীণ হইতে লাগিল। শ্বাসগতি আযাস সাধ্য হৃৎকম্প, মূর্চ্ছা, অবসাদ, হিক্কা, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, প্রলাপ, তৎপরে পক্ষাঘাত * হইযা মৃত্যু হইল। গৃহিণী কন্যার মৃত দেহ ক্রোড়ে কবিয়া মৃদুস্বরে বোদন করিতে লাগিলেন।

কোথা গেলি আহ্লাদিনী, বিষাদিনী ক'বে।
কেনবা ছিলাম তোবে, এ উদবে ধ'বে॥
বিষম বিষেব জ্বালা, মনে হলে পবে।
তাব শত গুণ জ্বালা, মোবে এসে ধবে॥
মনে হলে তোর সেই, সকরুণ বাণী।
মরি দুখে ইচ্ছা হয, বুকে ছুরী হানি॥
কেন হেন পাপ ঘরে, জন্মেছিলি বাছা।
একবার হেসে হেসে, এসে প্রাণ বাঁচা॥
যে ধবেছে পেটে সেই, জানে কত শোক।
এ শোক জানিতে নাহি, পারে অন্য লোক॥
জনম দুখিনী তুই, কুলীনের মেযে।
ফেটে যেতো বুক তোর, মুখ পানে চেযে॥
মেযেদের কত সাধ, উঠ্‌তি বযেসে।
বাছা তুই বেড়াতিস, দুখ নীবে ভেসে॥
বেব বছরেই তোব, হাত হলো খালি।
দেখে আমি ভাবিতাম, তোব দুঃখ খালি॥

---

* সিমুলক্ষার (সেঁকো) দ্বারা বিষাক্ত হইলে উপর্যুক্ত লক্ষণাদি প্রকাশানন্তর মৃত্যু হয়।

ধন নাই জন নাই, যারা কাঙ্গালিনী।
বিধবা হইয়া ঘরে, থাকে একাকিনী॥
একাদশী করে কি না, কি খায় না খায়।
কে দেখিতে পায় আর, কে শুনিতে পায়॥
আমার এ পোড়া ঘরে, বড় আঁটা আঁটি।
হিঁদুয়ানী লয়ে সদা, হয় লাঠা লাঠী॥
জ্ঞানেন্দ্র দিযাছে বাঁড়, ভগিনীর বিযে।
আমাদের কর্ত্তা তারে, বেড়ান শাসিয়ে॥
তাঁর ঘরে মলো মেযে, বটে যাবে দেশ।
দেখিলেন শুনিলেন, করিলেন বেশ॥
কথায কথায কন, "যাবে মোর মান।
মানী হ'লে হতে হয়, বড় সাবধান"॥
ঘরেতে ঘটিল যাহা, জানিলাম আমি।
কি সাবধানের কাজ, করিলেন স্বামী॥

গৃহিণীর রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিবুদ্ধি বহির্বাটী হইতে আসিযা কহিলেন, গৃহিণী! একে আমি জ্বালাতন হইযাছি, এ সময তুমি শোকে মগ্ন হইলে আমার বাঁচা ভার হইবে। যাহা হইবার হইযাছে, তাহার আর উপায কি? শাস্ত্রে বলে "গতস্য সূচনা নাস্তি" অর্থাৎ গত বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক। অতএব তুমি উঠিয়া গৃহ কর্ম্মে মন দেও।

গৃহিণী কহিলেন, তুমি আর আমায কিছু বলিও না। যখন আমার মেয়ে গিয়াছে, তখন আমিও গিযাছি। মেযেটার আগে যাইতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু এই শোকটা আমার অদৃষ্টে আছে, কে খণ্ডন করিবে? এই কথা বলিযা কন্যার সহিত ধূলি শয্যায শযন করিলেন।

এদিকে অতিবুদ্ধি বহিঃদ্বার রুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনী সমাগত হইলে গৃহিণীকে বুঝাইয়া দুই জন বিশ্বাসী লোক দ্বারা আহ্লাদিনীর মৃত দেহ ভাগিরথী নীরে নিক্ষেপ করিতে প্রেরণ পূর্ব্বক আপনাকে নির্ব্বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া আহারান্তে গত রজনীর অনিদ্রা জনিত কষ্ট নিবারণার্থ শযনাগারে প্রবেশ করিলেন।

অতিবুদ্ধির নিষ্ঠুরতা নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন রজনী কান্ত পলায়ন পরায়ন হইলেন। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধ কম্পিত কলেবরে ভুবন দগ্ধ করিতেই যেন প্রভাকর কর বিস্তার করিলেন।

অতিবুদ্ধি গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তরামের ভবনে গমন পূর্ব্বক, সহসা শূল ব্যাধির দ্বারা কন্যার মৃত্যু প্রচার করিয়া বিধবা বিবাহের পোষক, বহু বিবাহ বিদ্বেষী, ও স্ত্রী শিক্ষা পক্ষপাতি লোক দিগের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

অতিবুদ্ধির গৃহিণী কন্যা শোকে নিতান্ত কাতর ও অল্প দিবসের মধ্যেই কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। এক দিবস পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অতিবুদ্ধি, বংশী বদন কবিরাজকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়, আমার পরিবার যেন গঙ্গা পায়। সে দিন আহ্লাদিনীকে সজ্ঞানে গঙ্গায় দেওয়া হইয়াছে। মা ঠাকরুণ এক মাস গঙ্গাতীরে বাস করিয়া ছিলেন। আমার বাড়ীর বালক বালিকা পর্য্যন্ত কেহ কখন ঘরে মরে নাই। অতএব আহ্লাদিনীর গর্ভধারিণীকে অন্যন সাত দিন ও গঙ্গাতীরে রাখিবার বাঞ্ছা আছে।

বংশী বদন রোগীণীর অবস্থা অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, মৃত্যু চিহ্ন কিছুই সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু যদি দৈবাৎ ঘরে মৃত্যু হয়, আমার অযশের পরিসীমা থাকিবেনা, এবং লাভ ও হইবে না। অতএব অদ্যকার দিনটা দেখিয়া কল্য তাকাতাকি গঙ্গা যাত্রার বিধি দেওয়াই সুযুক্তি। সেই ভয়ানক স্থানে বাস করিলে প্রায় প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তবে যাহার বড় কঠিন প্রাণ, তাহার পক্ষেই যাহা হউক। গঙ্গাতীরে সাত দিন বাস করিয়াও যদি মৃত্যু না হয়, আর ও পাঁচ সাত দিন রাখিতে পরামর্শ দিব, ইহাতে অবশ্যই গঙ্গা লাভ হইবে। বিশেষ, অতিবুদ্ধি যে কৃপণ, ইনি কখনই উত্তমাবস্থায় রাখিতে পারিবেন না। তবে যদি রোগীণীর বায়ু কুপিত থাকে, তাহা হইলে গঙ্গাতীরের সজল বায়ু দ্বারা সুবিধাও হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসুবিধা। তবে কিনা ঘরে মৃত্যু হওয়ার অপেক্ষা ফিরিয়া আসা দুর্নামের বিষয় নহে। তবু যাহাতে ফিরিতে না হয়, বিবিধ প্রকারেই তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কবিরাজ মহাশয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া পর দিবস প্রাতে গঙ্গা যাত্রার বিধি দিলেন।

অতিবুদ্ধির ভৃত্যগণ খাটুলী বন্ধন করিতে লাগিল। হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ

হইল। গৃহিণী খাটুলী আরোহণে অগ্রে রাধা বল্লভের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক, যুগল রূপ দর্শন করিয়া চরণ তুলসী খাইয়া ভাগিরথী তীরে গমন করিলেন। প্রতিবাসীগণ গৃহিণীর চতুঃস্পার্শ্বে বসিয়া তাম্রকুটের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে গৃহিণীর শ্রাদ্ধের গল্প আরম্ভ করিলেন। কোন ব্যক্তি কহিলেন, অনেক দিন লুচি মণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ভগবানের কৃপায় বর্ত্তমান মাসটায় বুঝি ঘটে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন, বুঝি কি? বংশী বদন কবিরাজ যখন গঙ্গায় পাঠাইয়াছেন, তখন নিশ্চয় মৃত্যু। ইহার দফা শেষ না করিয়া আমরা যাইব না, কবিরাজ মহাশয়ের মানাপমান ত আমাদিগের হস্তে। মানী ব্যক্তির মান অবশ্য রাখিতে হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি কহিলেন, অতিবুদ্ধি গ্রামের কর্ত্তা, ভালরূপ সমাজ ফলার না দিলে মান রাখা ভার হইবে। চতুর্থ ব্যক্তি কহিলেন, তুমিও যেমন, অতিবুদ্ধির মাতৃ শ্রাদ্ধেই বড় সমাজ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তা আবার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে সমাজ বলিবে। পঞ্চম ব্যক্তি কহিলেন, আমরা কাঁদে করিয়া আনিয়াছি, আমাদিগের ত হইবে, আর কাহার হউক না হউক, তাতে বড় ক্ষতি নাই। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে অতিবুদ্ধি বংশী বদন কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বংশী বদন নাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন মা?

গৃহিণী অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, বড় কষ্ট বাবা, এখন শীঘ্র শীঘ্র মা গঙ্গা কৃপা করিলেই হয়।

বংশী। বাটীতে যেমন ছিলেন, তাহার অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইতেছে কি?

গৃহিণী। না বাবা, এর চেয়ে বাড়ীতে ভাল ছিলাম। খাটুলীতে উঠে পর্য্যন্ত মাথা ঘুরচে, চক্ষে দেখতে পাচ্চিনে, আর গায়ে যেন পাকা ফোঁড়ার ব্যথা।

বৈদ্যরাজ ভাবিলেন, ভগবানের কৃপায় বুঝি আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এই রূপে গড়াইয়া গড়াইয়া আর পাঁচ ছয় দিনে পরে মৃত্যু হইলে আমার যশের পরিসীমা থাকিবে না, এবং দশ টাকা লাভও হইবে। বৈদ্যরাজ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমত সময়ে গৃহিণীর শ্বাস উপস্থিত দেখিয়া অতিবুদ্ধির অনুমতি ক্রমে প্রতিবাসীগণ অন্তর্জ্জলী করিতে রোগিণীকে তট হইতে নীরে নামাইলেন গৃহিণীর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল।

এদিকে গ্রামের ভিতর জ্ঞানেন্দ্র বাবু সত্যপ্রিয়ের নিকট গিয়া কহিলেন, ভায়া! শুনিলাম অতিবুদ্ধির পরিবারকে গঙ্গা যাত্রা করান হইয়াছে। একবার দেখিতে গেলে হয় না? আমরা গমন করিলে তিনি বিরক্ত হইবেন তাহা জানি, তথাপি প্রতিবাসীর বিপদ কালে দেখা উচিত। সত্যপ্রিয় বাবু সম্মত হইলেন। উভয়ে গমন করিতে করিতে গঙ্গা যাত্রার বিষযে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু কহিলেন, ভাই! গঙ্গা যাত্রা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কোথা মৃত্যুকালে রোগীকে উত্তমাবস্থায় রাখিবে, না দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে। এই কু প্রথায় যে অনেকে পরমায়ু থাকিতে কাল কবলে পতিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। আমার ত গঙ্গা যাত্রার নাম শুনিলে হৃৎকম্প হয়।

গঙ্গা যাত্রা ভয়ঙ্কর, শুনে কাঁপে কলেবর,
নিশ্চয় এ মরণের গোড়া।
একে রোগে শীর্ণ কায়, ধরাতল শয্যা তায়,
"গোদের উপরে বিষ ফোড়া"॥
যেই যান আরোহণে, যান গঙ্গা দরশনে,
সে খাটুলী শর শয্যা প্রায়।
সর্ব্বাঙ্গেতে ফোটে দড়ি, তাহাতেই গড়াগড়ি
ভাবিলে শঙ্কায় কাঁপে কায়॥
হায়রে কি দেশাচার, নাহি থাকে শয্যা আর,
এক খানি ছেঁড়া কাণি বিনে।
যোত্রমন্ত লোক যাঁরা, হদ্দ মুদ্দ লন তাঁরা,
মেলের মাদুর দুটা কিনে॥
ভয়ানক গঙ্গা তীর, দণ্ডেক থাকিতে স্থির,
সহজ মানুষে নাহি পারে।
কুক্কুর শকুনি শিবা, ডাকিতেছে নিশী দিবা,
কাঁপে অঙ্গ তাদের চীৎকারে॥
শবের দুর্গন্ধে আর, ক্ষনেক তিষ্ঠন ভার,
হেন স্থানে রোগীর আলয়।

বড় শক্ত প্রাণ যার, মুক্তি লাভ হয় তার,
নহে প্রায় গঙ্গা লাভ হয়॥
শীত কালে এই স্থানে, যে যন্ত্রণা সবে জানে,
গেলে ফিরে আসা নাহি ঘটে।
সু কবিরাজের যশ, হয় ব্যাপে দিক দশ,
ভাল গঙ্গা দিয়া ছিল বটে॥
নাড়ী জ্ঞান চমৎকার, দেখি নাই হেন আর,
মৃত্যু নাড়ী চিনিতে সুদক্ষ।
বাঁচালেন ইনি এসে, এঁ হতে মোদের দেশে,
গঙ্গা পেলে লোক লক্ষ লক্ষ॥
এ দেশেব কু প্রথায়, মেরে ফেলে যশ পায়,
এমন আশ্চর্য্য কিবা আর।
যেমন দেশের লোক, তেমনি সু চিকিৎসক,
ইহাদের কোটী নমস্কাব॥

ভাই হে! আমাদের জন্ম মৃত্যু দুইটীই ভয়ানক। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই নরক সদৃশ সুতিকালয়ে বাস, আব মৃত্যু কালে ততোধিক তৃপ্ত জনক খাটুলী আব্রোহণে গঙ্গা যাত্রা। বোধ হয় পুর্ব্বকালে সাংঘাতিক বোগীদিগকে গঙ্গা-তীরের নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ প্রেরণ করা হইত, তাহাতেই ক্রমে ক্রমে মৃত্যু কালে গঙ্গা যাত্রাব পদ্ধতি হইয়াছে। আব অতি অপকৃষ্ট স্থানে যৎন্য রূপে সুতিকালয় নির্ম্মাণ যে কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা স্থিব কবা দুষ্কর। সদ্য প্রসূত সন্তান অজ্ঞানাবস্থায় থাকে বলিযাই সেই ভয়ঙ্কব সুতিকালয়ে আপনার কষ্টানুভব কবিতে পাবেনা, কিন্তু প্রসূতির যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হয় তাহা তিনিই জানেন।

বিষম সুতিকালয, যমালয় প্রায।
প্রসুতি প্রসব হন, হেন যায়গায়॥
বাডী মধ্যে যেই স্থান, অপকৃষ্ট অতি।
সেই স্থানে এই গৃহ, দেশেব পদ্ধতি॥

প্রাঙ্গনের প্রান্তভাগে, তাল পত্র চাল।
চারি দিকে তাল পত্র, বেড়া আবডাল॥
না হয় আরাম হেতু, আবরণ দিতে।
তাল পত্রে ঘেরা স্থান, আবরু রাখিতে॥
প্রকাণ্ড হ্রদের মত, মেজে সেঁত সেঁতে।
প্রসূতি প্রসব তথা, হন চট পেতে॥
সুস্থকায়ী যেখানে, হিমাঙ্গ প্রাপ্ত হয়।
হেমাঙ্গিনী গণ তথা, প্রসব সময়॥
আস্তাবোল সম প্রায, আঁস্তাকুড়ে বাস।
রাস্তা ত অনেক ভাল, পায় সু বাতাস॥
শত শত মসায়, বসায় হুল বেগে।
থাকে সদা শয্যায়, কেঁচোর মাটী লেগে॥
সরমা ফুঁড়িয়া জল, এত উঠে তায়।
ছেঁক ছেক করে হাত, দিলে বিছানায়॥
দুর্গন্ধে বমন হয়, যাতনা বিষম।
এ প্রসব শালা হ'তে, গো শালা উত্তম॥
এমন কু প্রথা কোন, সভ্য দেশে নাই।
বাঁচে যে কতক ছেলে, আশ্চর্য্য ইহাই॥
মরে এক তৃতীয়াংশ, আছে নিরুপিত।
তথাপি দেশের লোক, না ভাবে কিঞ্চিৎ॥
এ সময়ে চাই কোথা, গৃহ পরিষ্কার।
কোথায় কুটির ক্ষুদ্র, কুৎসিত আকার॥
এ সময়ে চাই কোথা, নির্ম্মল বাতাস।
কোথা বায়ু বিন্দু হীন, অন্ধ কূপে বাস॥
এ সময়ে চাই কোথা, পথ্য পুষ্টিকর।
কোথা অনাহারে হয়, প্রসূতি কাতর॥
এ সময়ে নারী কোথা, না করিবে শ্রম।
কোথায় কুস্নান দিবে, হায় রে কি ভ্রম॥

ইহার অধিক কষ্ট, এলে পরে ধাত্রী।
প্রাণান্তকারিণী তিনি, কৃতান্তের ছাত্রী॥
পুণ্য বলে যদি ছেলে, সহজে হইল।
তবেই মঙ্গল নহে, ধাত্রী বিনাশিল॥
দেশের প্রথায় ইহা, করে হাড়িনীতে।
কাজেই এ কাজ ভদ্রে, না পারে লইতে॥
যে কাজে বিশেষ জ্ঞান, লাভ করা চাই।
আমাদের দেশে করে, নীচ লোকে তাই॥
অনেক প্রসুতি বধ, করে ধাত্রী গণ।
তাদেব যেমন শিক্ষা, কাজও তেমন॥
ধাত্রী হস্তে যদ্যপি, পাইল পবিত্রাণ।
তাপের প্রতাপে শেষ, হারাইবে প্রাণ॥
বিষম সেঁকের কাণ্ড, কে করে বর্ণন।
পুত্র ও প্রসুতি সেঁকে, আদ পোড়া হন॥
প্রসুতির চতুস্পার্শে, আগুণের কাঁড়ি।
উত্তাপে উত্তপ্ত হয়, গৃহস্থেব বাড়ী॥
সেঁকে যদি টেঁকে গেল, তবু নহে ক্ষান্ত।
ঝাল খেয়ে প্রসুতির, হবে জীবনান্ত॥
এ প্রদেশে এই প্রথা, নহে বড় কম।
হয় গোল মরিচের, বাজার গরম॥
লাল পড়ে ঝাল খেয়ে, মুখ যায় জোলে।
তবু নাহি ক্ষান্ত হবে, প্রথা আছে বোলে॥
মুখ ময় ক্ষত হয়, নহে অল্প ক্লেশ।
জন্মায় গ্রহিণী রোগ, গৃহিণীর শেষ॥
কবে এই কদাকার, দেশাচার যাবে।
অবলা সরলা গণ, যন্ত্রণা এড়াবে॥

ভাই হে! আজকাল যদিও এই সকল কু প্রথার প্রতি দুই দশ জনের

দৃষ্টিপাত হইতেছে, কিন্তু ইহা নির্ম্মূল হইতে এখনও সমধিক বিলম্ব। যাঁহারা এই সকল কদাচারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিবেন, তাঁহাদের শ্রেণী এত অল্প যে অঙ্গুলী মাত্রে গণনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু সত্যপ্রিয়ের সহিত সুতিকালয় ও গঙ্গাযাত্রার বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন, অতিবুদ্ধি স্বদল সহিত প্রত্যাগমন করিতেছেন। আর সে দিকে না গিয়া অন্য দিকে গমন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

জগতে কোন বিষয়ই গোপন থাকেনা। "অতিবুদ্ধির নিষ্ঠুরতার বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল। প্রতিবাসীগণ, ভয়ঙ্কর লোক বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। কেবল সম ব্যবসায়ী পরমাত্মীয় ভক্তরাম গোস্বামী, এবং পুরোহিত মহাশয়ের সহিত আন্তরিক হৃদ্যতা রহিল। এই সূত্রে এক মোকোদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইল। ধন মান হীন হইয়া নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রামস্থ লোকে সাতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল দেখিয়া কিছু দিবসের জন্য কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্লভপুরের উত্তর পাড়ায় পাঁঠী বেচা পিশাচের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মহা আড়ম্বর হইতেছে। এমত সময়ে অতিবুদ্ধি কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়া বিবেচনা করিলেন, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের নিকট আর সহজে প্রতারণা চলিবে না, ইহারা সকলেই আমার ব্যবহার জানিতে পারিয়াছে। সে দিন পাঁঠী বেচা পিশাচের ভাবী জামাতা বিবাহক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ হস্তগত করা হইয়াছে। শুনিতেছি আরও দুইটী জামাতা উপস্থিত

আছেন, তাহারা বিদেশস্থ, বোধ হয় আমার ব্যবহার এখনও জানিতে পারে নাই। যত শীঘ্র পারি তাহাদের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করা উচিত বোধ হইতেছে।

"অতিবুদ্ধি" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে পিশাচের ভবনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কিহে পিশাচ ভায়া, তোমার কন্যাব বিবাহে যে বড় ঘাঁক দেখিতেছি। অনেক অনেক ঘটার বিবাহ দেখা গিয়াছে, কিন্তু এক কন্যার তিন পাত্র ঘড় করিতে কেহ পারে নাই। এখন কাহারে দিবে তাহার কিছু স্থির হইয়াছে কি না?

পিশাচ। হাঁ এক রকম স্থিব করা গিযাছে। যিনি অধিক টাকা দিবেন, তাঁহারেই কন্যা দিব। কিন্তু পাঁচ শ টাকার কমে কাহাকেও দিবনা, যেহেতু মেয়েটী তের বৎসরে পড়িয়াছে। বৎসব বৎসর যে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হয়, এ আমাদের পৈতৃক নিয়ম। এ হিসাবে দেড় শ টাকা পরিত্যাগ কবিতেছি। কি করি, আমার ভাগ্যক্রমে তিন বেটার এক বেটাও ন্যায্য দাম দিতে চায় না। আপনারা ভদ্রলোক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, তের বৎসর মেয়েকে প্রতিপালন করিতে আমার কত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

অতিবুদ্ধি কহিলেন, শুনিলাম বিবাহ ক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্যকে আগে কথা দেওয়া হইযাছিল। সে যেমন কিছু কম টাকা দিতে চাহিতেছে, তেমন তাহার বযেস ও কিছু কম, মেযেটী তাহাবেই দেও।

পিশাচ। ও কথাটী বলিবেন না। কথা দেওয়া কি কাজের কথা। আমি পৌনে পাঁচ শ টাকায় দিতে স্বীকার করি নাই, তাহারে তিন শ টাকায দিলে ত বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে। ধনেশ্বরী আমাব শেষ কন্যা, ইহাব বিবাহ হইলেই আমার উপার্জ্জন শেষ হইল। আমি যে কত কষ্ট করিয়া ধনেশ্বরীকে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা শুনিলে আপনারা এ বিবাহে হাজার টাকা লওয়াও অধিক বিবেচনা করিবেন না। যেখানে যে দ্রব্যটী পাইয়াছি, আপনাবা আঁতে দেইনি দাঁতে দেইনি, তৎক্ষণাৎ ধনেশ্বরীকে খাওয়াইয়াছি। আট বৎসর ফলারের লুচী মণ্ডা কেবল ধনেশ্বরীই খাইয়াছে। আমি আট দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ফলারে গিয়া থাকি। দুধের বাজার কেমন গরম, তাহাত দেখিতেই পাইতেছেন, কত বড় বড় মানুষে আজ কাল দুধ খাইতে পায় না, কিন্তু

ধনেশ্বরীর দুধ একটী দিন বন্ধ নেই। আমার বাড়ীতে কখন ডাক্তারি চিকিৎসা হইত না। আপনারা দশ পোনের দিন ভুগিয়া বৈদ্য চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইতাম, এক একটা ব্যারামে দুদ্দ চারি গণ্ডা পয়সা ব্যয় হইত। কিন্তু ধনেশ্বরীর ব্যারাম হইলে ডাক্তার না আনিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই টাকা চায়, আবার ঔষধের দাম পৃথক, তার সঙ্গে শীশার দামটী পর্য্যন্ত দিতে হয়। আমার উপযুক্ত পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হইলেও বোধ করি ডাক্তারি চিকিৎসা করাইতে পারিতাম না। কিন্তু ধনেশ্বরীর পীড়া হইলে আমার জ্ঞান থাকে না, বাছার মাথাটী ধরিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া মজ্জার ভিতর হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়াছি। বাছাকে যেমন তোয়াজে রাখিয়াছি, বাছা আমার তেমনিই হয়েচেন। আমার মেয়ে, আমার বলাটা ভাল দেখায় না, ফলতঃ বাছাকে দেখিলে সোণার প্রতিমা লজ্জা পায়। বাছা যখন সাত বৎসরের, তখন লোকে বার বৎসর বয়েস অনুভব করিত। এখন মা আমার তের বৎসরে পা দিয়াছেন, কিন্তু আঠার বৎসরের দোহারা মেয়েও বাছার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। মা আমার শ্বশুরালয়ে গিয়াই ঘর আল করিয়া বসিবেন। যাহার বড় সৌভাগ্য, তিনিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন। বাছা গিয়াই গৃহিণী হইবেন। অতএব এ মেয়েকে কি আমি পাঁচ শ টাকার কম দিতে পারি? আপনারা আসিয়াছেন, বসুন, তামাক খান, আমোদ করুন। মেয়ের বিবাহের কথা কিছু বলিবেন না।

পিশাচ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে "অতিবুদ্ধি" আপনার প্রভুত্ব জানাইবার নিমিত্ত সমাগত পাত্রদ্বয়কে শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন। আমার কথা লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য! আমি যাহারে মনে করি তাহারেই এ কন্যা দেওয়াইতে পারি।

ঘটক ভক্ত ঘোষাল অতিবুদ্ধিকে কহিলেন, চৌধুরীমহাশয়! আমি চারি শ টাকা পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইয়াছি, তথাপি কন্যা দিতে স্বীকার করিতেছেন না।

অতিবুদ্ধি। তোমার নিবাস?

ঘটক। আমার নিবাস ঘোষাল পাড়া, নাম ঘটক ভক্ত, উপাধী ঘোষাল। আমি এই পিশাচের কন্যা বিবাহ করিতে আসিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়াছি।

আপনি মস্ত ভদ্র লোক দেখিতেছি, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পিশাচকে বলিয়া কন্যাটী আমাকে দেওয়াইতে পারেন, বড় বাধিত হই, ইহাতে আপনার যশ ধর্ম্ম দুই আছে।

অতিবুদ্ধি ঘটক ভক্তকে বিপদগ্রস্থ ও ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া, বিবাহে আশ্বাস দিয়া কৌশলপূর্ব্বক তন্নিকট হইতে চল্লিশ টাকা হস্তগত করিলেন।

ঘটক ভক্ত টাকা দিয়া প্রস্থান করিলে, উদ্বাহ কাঙ্গাল চক্রবর্ত্তী বিবেচনা করিলেন, " এই যে স্থূলাকার মানুষটী দেখিতে পাইতেছি, বোধ হয় ইনিই এ গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক। সকলেই উঁহার নিকট গমনাগমন করিতেছে। আমার উপস্থিত বিপদের কথাটা উঁহারে জানাইলে হানি কি? যদি কিছু সুবিধা হয়। এই রূপ বিবেচনা কবিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

এদিকে "অতিবুদ্ধি" উদ্বাহ কাঙ্গালকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, এই যে লোকটী আমার নিকটে আসিতেছে, বোধ হয় ইনিই তৃতীয় বর। ইহার নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব একটু অন্যমনস্কে থাকি, এখন যাচিয়া কথা কওয়াটা ভাল নয়।

উদ্বাহ কাঙ্গাল অতিবুদ্ধির নিকটবর্ত্তী হইযা কহিলেন, মহাশয়, ও মহাশয় একবার এই দিকে ফিরুণ।

অতিবুদ্ধি বিবক্ত ভাবে কহিলেন, কেহে তুমি একশ বার ডাকিতেছ? এখন কথা কহিবার সময় নয়।

উদ্বাহ কাঙ্গাল। আজ্ঞা আমার বাড়ী বংশজপুর, নাম উদ্বাহ কাঙ্গাল চক্রবর্ত্তী। আমি পিশাচেব কন্যা বিবাহ কবিতে আসিয়া বড় জ্বালাতন হই-তেছি। কষ্ট স্টেষ্টে পৌনে পাঁচ শ পর্য্যন্ত ডাকিয়াছি, তথাপি কন্যা দিতে মত হয না। আপনি যদি অনুগ্রহ কবিয়া ইহার কোন উপায কবিতে পারেন, তাহা হইলে এক ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপনা কবা হয়।

অতিবুদ্ধি। আমি তাহা পাবি, কিন্তু শূন্য হস্তে পারিনে, যদি নগদ পঞ্চাশটী টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে দেখা যায়। আমার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাত দেখিতেই পাইতেছ, আমি এখানকার জমীদার বলিলেও হয়, মহাজন বলিলেও হয, আবার গুরু বলিলেও বলা যায়; আমার কথা কেনা শুনিবে?

বিপদে পতিত হইয়া উদ্বাহ কাঙ্গালকে কাজেই স্বীকার করিতে হইল।

অতিবুদ্ধি মুদ্রা গুলি হস্তগত করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

প্রথম পাত্র বিবাহক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্য ভাবিতে লাগিলেন। সে দিন গ্রামাধ্যক্ষ মহাশয়কে টাকা দিয়া আসিয়াছি, তিনি যে কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় অবশ্যই আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অত বড় লোকটা কি প্রবঞ্চনা করিতে পাবে? দূর হোক গে! মনটা বড় অস্থির হইল। কৈ? কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে ত তাঁহারে দেখিতে পাইতেছি না, তিনি কোথায় গেলেন? টাকা গুলা অগ্রে দিয়া অন্যায় করিয়াছি। কি বিপদ! এমন ঝকমারি কাজও কি করিতে আছে? ইহার অপেক্ষা আইবড় থাকা অনেক ভাল।

যদি কার চির দিন, বিবাহ না হয়।
এমন বিবাহ চেয়ে, ভাল সে নিশ্চয়॥
যে জন পড়েছে এই, পাঁঠী বেচা করে।
সে ত আর অন্য দুঃখ, গণ্য নাহি করে॥
এমন পিশাচ আর, ভবে কেবা আছে।
ডাকাত সিঁদেল চোর, নহে এর কাছে॥
কে বলে ঘাতক বড, পাতক প্রকাশে।
আসিলে ইহার কাছে, মরে উপহাসে॥
চামার চণ্ডাল বলা, কু বচন নয়।
ইহাদের পক্ষে সেটা, আশীর্ব্বাদ হয়॥
কশাই বলিলে নাহি, হয় কথা বাণি।
ইহাদের বংশ ঐ, ব্যবসায়ী জানি॥
ব্যাঘ্রিকের কাণ্ড দেখে, মম মনে লয়।
মেয়েটাকে কেটে বুঝি, করিবে বিক্রয়॥
নহে কেন উপস্থিত, হবে তিন স্বামী।
ভাগা যদি দেয় তবে, আগা লব আমি॥

হায়! বিবাহ হউক না হউক বিবাহের ব্যয়টী হইল। অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা বলা যায় না। কৈ? এখনও ত গ্রামাধ্যক্ষ মহাশয়ের দেখা নাই, তিনি যত বিবাহ দিয়া দিবেন, তাহাত দেখিতেই পাইতেছি! এখন

টাকা গুলা ফিরিয়া আসিলে বাঁচি। বিবাহক্ষিপ্ত এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অতিবুদ্ধির অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহক্ষিপ্ত প্রস্থান করিলে পর, দ্বিতীয় পাত্র ঘটক ভক্ত ঘোষাল ভাবিতে লাগিলেন। হায়! আজ ত্রিশ বৎসর অবধি আমি বিয়ে বিয়ে করিয়া ফিরিতেছি, এ বিয়ে আজিও হইল না, আর ত সহ্য হয় না।

জ্ঞানোদয় হইতেই, বিয়ে বিয়ে করি।
ফিরিয়াছি কত ঠাঁই, দিবা বিভাবরী॥
কিছুতেই এ কপালে, বিয়ে না হইল।
আহা মোর মনো দুখ, মনেই রহিল॥
বংশজ ব্রাহ্মণ ঘরে, জনম যাহার।
বিবাহ বিহনে তার, বংশ থাকা ভার॥
কেন বিধি হেন ঘরে, জন্ম দিয়া ছিল।
আসিয়া নারীর হাটে, নারী না মিলিল॥
দেখিতে দেখিতে হ'লো, বয়ক্রম আশী।
বিয়ের ভাবনা ভেবে, দুঃখ নীরে ভাসি॥
হাড়ি মুচি দুলে ডোম, ঘরে জনমিলে।
না হইত এত কষ্ট, যেতো বউ মিলে॥
অথবা একালে জন্ম, যদ্যপি হইত।
বংশজ বলিয়া বিয়ে, বাঁকী না রহিত॥
বর্ত্তমানে কুলীনের, নাহিক সে দিন।
ধন বিদ্যা যার আছে, সেই শুধু কুলীন॥
আমরা সেকেলে লোক, ঠকিয়াছি ভারী।
বয়েস হইলে কম, ভাঙ্গিতাম জারি॥
তবুও যে ইচ্ছা হয়, সময়ে সময়ে।
মুদিয়া নয়ন দুটী, যাই বিদ্যালয়ে॥
করিয়া এণ্ট্রান্স পাস, ঘুচাই এ জ্বালা।
আসিবে বিবাহ দিতে, যেধে কত শালা॥

বি এ দিতে পারিলে, বিয়ের কি ভাবনা।
বড় লোক মেয়ে লয়ে, করে আনাগনা॥
এ মে পাস করিলে ত, সুখ অহরহঃ।
যৌতুক অর্দ্ধেক রাজ্য, রাজ কন্যা সহ॥
তার পর যদ্যপি, হাকিমী পদ পাই।
মৃত্যুর দণ্ডেক পূর্ব্বে, বিয়ে ক'রে যাই॥
যে বয়েস হইয়াছে, এ বয়েসে আর।
হবেনা হবেনা বিয়ে, আক্ষেপই সার॥
তবে দেশে আছে, মেয়ে বেচার পদ্ধতি।
এই হেতু অভাগার,লাগে যদি গতি॥
কবে হবে বিয়ে হায়, কবে হবে বিয়ে।
করিব কৌতুক কত, শালীদের নিয়ে॥
বসিব বাসর ঘরে, আসর জাঁকিয়ে।
গাইব নিধুর টপ্পা, গিটখিরি দিয়ে॥
মোহিত হইবে শুনি, মহিলা নিকর।
হরষে কহিবে সবে, সাবাশী হে বর॥
শাশুড়ী আড়ালে থাকি, আড় চক্ষে চাবে।
হাসি হাসি মুখ খানি, বুঝাইবে ভাবে॥
শালী ঠানদিদি আর, শালাজের ধুম।
লেগে যাবে ঘোর রবে, না হইবে ঘুম॥
শুনেছি ঘুমালে দেয়, কাণে ঢেলে জল।
দেখাইতে চাতুরী, ঘুমাব করি ছল॥
আনিতে আনিতে জল, উঠিয়া বসিব।
কৌশলে রমণী গণে, হাসায়ে হাসিব॥
গৃহিণীকে দিবে মোর, বামে বসাইয়ে।
কবে হবে বিয়ে হায়, কবে হবে বিয়ে॥

হায়! এত দিন আশাতেই জীবীত আছি। আজ না হয় কাল হইবে,

এমনি করিয়া করিয়া আজ ত্রিশ বৎসর কাটাইলাম, কিন্তু এইবার হতাশ্বাস হইলেই আমায় ক্ষেপিতে হইবে।

বিয়ে বিয়ে ক'রে আমি, উঠিলাম ক্ষেপে।
অদ্ভুত দেখালে ঘাড়ে, বিযে ভূত চেপে ॥
স্বপনে দেখেছি কাল, নারী শুয়ে কোলে।
কহিছে প্রণয় বাক্য, মধু ম্যাখা বোলে ॥
প্রভাতে উঠিয়া আর, দেখিতে না পাই।
একেবারে দকে পড়ে, যেন খাবি খাই ॥
কত বেটা কত নিল, বিয়ে দিবে বোলে।
মনে হ'লে সেই কথা, প্রাণ উঠে জ্বোলে ॥
এদিকে পিপীড়া কাঁদে, গিয়া যমালয়ে।
ইতু পূজা নাহি করি, খরচের ভয়ে ॥
কিন্তু যদি বিয়ে দিবে, ব'লে এসে কেউ।
উথলে মানস নীরে, আনন্দের ঢেউ ॥
বুঝিতে না পারি আমি, তাহাদের ফাকি।
হাড় থেকে বা'র হয়, চাঁদ মুখ চাকী ॥
বিয়ে দিবে ব'লে কত, খেয়েছে সন্দেশ।
মরুক খাইয়া তারা, পুড়ে যাক দেশ ॥
গলা হ'তে তলাইলে, কলা দেয় বিয়ে।
গড়াগড়ি যায় হেসে, মোরে ফাকি দিয়ে ॥
আরো হাসি বেড়ে যায়, উঠি যদি ঝেঁকে।
তাইতে দেঁতোর হাসি, হাসি হাসি দেখে ॥
না শুনে আমার কেহ, বিবাহ বিলাপ।
মরুক তাদের মাগ, যাক রসালাপ ॥

হায়! আমি যে বিবাহ বাতিকে কতই বকিতেছি, লোকে শুনিলে পাগল বলিবে। সংপ্রতি অতিবুদ্ধি মহাশয় যে টাকা গুলি লইয়া কোথায় গমন করিলেন, তাহার ত কিছুই ঠিক নাই। আর ত বসিয়া থাকা পোসায় না, একবার চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধান করি।

তৃতীয় বর উদ্বাহ কাঙ্গাল ভাবিলেন, বিবাহক্ষিপ্ত ও ঘটক ভক্ত ঘোষাল যে কোথায় গেলেন, তাহার ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, বোধ হয় পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শর্ম্মা সহজে ছাড়িবেন না। এই সময় কেহ নাই, একবার জানালা দিয়া কন্যা কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলি। প্রকাশে কহিলেন, কন্যা কর্ত্তা মহাশয়! একবার বহির্বাটীতে আসুন।

পিশাচ। আঃ মিছা জ্বালাতন কর কেন? আমি কি একটু নিদ্রা যাইব না? যাহা বলিয়াছি তাহার এক পয়সা কমে হইবে না, পুরা পাঁচ শ দিতে পার ত বাহির হই।

উদ্বাহ কাঙ্গাল মনে মনে কহিলেন, আমার যে বয়স হইয়াছে, এ বয়সে কন্যা পাওয়াই আশ্চর্য্য। দেশে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা না থাকিলে লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও আমার বিবাহ হইত না। অতএব পাঁচ শ টাকাই স্বীকার করা যাউক। প্রকাশে কহিলেন আচ্ছা-মহাশয়, তাহাই স্বীকার করিলাম। আর যেন বিলম্ব না হয়। আমার পরম শত্রু বিবাহক্ষিপ্ত ও ঘটক ভক্তকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহারা না আসিতে আসিতে কাজ শেষ হইলে ভাল হয়।

পিশাচ। আসল বিষয়ের গোলযোগ মিটিলেই এ দিকের আয়োজন করা যায়। টাকা গুলি গণিয়া লইয়া সিন্দুক মধ্যে না রাখিয়া আসিলে কন্যা দান করিতে বসা হইবে না। এটী আমাদিগের পৈতৃক নিয়ম।

উদ্বাহ। কন্যা দান কি মহাশয়? বিক্রয় বলুন। যাহা হউক, আপনাদের পৈতৃক নিয়ম গুলি উত্তম। টাকা লইবার বিষয়ে আপনাদের যেরূপ নিয়ম, দিবার বিষয়ে আমাদেরও তদ্রূপ। আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিকে টাকা দিবার আবশ্যক হইলে বিশেষ কায়দা ভিন্ন যে দিব না, এ আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ঠেকিয়া শিখিয়া গিয়াছেন অতএব স্বহস্তে এইরূপ একখানি রসিদ লিখিয়া দেন যে "তোমার সহিত আমার কনিষ্ঠা কন্যা ধনেশ্বরীর বিবাহ দিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা অগ্রিম গ্রহণ করিলাম। যে কোন কারণে হউক, যদি বিবাহের প্রতিবন্ধক ঘটে, মায় সুদ টাকা ফিরিয়া দিব। যদি ইহাতে কোন ওজর আপত্তি করি, তাহা অগ্রাহ্য"।

পিশাচ রসিদ দিয়া মুদ্রা গুলি গণনা করিয়া বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, পুরোহিত মহাশয় এই খানেই আছেন, তাঁহারে কিছু ঘুস স্বীকার করিলে

কতক মন্ত্র বাদ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন। কিন্তু ঘুসের টাকা কয়েকটা তোমাকেই দিতে হইবে।

উদ্বাহ কহিলেন তাহা জানি, মড়ার সঙ্গে কাঁথাও গিয়া থাকে। একখান দা আনিয়া আমায় কুচি কুচি করিযা কাটুন।

পুরোহিত সময় বুঝিযা উৎকোচের মুদ্রা গুলি অগ্রিম লইয়া কচ্ছায় বন্ধন করিলেন। কন্যা কর্ত্তা কন্যাকে আনয়ন কবিয়া পুবোহিতেব নিকট রাখিয়া, গৃহিণীর অনুমতি লইতে অন্তঃপুবে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে ধনেশ্বরী অবগুণ্ঠনের মধ্যে হইতে পাত্রের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হায়! বিধাতা কি আমার কপালে চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা লিখিয়াছেন? এই মাত্র আমার বাবা আমায় শুনাইযা বলিলেন "আমার খাসা জামাই হইয়াছে, ধনেশ্বরী কখন কষ্ট পাইবে না"। এই কি তাঁর খাসা জামাই? এই কি আমাব চির সুখের বস্তু? এই কি বাবার ভাল বাসা? উঃ বুক ফাটিয়া যায়। এখন যদি দুঃখ প্রকাশ করি, বাবার মনে বড় কষ্ট হইবে, তিনি এক গাদা টাকা পাইযা আহ্লাদে আট খানা হইয়াছেন, এ সময়ে তাঁহার মনে কষ্ট দেওযা উচিত নহে। তবে যদি কোন উপায় হইত, তাহা হইলে মনেব দুঃখ জানাইতাম; কিন্তু এখন আর কিছুতেই বিয়ে ফিবিবে না। আজ সারা দিন মাকে ভাবিতে দেখিযাছি, বোধ হয় এই জন্যেই তিনি মর্ম্মে ব্যথা পেয়েছেন, তা তিনি কি করিবেন? বাবাব অমতে ত তিনি কিছু করিতে পারেন না। যা হোক, আব ভাবিলে কি হইবে? আমার সুখ এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই, বুড়োর ঘর কঁরিতে যাইবার আগেই আমার মরণ হউক।

এদিকে পিশাচ নিশ্চিন্ত হইয়া মহোহর্ষে গৃহিণীব নিকট আগমন করিয়া দেখেন তিনি রোদন করিতেছেন। পিশাচের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন, একি এ! আজ ধনেশ্বরীর বিবাহ, কোথায় আনন্দ করিবে, না কাঁদিতেছ। ইহার কারণ কি?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি কি আহ্লাদেব কাজ কবিতেছ, তাই আহ্লাদ হইবে? আহা! সোণার বাছাকে একেবারে জলে ফেলিয়া দিবে। অথর্ব্ব বুড় বরকে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

পিশাচ। তুমি কেবল বরকেই দেখিয়াছ, আর ত কিছু দেখ নাই। এক্ এক বার বাক্স পানে তাকাইও, তাহা হইলেই জানিবে কেমন বরের সঙ্গে ধনেশ্বরীর বিবাহ দিতেছি।

গৃহিণী। তুমি ভারতে আসিয়া কেবল টাকাই চিনিয়াছ। দয়া মায়ার বিন্দু বিসর্গও চিনিতে পারনি। শুনিলাম তিনটী পাত্র আসিয়াছিল, তা বাছিয়া বাছিয়া কি এই অথর্ব্বটীকেই মেয়ে দিতে হয়? যাহার বয়স একটু কম ছিল, তাহাকেই কেন দিলে না? না হয় দশ টাকা কম হইত।

পিশাচ। গৃহিণী! দশ টাকা কম নয়, পঁচিশ টাকা কম, তোমার এক খানা গহনার দাম। এত টাকা কি সহজে ছাড়া যায়? বিশেষ সে বেটাদের কিছু নাই, এ লোকটা সম্ভ্রান্ত বটে; বয়স দুই দশ বৎসর কম বেশীতে কিছু যায় এসে না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অনেকেই পাবে না। দেখ, আমার জমীদারী, চাকরী বা দশ ঘর শিষ্য সেবকও নাই। কেবল বুদ্ধির জোরে তোমাকে রাণীর মত রাখিয়াছি। তোমার পায়ে পড়ি, ইহাতে দুঃখিত হইও না, আজ বড় আনন্দের দিন, একটা সদর আলার এক মাসের মাহিনে ঘরে আসিয়াছে।

গৃহিণী। তুমি যদি আশি বৎসরের বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বে দিবে ভাবিয়াছিলে, তবে মেয়েকে এত বড় করিয়া বিয়ে দিলে কেন? ছেলে বেলায় বিয়ে দিলেই ত ভাল হইত। এখন ধনেশ্বরীর জ্ঞান হইযাছে, বুড় মিন্‌সেকে পাত্র দেখিয়া বাছা আমার কি মনে করিতেছে বল দেখি? তুমি যে তাহারে অকূল সাগরে ভাসাইতেছ, তাহা কি সে বুঝিতে পারিতেছে না? বুড়োর পানে তাকাইয়া যখন তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, তখন কে তাহারে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে?

পিশাচ। তুমি যে কহিতেছ, শৈশবাবস্থায় ধনেশ্বরীর বিবাহ দিলে ভাল হইত, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলে দাঁও মারা হইত না। মেয়ের যত বয়স বাড়ে, ততই টাকা বাড়িতে থাকে। তের বৎসর বয়সে ধনেশ্বরীর বিবাহ দিতেছি বলিয়া পাঁচ শত টাকা ঘরে আসিল। নহিলে হদ্দ মুদ্দ দুই তিন শত টাকা পাওয়া যাইত। ধনেশ্বরীর বেশ দোহারা গঠন বলিয়া তের বৎসর বয়সে বিবাহ দিতেছি, মা আমার কৃশ হইলে আরও দুই তিন বৎসর রাখিয়া

বিয়ে দিতাম। এরূপ না করিলে কি মনের মত টাকা পাওয়া যায়? ইহারেই বলে "সবুরে মেওয়া ফলে"। গৃহিণী! আমি যে প্রকার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিয়া আজ বাক্স পুরিয়া ফেলিলাম, এমন হয় না হবার নয়। ধনেশ্বরীর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন দুই শত টাকা ডাক হয়, পাঁচ বৎসরের সময় সাড়ে তিন শ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও আমার মন টলে নাই। ভাবিয়া ছিলাম, ধনেশ্বরীর বিবাহ দিয়া ধনেশ্বর হইব; অদ্য ভগবান আমার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব আজ তুমি কাঁদিও না, সহাস্য বদনে এ দিগের উদ্‌যোগ কর। গৃহিণী! তোমাকে আর একটা কথা বলি, মনোযোগ করিয়া শুন। স্ত্রীলোকের প্রাচীন পতি হইলেই যে শীঘ্র বিধবা হইবার সম্ভাবনা, তাহা নহে। পাঁচ বৎসরের শিশুর সহিত বিবাহ হইয়াও কত স্ত্রীলোক এক সপ্তাহের মধ্যে বিধবা হইয়াছে, আবার চলৎ শক্তি রহিত নিতান্ত বৃদ্ধ পতি লাভ করিয়াও কত স্ত্রীলোক বহু দিন সধবা অবস্থায় থাকিয়া স্বামী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মরণ বাঁচনের কথা কে বলিতে পারে? অল্প বয়স্ক পাত্র হইলে যেমন কিছু ভাল দেখায়, তেমনি তাহার দোষও বিস্তর। যাহারে কন্যা দান করিতে হইবে, তাহার লাম্পট্য দোষ আছে কি না তাহা আগে জানা চাই। কিন্তু অল্প বয়সে যে সে দোষ থাকিবেই থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্য বালককে কন্যাদান না করাই ভাল। আর দেখ বৃদ্ধ পাত্র যদিও দেখিতে কিছু মন্দ, কিন্তু অন্য অন্য সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম। স্বামীর যে দোষ স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, প্রাচীন পতি হইলে সেই লাম্পট্য দোষের বিষয়ে ভাবিতেও হয় না। আর যে বিষয়টী স্ত্রীলোকের প্রার্থনীয়, অর্থাৎ স্বামীকে বশীভূত করিতে বৃদ্ধের গৃহিণীকে কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হয় না। স্ত্রী ঝাঁটাই মারুক, আর ভোজন পাত্রে ছাইই দিক, বৃদ্ধ কখন স্ত্রীর প্রতি ক্রোধ করেন না। অতএব তোমার ধনেশ্বরী যেমন সুখভাগিনী হইবে, রাজ কন্যারাও এমন সুখী হয় না। ধনেশ্বরী শ্বশুরালয়ে গিয়া সর্ব্বেশ্বরী হইবে। বরের মা মাসী ভগ্নী প্রভৃতি সকলেই ধনেশ্বরীর দাসী হইয়া থাকিবে। আমি মাঝে মাঝে দেখিতে গিয়া যাহা মনে করিব তাহাই লইয়া আসিয়া তোমায় দিব।

এইরূপে গৃহিণীকে প্রবোধ দিয়া পিশাচ প্রাঙ্গনে আসিয়া উদ্বাহ কাঙ্গালের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পাত্র বিবাহক্ষিপ্ত ভট্টাচার্য্য অতিবুদ্ধির অনুসন্ধানে গমন করিয়া ছিলেন। প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উদ্বাহ কাঙ্গালকে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, আ সর্ব্বনাশ! এই যে উদ্বাহ কাঙ্গাল মহাশয়ের হাতে বিয়ের সুতা বাধা দেখিতেছি। আমাদের আসিতে না আসিতে কাজ শেষ করিয়া বসিয়া আছেন।

হায হায় কি বিপদ, বিধি প্রতিকুল।
নয়নে দেখিতে পাই, সরিশাব ফুল॥
ভাবিয়া ছিলাম মনে, যোড়ে যাব ঘর।
সে আশায় ছাই ফেলে, দিলেন শঙ্কর॥
হেদে বেটা জুযাচোর, বিয়ে দিবে বোলে।
ফাকি দিয়ে টাকা লয়ে, কোথা গেল চোলে॥
পায়েতে পড়িল কড়া, তারে খুঁজে খুঁজে।
কেনবা দিলাম টাকা, না বুঝে না সুজে॥
গিবেয পণের টাকা, যত গুলি ছিল।
এদিক ওদিকে প্রায়, সব ফুরাইল॥
ভাসালেন ভগবান, দুঃখ সিন্ধু নীরে।
সরেনা সরেনা মন, গৃহে যেতে ফিরে॥
কেমনে স্বগ্রামে মুখ, দেখাইব আমি।
বলিবে কোথায় বউ, ও বৌয়ের স্বামী॥
শত্রুর বচন বক্ষে, বিধিবেক শাল।
ডাকিবে আমায় তারা, বোলে শিশুপাল॥

কিঞ্চিৎ পরে দ্বিতীয় বর ঘটক ভক্ত আসিয়া উদ্বাহ কাঙ্গালের বিবাহের লক্ষণ দেখিয়া ভাবিলেন, এবেটা মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছে। এই যে, আমার ন্যায বিবাহক্ষিপ্ত মহাশয়কেও অত্যন্ত বিমর্শ দেখিতেছি। তা কাজেই হইবে, উনি যে এতক্ষণ জীবীত আছেন, ইহাই আশ্চর্য্য, আমি ত বাঁচিব না। প্রকাশে কহিলেন, এস হে বিবাহক্ষিপ্ত ভায়া। এখন তোমার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কৈ। তোমার আমার প্রায় একই অবস্থা, কেবল বয়সের বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

বিবাহক্ষিপ্ত কহিলেন, ভিন্নটা কি হে? আমি ত বলি অভেদাত্মা।

ঘটক ভক্ত। অধিক ভিন্ন নয়, কেবল কিঞ্চিৎ ক্ষতির ভিন্ন মাত্র। কাল একটী ভদ্রলোককে চল্লিশটী টাকা প্রণামী দেওয়া হইয়াছে, তোমার তাহা হয় নাই।

বিবাহ। কাহাকে দিয়াছ?

ঘটক। ধার্ম্মিক চূড়ামণি শ্রীল শ্রীযুক্ত অতিবুদ্ধি গ্রামাধ্যক্ষ মহাশয়ের শ্রী পাদ পদ্মে অর্পণ করিযাছি।

বিবাহ। তবে তোমাতে আমাতে অধিক অন্তর নয, কেবল দশ টাকার অন্তর মাত্র। আমি অতিবুদ্ধিকে আর দশটী টাকা দিযা উভয়ে সমান হইয়া প্রস্থান করিব।

ঘটক। তুমি কি বলিতেছ, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

বিবাহ। ভাই হে! ইহাও বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি চল্লিশ দিযাছ, আমি ত্রিশ দিযাছি। এখন উভযে সমান হইতে হইলে কাজেই আমাকে আর দশটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

ঘটক ভক্ত উচ্চৈস্বরে হাস্য করিযা কহিলেন, তুমিও দমে পড়িয়া ছিলে? আঃ বাঁচিলাম। আমি ভাবিতে ছিলাম, বুঝি একাকীই এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, এখন সঙ্গী পাইযা অর্দ্ধেক কষ্ট নিবারিত হইল। এস, এখন উভয়ে নিজ নিজ দেশে যাইবার উদ্‌যোগ করি।—

আর যদি কেহ বলে, দিব তোর বিযে।
কাটিব তাহার মাথা, কাস্তে বঁটী দিযে॥
যে গাঁযে শুনিব আছে, পাঁঠী বেচা নর।
পলাব সে দেশ হ'তে, শত ক্রোশান্তর॥

বিবাহক্ষিপ্ত ও ঘটক ভক্ত প্রস্থান করিলে পর, কিযৎক্ষণ পরে উদ্বাহ কাঙ্গাল সস্ত্রীক শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বংশজপুরে উদ্বাহ কাঙ্গালের বাটীতে লোকারণ্য। বহির্বাটীতে বসিয়া পুরোহিত বউভাতের ফর্দ্দ করিতেছেন। বাদ্যকরেরা গ্রামের প্রান্তভাগ হইতে বর কন্যাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। নব বধূর মুখাবলোকন করিবার জন্য গৃহ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শত শত প্রতিবেশীনি উদ্বাহ কাঙ্গালের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। উদ্বাহ কাঙ্গালের ভগ্নী মাতঙ্গিনীকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত কেহ কহিতেছেন, হেঁগা উদ্বাহ কাঙ্গালের বয়স কি? উদ্বাহ ত সে দিনের ছেলে, তাহার আর বিয়ের ভাবনা কি? এই দেখ, গিয়াই বিয়ে করিয়া আসিতেছে। শুনিতেছি মেয়েটীর বয়স তের বৎসর, তাহা হইলে ত আসিয়াই ঘর কন্না করিবে। মেয়ের বা'ড় কলাগাছের বা'ড, বিশেষ বের জল পেলে ত আড়াই দিনে ফেঁপে উঠে। আমার বোধ হয় মেয়েটীর আর কিছু বয়স কম হইলে ভাল হইত।

উদ্বাহ কাঙ্গালের অন্তঃপুরে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে বাদ্যোদ্যমের সহিত বর কন্যা আসিয়া পৌঁছিলেন। পালকী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাঙ্গনে কাষ্ঠাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিবেশীনিগণ নব বধূর মুখাবলোকন করিয়া রূপের প্রশংসা ও ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস উদ্বাহ কাঙ্গাল আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ঋণ করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক বউভাতের ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। দিবা অবসান হইলে উদ্বাহ কাঙ্গাল ও তাহার পরিশ্রান্ত পরিজনেরা শয়ন করিবামাত্রেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কেবল ধনেশ্বরীর নিদ্রা হইল না। তিনি সেই নিস্তব্ধ সময়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে একাকিনী গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মোর না আমোদ ভাল লাগে। জ্বলে প্রাণ এদের সোহাগে।
কারে বা জানাই দুখ, বুড়ার বিকট মুখ,
সদাই অন্তরে মোর জাগে॥

এ বয়সে বিয়ে হয় যার। সে ভাবে সোয়ামী কণ্ঠ হার।
কিন্তু যা পেয়েছি আমি, হইলে এমন স্বামী,
না জানি কি মনে হয় তার॥
এসে লোক দেখিতে আমায়। কত কথা বলে ইসারায়।
কেহ কবে আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হোক মন সাধ,
আমার বিষাদ বেড়ে যায়॥
অমানান দেখে লোক হাসে। নয়নের জলে বুক ভাসে।
কাঁপে অঙ্গ থর হরি, মরি গো লজ্জায় মরি,
অথর্ব্ব দাঁড়ালে মোর পাশে॥
যে এসে সে এই কথা কয়। বুড় তব সৌভাগ্য উদয়।
আমার কপালে দুখ, কাছে কেউ নাবলুক,
দূরে গিযা হাসে নারী চয়॥
শুনিলাম বলিল সবাই। মেযেটীর মা বাপ কি নাই।
মৃত্তিকা দু ফাক হও, অভাগীরে ত্বরা লও,
লজ্জায় যে সারা হয়ে যাই॥
এ পতি হইলে রাজ্যেশ্বর। তথাপি না হয সুখকর।
তাহে বাড়ী বাধা দিয়ে, এলেন আমায নিযে,
হায় রে কি সুখে করি ঘর॥
পতিব্রতা রমণীর চিত। ধনে মুগ্ধ নহে কদাচিত।
হইলে ভিখারি পতি, তাতেও না হয় ক্ষতি,
সুমিলন হ'লে সংঘটিত॥
আমার এ দেখি সৃষ্টি ছাড়া। ন'হি বুড়া এ বুড়ার বাড়া।
হেরি শূন্য দিক দশ, না হ'লে বুড়ার বশ,
ননদিনী দিবে মুখ নাড়া॥
দুখে বুক যায় বিদরিয়া। করি মন সান্ত্বনা কি দিয়া।
অলঙ্কার অঙ্গে মম, দংশিছে ভুজঙ্গ সম,
এই দেই টেনে ফেলাইয়া॥

এইরূপে ধনেশ্বরী পতি ভবনে মহাকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মাসাধিক অতীত হইলে এক দিবস একাকিনী নির্জ্জন সময়ে গৃহে বসিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হায়! লোকে বলে "কুপুত্র অনেক হয়, কু মাতা কখন নয়"। কিন্তু আমার ভাগ্যক্রমে বিপরীত বোধ হইতেছে। বোধ হয় আমাকে চির দুঃখিনী করিবেন বলিয়া ভগবান আমার মা বাপের অন্তঃকরণে স্নেহের কণা মাত্র দান করেন নাই। যদি তাঁহাদের শরীরে এক বিন্দু দয়া থাকিত, তাহা হইলে কি আশী বৎসর বয়সের পুরুষের সহিত আমার বিবাহ দিতে পারিতেন। হায়! মা যদি সুতিকালয়ে আমায় হত্যা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। তা মারিবেন কেন? আমায় মারিলে এত টাকা কোথা হইতে আসিত?।

এই সময় কুসুম কুমারী আসিয়া কহিল, সই! তুমি আপন মনে কি বলিতে ছিলে? আমায় দেখিয়া চুপ করিলে যে?

ধনেশ্বরী। না এমন কিছু বলি নাই। কখন ও মা'বাপের কাছ ছাড়া হয় নি, তাই তাঁদের জন্যে মনটা কেমন করিতেছে।

কুসুম। ভাই, আমায় গোপন করা তোমার অন্যায়। কেননা, আমি তোমায় সকল কথা খুলিয়া বলি। তোমার সঙ্গে আমার আজিকার ভাব নয়। ছেলে বেলায় একত্রে খেলা করিয়াছি, এমন কি, এক দণ্ড তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। আজ দুই বৎসর হইল শ্বশুর বাড়ী আসিয়া তোমার জন্যে যত মন কেমন করিত, এত আর কাহার জন্যে নয়। ভগবানের ইচ্ছায় এই গ্রামে তোমারও বিয়ে হইল দেখিয়া আহ্লাদে আমার আহার নিদ্রা নাই। আজ এক মাস হইল তুমি শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছ, ইহার মধ্যে এমন একটী দিন নাই, যে দিন তোমায় দেখিতে না আসিয়াছি। কিন্তু ভাই দুর্লভপুরে আমায় দেখিলে তোমার যেমন আনন্দ হইত, এখানে তাহার এক আনাও দেখিতে পাই না। তুমি সর্ব্বদাই কি ভাব কিছু বুঝিতে পারি না। দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতেছ; আমি সে দিনও তোমায় এই কথা বলিয়া ছিলাম, কিন্তু আমায় গোপন কর বলিয়া আর অধিক কিছু বলি নাই। যাহা হউক ভাই, আমি তোমার কাছে কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারি না, কিন্তু তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, অথবা আমায় বলিলে কোন হানি হয়, তাহা হইলে কেন বলিবে?

ধনেশ্বরী মনে মনে কহিল, সই আমায় বড ভাল বাসে। বিশেষ এ আমার বাপের বাড়ীর মেয়ে। চির কাল একত্রে খেলা করিয়াছি,-ইহারে বলিলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না। প্রকাশে কহিল দেখ সই, আজ তোমায় মনের কথা খুলিয়া বলি, কাহারে বলোনা ভাই।

কুসুম। ছি! ছি! গুপ্ত কথা কি ব্যক্ত করিতে আছে? বিশেষ, যে কথা বলিলে তোমার মন্দ হইবে, তাহা কি প্রাণ গেলেও বলিতে পারি? দেখ ভাই, আমি মেয়ে মানুষ বটি, কিন্তু অন্য অন্য মেযের মত আমার আলগা পেট নয়।

ধনেশ্বরী। আমার মা বাপ টাকার লোভে বুড বরের সঙ্গে আমার বে দিয়াছেন। যখন বিয়ে হয়, তখন বাবার আনন্দ দেখিযা কিছু বলিতে পারি নাই। ভাবিলাম এখন কিছু বলিলে কেবল বাবার মনে কষ্ট দেওযা হইবে, কিন্তু বিয়ে ফিরিবে না। এখানে আসিযা অবধি মনের দুঃখে মরিযা আছি। প্রথম প্রথম আমার মুখ ভাবী ভাবী দেখিযা আমার ননদ ভাবিত, বুঝি মা বাপের জন্যে মন কেমন করিতেছে, তাইতে কিছু বলিত না, মিষ্ট করিযা অনেক বুঝাইত, কিন্তু এখন আর সোজা মুখে কথা কয না। কাল কথায় কথায আমায় বলিল "তোর বাপ এক ধামা টাকা লইযাছে তুই সোযামীর সেবা করিবিনে?" বুড়োও আগে আগে কিছু বলিত না, এখন বড় যন্ত্রণা দিতেছে।

দেখিলে বুড়ার মুখ, পলায সকল সুখ,
বিদরিযা যায় বুক সই।
এ স্বামী কি মোরে সাজে, কব কারে মরি লাজে,
এ ঘরে কেমনে টিঁকে রই॥
পতির বয়স অন্ত, হল হল নড়ে দন্ত,
তোবড়ান গাল পরিপাটি।
আহা মরি কি সুবেশ, সু পক্ক মাথার কেশ,
পায়ের সাহায্য করে লাঠী॥
গিযেছে চক্ষের আশ, ললিত হয়েছে মাস,
চলিতে অশক্ত মোর স্বামী।

তাম্বুল ভক্ষণ ছেঁচে, আর কিবা সুখ বেঁচে,
এখন গেলেই বাঁচি আমি ॥
পিতা মাতা টাকা নিয়ে, বুড়া বরে দিল বিয়ে,
তার আর কি আছে উপায়।
যে রাখে সে যদি মারে, বাঁচাইতে কব কারে,
রক্ষক ভক্ষক বড় দায় ॥
জ্ঞান হীন পশু গণ, প্রাণ পণে প্রতিক্ষণ,
শাবকে আহার দিয়া রাখে।
এমন স্নেহের ধন, দিল পিতা বিসর্জ্জন,
এ যন্ত্রণা জানাইব কাকে ॥
হায় কি বিপদ ঘোর, না ভাবিল পিতা মোর,
আমায় অকুলে ফেলে দিতে।
বর দেখে মা আমার, কেঁদে ছিল এক বার,
টাকা দিয়া ভুলালেন পিতে ॥
যে পিতা ধনের তরে, কন্যাকে বিক্রয় করে,
সে পিতায় কার ভক্তি হয়।
হৃষ্ট পুষ্ট পাঁঠী আমি, কিনেছে আমার স্বামী,
মূল্যও দিয়াছে অল্প নয় ॥
হইয়াছি কেনা দাসী, লইয়াছি দুঃখ রাশি,
সহিয়াছি যন্ত্রণা বিষম।
এখনি হয়েছে বা কি, আরো কত আছে বাঁকী,
জুড়াইব যবে লবে যম ॥
গেলে প্রাণ এই বার, পাঁঠী বেচা ঘরে আর,
যেন মোর জন্ম নাহি ঘটে।
অন্য কিছু বাঞ্ছা নাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
ভগবান তোমার নিকটে ॥

কুসুম। দেখ সই, আমিও ভাবিতাম তুমি কেমন করিয়া এমন বুড়ার ঘর করিতেছ। পাছে দুঃখ কর বলিয়া কিছু বলিতাম না, এখন তুমি আপন

মুখে দুখেঃর কথা বলিতেছ শুনিয়া বড় দুঃখ হইতেছে। কিন্তু কি করিবে? ইহারত কিছু উপায় নাই। এখন বুড়াকে যুবা ভাবিয়া ধৈর্য্য হইয়া থাক।

ধনেশ্বরী। তাকি হয়ে থাকে, যদি বুড়াকে যুবা ভাবা যাইত, তাহা হইলে ধূলাকে লোকে চিনি বলিয়া খাইতে পারিত। আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানেনা, আমি দিন রাত্রি দুঃখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। চমকিত হইয়া কহিলেন, ঐ বুঝি আমার ননদ আসিতেছে, সই! তুমি এখন বাড়ী যাও।

ধনেশ্বরীর ননদিনী মাতঙ্গিনী আসিয়া হস্তভঙ্গী করতঃ কহিল, বলি ঘরের কোণে বসিয়া দুজনে ফুস ফুস করিয়া কি বলাবলি হইতেছে? ঘরে কি কাজ নেই? আজ খাবার সময় ছাই দিব।

ধনেশ্বরী কহিল কাজ কি সারা দিনই করিতে হইবে। তুমি কথায় কথায় অমন করিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া এস কেন? আমি কি মানুষ নই।

মাতঙ্গিনী। হাঁ এই যে কথা ফুটিয়াছে, তবু ভাল। আমি বলি বা ঘরেও যেমন বাহিরেও তেমনি। এ দিকে ত হাত পা নাড়িয়া ঝকড়া করিতে বেশ দেখিতেছি। কিন্তু দাদার ঘরে যাবার সময় অমনি পাঁচ বছুরে খুকী হও যে। বলে—

“ তাইত বলি ও আজুলী ছিল নেকীর ভাব,
আগে, ছিল নেকীর ভাব।
শেষে, এক লাফে টপকালী পাঁচিল, আঁচিল নয় এ আর,
ওলো, আঁচিল নয় এ আর॥

ধনেশ্বরী। তুমি অমন করিয়া আমায় ঠাট্টা করিওনা। তোমার ভাই কি আমার যোগ্য, তাই তার কাছে যাব। তুমি যদি রোজ আমায় ধরাধরি করিয়া বুড়ার ঘরে দেও, আমি বিষ খাইয়া মরিব।

মাতঙ্গিনী। হারামজাদী। তুই কি করিতে এসেছিস? দাদা কি তোরে পূজা করিতে এনেছেন? তোর বাপ একটী ধামা টাকা নিয়েছে তা জানিস? সুধু ঘরে যাওয়া কি, দাদার পাদক জল খাইলেও শোধ যাবেনা। তোরে বে করিতে আমাদের পুঁজী পাটা সব গিয়েচে। এখান হইতে নুনটুকু তেলটুকু পর্য্যন্ত গিয়েছিল, তোর বাপ এক ছিলিম তামাক

দেখনাই। তুই কিনা বলিস আমার দাদা তোর যোগ্য নন। আজ রাত্রে তোর হাত পা বাঁধিয়া ঘরে শোয়াব। ষোল বছুরে মাগীর আবার বুড়কে ভয় কি? আস্কারা দিলেই মানুষ কাঁদে উঠে। বোস! আগে দাদা আসুন, তাঁরে বলিব যে "তুমিত ওর যোগ্য নও, ও তোমায় চায় না।

মাতঙ্গিনী প্রস্থান করিলে পরে ধনেশ্বরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকিনী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার আর বাঁচিয়া সুখ নাই। আমি কোন দিকেই কিছু উপায় দেখিতে পাচ্চিনে। এত দিন ব্যামোর ওজর করিয়া ঘরে শুইনি, আজ ত সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এখন করি কি? আমিত প্রাণান্তেও বুড়োর বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না। উঃ যেদিকে চাই সেই দিক অন্ধকার। কেবল মরাই এ যন্ত্রণা নিবারণের উপায়, তাতো হাতেই আছে, আবার সুবিধাও বেস। কেননা আমি মরিলে কেহ কাঁদিবেনা। বিয়ের আগে মরিলে টাকার জন্যে মা বাপের দুঃখ হইত, এখন আর তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? এমন সময়ে যদি না মরি, তবে আর কোন্ কালে মরিব? কিন্তু মার জন্যে এক একবার মনটা কেমন করে। আমার বিয়ের সময় তিনি কাঁদিয়া ছিলেন। হাজার হোক মা কিনা, তাঁর একটু টান আছেই। তবে কিনা বাবার অমতে তিনি কোন কাজ করিতে পারেন না বলিয়াই আমার এই দশা ঘটিয়াছে। উঃ বাবা কি নিষ্ঠুর। আমি যে মরিতে চাহিতেছি, এ ত তারই জন্যে। তিনি যদি টাকার লোভ না করিয়া এমন পাত্রের সঙ্গে আমার বে না দিতেন, তাহ'লে ত আত্মহত্যা কর্ত্তাম না। না আর মরণ কালে বাবার নিন্দা করিব না, তাঁর কিছু দোষ নাই, সকলি আপনাপন অদৃষ্টের ফল। এখন কেমন করিয়াই বা মরি। ঐ যে নোড়া টা পড়িয়া আছে, উহার বাড়ীই এক ঘা মাথায় মারিব কি? উঃ তা হ'লে যে মাথার হাড় গুলা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কি বালাই, আমি মরিতে যাইতেছি, আমার হাড় ভাঙ্গায় ক্ষতি কি? তবে একটা ভয় আছে, নোড়ার এক ঘায়ে না মরিলে বড় যন্ত্রণা হইবে। একটু বিষ পাইলে বড় ভাল হইত, তা এখন কোথায় পাইব? হাঁ হাঁ বেস সুবিধে

হয়েছে, ঐ আলনার দড়ি গাছটা ফাঁস করিয়া গলায় দিয়া ঝুলিয়া পড়িলেই শীঘ্র মরণ হইবে। তবে আর দেরি কি?

ধনেশ্বরী এইরূপ চিন্তা করিয়া আলনার রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাবা! আমি তোমার কাছে বিস্তর অপরাধ করিয়াছি। অধিক দিন বাঁচিলে হয় ত আরও কত দায়ে ঠেকিতে হইবে। সেই জন্যে আর আমার থাকা উচিত নয়। এই হতভাগিনীকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু লাভ করিয়া ছিলে, তের বৎসর প্রতিপালন করাতে তাহার চতুর্গুণ ব্যয় হইয়া থাকিবে। এখন সেই ঋণ হইতে আমায় মুক্ত কর। আর কখন আমার ভার লইতে হইবেনা।

জননী তোমার পায়ে, সহস্র প্রণাম।
কখন কখন মনে, করো মোর নাম॥
বিবাহ দিয়াই পিতা, পাঠালে আমারে।
সাধ পুরে মা বলিতে, পায়নি তোমারে॥
কে আছে পাপিনী আর, জগতে এমন।
না করেছি কভু তব, চরণ সেবন॥
দুহিতা স্নেহের পাত্রী, হয় পুত্র চেয়ে।
কিন্তু আমি মা তোমার, অভাগিনী মেয়ে॥
সহিতে নাপারি আর, এ ঘোর যন্ত্রণা।
এখনি ত্যজিব প্রাণ, করেছি মন্ত্রণা॥

এই রূপে মাতা পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ গলোদেশে রজ্জু প্রদান করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ ছট্ ফট্ করিয়া অসীম যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় চারি দণ্ড পরে, উদ্বাহ কাঙ্গাল বাহির হইতে আসিয়া ভগ্নীকে কহিলেন, মাতঙ্গিনী ছোট বউ কোথায়?

মাতঙ্গিনী। তুমি আর বউকে ছোট বউ বলিয়া ডেকোনা, ছোট কর্ত্রী বলিয়া ডেকো। সে তোমায় চাকরের চেয়েও ছোট দেখে। আজ যে কথা বলিয়াছে, তোমার কাছে বলিতে লজ্জা করে, অথচ না বলিলেও চলেনা। কথায় কথায় তোমার বশে থাকিতে বলিয়া ছিলাম বলিয়া দুই হাত নাড়িয়া

"সেকি আমার যোগ্য" অনায়াসে এই কথা বলিল। ছি ! ছি !, এমন ছোটলোকের মেয়েও ঘরে আনে। আগে ভাবিতাম নূতন এসেচে, এখনও ভয় ভাঙ্গা হয়নি, আর দশ দিন পরে তোমার বশ হবে। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তা নয়, ওর রকম সকম বড় মন্দ।

উদ্বাহ কাঙ্গাল ভগ্নীর কথা শুনিয়া কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। ভগ্নী দূরে থাকুক, পিতা মাতাও স্বীয় পুত্রকে স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহেন। বিশেষতঃ উদ্বাহ কাঙ্গাল নিতান্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীর প্রতি তাহার ক্রোধ হওয়া সুদূর-পরাহত। যাহা হউক উদ্বাহ কাঙ্গাল ধনেশ্বরীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া " ছোট বউ দুয়ার খোল ও ছোট বউ দুয়ার খোলনা " এইরূপে বিস্তর ডাকিলেন। কিন্তু কে উত্তর দিবে ?।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতঙ্গিনী আসিয়া বাতায়ন পথ দিয়া দৃষ্টিপাত করতঃ চমকিত হইয়া কহিলেন, ও দাদা, ছোট বউ যে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। ওমা একি ? ঐ জীব বেরিয়ে পড়েছে যে।

উদ্বাহ কাঙ্গালের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কহিলেন সেকি ? আরে বলিস কি ? ওরে কে আছিস রে দুয়ার ভাঙ্গ্ দুয়ার ভাঙ্গ্।

মাতঙ্গিনী কহিল দাদা এখন গোলযোগ করিয়া কাজ নাই। এ ফঙ্গবেনে দুয়ার এখনি খোলা যাইবে। দ্বারে করাঘাত করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক কহিল দাদা এই দেখ।

উদ্বাহ সরোদনে কহিলেন আ সর্ব্বনাশ ! আমার সর্ব্বস্বধন গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাতী ! তুই সত্য বল ছোট বউকে কি বলিয়াছিলি ?

মাতঙ্গিনী। দাদা আমি শালগ্রামের মাথায় হাত দিয়া বলিতে পারি, আর কিছু বলেনি। যা বলিয়াছিলাম, তা তোমায় বলিযাছি। আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি ও রাগ করিয়া মরে নাই। ও এবাড়ীতে আসিয়া অবধি একটী দিন হেসে কথা কয়নি। এই মাত্র আমায় বলিল " বুড়োর ঘরে যাইতে হইলে বিষ খাইয়া মরিব "।

উদ্বাহ। যে কারণেই হউক, কেবল যে একাকী মরিল তাহা নহে.

আমাকেও মারিল। ভগিনী! আমাব আশা ত্যাগ কর। চীৎকার স্বরে রোদন করিতে কবিতে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে একদিনও আমার সহিত হাসিযা কথা কও নাই, তাহাও আমার পক্ষে ভাল ছিল। হায। তুমি আগে আমায় মারিয়া বিধবা হইয়া কেন এই ভিটায় থাকিলেনা?।

কোথায় পলালে প্রিয়ে, মোবে দিয়া ফাঁকি।
তোমাধনে হারা হয়ে, কাবে লযে থাকি॥
কতদিন ঘুবে ঘুরে, যদি হ'লো বিয়ে।
ঘর করা না সহিল, তোমারে লইয়ে॥
বেঁচে যে ছিলাম সুধু, তব মুখ চেযে।
ভাবিতাম আমি যুবা, যুবতীবে পেয়ে॥
হেরিলে তোমায হ'তো, চতুর্গুণ বল।
তুমিই এ অভাগাব, সম্বল কেবল॥
তুমিহে অন্ধেব যষ্টি, আঁধারের আল।
বলিতে যে কটু কথা, তাও ছিল ভাল॥
ধার্ম্মিকেব ধর্ম্ম তুমি, কৃপণেব ধন।
রোগীর ঔষধি তুমি, মীনেব জীবন।
পিপাসাতুরের বারী, মাতালের মদ।
শোক সংহারিনী ধনী, তুমি সুখ হ্রদ॥

উদ্বাহ কাঙ্গাল এইরূপে আক্ষেপ করিতে করিতে অচৈতন্য হইযা ভূমি-তলে পতিত হইলেন।

ইহার দুই দিবস পরে, কুসুম কুমাবী দুর্লভপুরে আসিযা ধনেশ্বরীব মৃত্যু বৃত্তান্ত প্রচার করিলেন। সেই দিবস জ্ঞানেন্দ্র বাবু বৈটকখানায় বসিয়া সত্যপ্রিযকে কহিলেন, ভাই হে! পিশাচ কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, একেত কন্যা বিক্রয় করাই নিষ্ঠুরতার শেষ, তাহাতে তিনটী পাত্রের সহিত চুক্তি করিয়া তাহাদিগকে আশা দিয়া আনিয়া "যিনি অধিক দিবেন তাহারেই কন্যা দিব" নিলামকাবীর ন্যায় এরূপ কথা বলা ত কখন শুনি নাই। যাহা হউক, অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত একটী বালিকার বিবাহ দেওয়া যে কি পর্য্যন্ত স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ, তাহা এদেশের অনেকেই বিবেচনা করেন না। স্বভাবের

বিপরীত ঘটনা হইলে যে বিঘ্ন ঘটিবেই ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৌলীন্য প্রথা, কন্যা বিক্রয়, দুঃখিনী বিধবা দিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কতকগুলি ভয়ানক কুকার্য্য যে এদেশ হইতে কত দিনে উন্মূলিত হইবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস বেলা চারিটার সময় ভক্তরামের বৈটকখানায় রাধাবল্লভের ঝুলানের আয়োজন ও ফর্দ হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, এক দল খেম্‌টা না হইলে আসর জমকাইবেনা, কেহ কহিতেছেন, মেযে পাঁচালীতে মজা আছে। কেহ বলিলেন, আজকাল ঢেঙ্গাকমলীর ঢপ না হইলে যশ হইবেনা। কেহ কহিলেন, ঢেঙ্গাকমলীর চেয়ে কাল কিশোরী পাকা গাইযে। একজন গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিলেন, তোমাদের অগাধ বিদ্যা, প্রায় গান শুনিতেই সকলে আসিযা থাকে আর কি? "অগ্রে দর্শন ডালি, পশ্চাৎ গুণ বিচারী" সোনাগাছির হীরামণিকে আন, সে গাহিতে পারুক না পারুক, আসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার হাত নাড়িলেই আমোদের চূড়ান্ত হইবে। শেষ একজন কহিলেন, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে যাহাতে এক লহমা আসর খালি না থাকে, তাহা করিতে হইবে।

এই সময় ন্যাযবাদী শর্ম্মা কলিকাতা হইতে স্বভবনে আগমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া ভক্তরামের ভবনাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, অতিবুদ্ধি চৌধুরীর বিষযে যে সকল কথা শুনিয়া আসিলাম, বোধ হয়

মিথ্যা হইবেনা। উত্তম হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। জুযাচুবী প্রবঞ্চনা কত দিন ছাপা থাকে। প্রবঞ্চকেব আর ফিবিতে নাহয, তাহা হইলেই গ্রামটা রক্ষা পায়। বোধ হয় ফিবিতে হইবেনা, যেহেতু একে বযস অধিক তাহাতে আবার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কাবাবাস, এইবাবেই বাছার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে। যাহা হউক তাহাব পরমাত্মীয় ভক্তরামকে একবার শুভ সমাচারটা দিয়া আসা যাউক। ভক্তরামের ভবনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কিগো গোশ্বামী মহাশয়, চৌধুবী মহাশয়ের সংবাদটা শুনিযাছেন ত?।

ভক্তরাম। কি সমাচার হে, তাঁহার ত শীঘ্র বাটী আসিবাব কথা আছে।

ন্যায। বোধহয তিনি এখন কিছু দিন আসিতে পাবিবেন না।

ভক্ত। সেকি? আব তিন দিন পরে রাধাবল্লভেব ঝুলান যাত্রা। তাঁহাব সহিত যাত্রাওযালা, খেমটী আউলী প্রভৃতি স্থষ্টিসংসার আসিবাব কথা আছে; তিনি না আসিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে। বোধ হয় তুমি বিশেষ জাননা।

ন্যায। আমি শুনিয়া আসিযাছি, তিনি এখানকার রাধাবল্লভের মন্দিরে যাত্রাওযালাদিগেব নূপুবধ্বনি শ্রবণ না কবিয়া এবাব সেখানকার মহাবাণীব শ্রীমন্দিবে স্বয়ংই নূপুব পবিধানপূর্ব্বক কিছু দিন নৃত্য কবিবেন।

ভক্ত। আঃ ভাল করিযাই বলনা; উচাটনের সময কি তামাসা ভাল লাগে? তিনি ছুটী পাইযাছেন ত?

ন্যায়। সুধু ছুটী কি? ছুটাছুটী পর্য্যন্ত পাইয়াছেন।

ভক্ত। তুমি যে এখনও কৌতুক করিতে লাগিলে। কি হইয়াছে শীঘ্র বল।

ন্যায়। তোমার খুড়া মহাশয়ের কঠিন পবিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কারাবাস হইবার কথা শুনিয়া আসিয়াছি।

ভক্তবাম কিঞ্চিৎকাল চিন্তা কবিয়া কহিলেন, কি? এত বড় লোকটার মেযাদ হইবে? "কাশীতে ভূমি কম্প"।

ন্যাযবাদী কহিলেন, মহাশয় বলেন কি? তিনি কি ভাল লোক ছিলেন?

ভক্ত। বল কিহে, তেমন লোক কি দেখিতে পাওয়া যায়? খুড়া মহাশয় দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিতেন।

ন্যায। আমার বিবেচনায় তিনি শিষ্টের দমন দুষ্টের পালন করিয়াছেন। এই গ্রামে বাঁড়ী ভু ড়ী, হালতি বালতির এক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত গ্রাস কবিযাছেন, আব এক জন কনষ্টেবল দেখিলে ভয়ে জড় সড় হইয়া তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী দিতেন। এমন কাপুরুষ পাষণ্ড কি পৃথিবীতে আছে?

ভক্ত। শুন ন্যায়বাদী, মানুষের সকল গুণ থাকেনা। কিন্তু খুড়া মহাশযেব দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক, যেহেতু ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা আহ্নিক ব্যতিত জল গ্রহণ করেননা, আর অনববত হরিনাম।

ন্যায। আপনাদিগেব একটী সংস্কাব আছে, সমস্ত দিন পাপাচবণ করিযা সন্ধ্যা কালে একবার মালা ঠক ঠক কবিলেই সকল পাপ হইতে পবিত্রাণ পাওযা যায়। কিন্তু মহাশযকে এ বিষয়েব একটী সামান্য উদাহবণ দিতেছি শুনুন। বিবেচনা করিযা দেখুন যদি কোন ভৃত্য তাঁহাব প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অনববত তাঁহার নাম কবে, তাহা হইলে কি প্রভু সেই ভৃত্যের প্রতি সদয় হন?

ভক্ত। আঃ তুমি মানুষেব সঙ্গে আর সেই বৃন্দাবন চন্দ্রের সঙ্গে তুল্য কবিলে হে। ছি ছি! ও কথা কি মুখাগ্রে আনিতে আছে? ব্রজলীলা শুনিয়া যাহার মন দ্রব নাহয়, তাহারে ধিক। এই কথা বলিয়া "কিবারে দুইকরে দুইপদ ধরিল হু মাধব রে, দুইকরে দুই" এই কীর্ত্তনেব পদটী গাহিলেন।

ন্যায। আপনার খুড়া মহাশয় যে হরিনামামৃত পানে মগ্ন থাকিতেন, সেই হরিনামের ঝুলীর ভিতব একটী চোরা অঙ্গুবী বাখিযা ঘোর বিপদে পতিত হন। আবার বেচারাম দত্তের নামে জালখত কবিয়া তাহার সর্ব্বনাশেব চেষ্টা কবিতে করিতে ধরা পড়িয়াছেন। এইরূপ চারিটী মোকোদ্দামা উপস্থিত হইযাছে।

ভক্ত। কি কি, ঝুলীব ভিতর চোরা অঙ্গুবী কিরূপে রাখিলেন? খুড়া মহাশয়ের চমৎকার বুদ্ধি। যাহা হউক বৃত্তান্তটা কি বিশেষ করিয়া বল, বমাল ধরিল কি প্রকারে?

ন্যায়। এমন কোন্ বিষয় আছে যে চিরদিন ছাপা থাকে ? ক্রমে ক্রমে অবশ্যই প্রকাশ হয়। বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন আপনার খুড়া মহাশয়কে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যে মৃত্যুকালে বিষয়াদির ভাবার্পণ করতঃ তাহার স্ত্রী পুত্রকে হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া যান। অল্প দিবস পরেই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের এক কপর্দ্দকও নাই। অবশিষ্ট তাহার কন্যার হাতে একটী অধিক মূল্যের অঙ্গুরী ছিল, তাহাও অপহৃত হয়; সেই উপলক্ষে আপনার খুড়া মহাশয় বাটীর নিকটবর্ত্তী নীচলোকদিগকে নিস্পীড়ন করিয়া অনেকগুলি টাকা বাজে আদায়ও করেন। সংপ্রতি সেই অঙ্গুরীটী তাঁহারই ঝুলীর ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে, কাজটী সম্পূর্ণ দাগাবাজী।

ভক্তরাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খুড়া মহাশয়ের বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। যদিও তিনি জেলে গিয়াছেন, কিন্তু অল্প দিন পরে কোন না কোন কৌশলে প্রত্যাগমন করিবেন।

ন্যায়। সে বিষয়ে বড কসুরও করেন নাই। কিন্তু সে স্থানটী বড কঠিন। শুনিলাম গ্রেপ্তার সময়ে কৌশলে পলাইবার চেষ্টা করাতে জমাদার চাচার বজ্র-মুষ্টি প্রহারে কাপড়ে অসামাল হইয়াছিলেন। আঃ সেদিন যে কষ্ট, রাম রাম!

ভক্তরাম মনে মনে কহিলেন, মিথ্যা নয়, সে বড় কঠিন স্থানই বটে। সেখানে আমাদের দুখে দুলে ও নিতে চাঁড়ালের পাহারা নয় যে গোঁসাই বলিয়া ছাড়িয়া দিবে। সেই দয়ামায়া হীন ভোজপুরে বেটারা যেন যম দূত। সেখানে খুড়ামহাশয়ের বুদ্ধি খাটে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আমি যে খুড়া মহাশয়ের সহযোগী হইয়া আজিও ধরা পড়িনাই, ইহাই আশ্চর্য্য। খুড়া মহাশয় অনবরত হরিনাম করিয়া সামান্য কারণে জেলে গিয়াছেন শুনিয়া বোধ হইতেছে কালের ধর্ম্মে হরিনামের বলের হ্রাস হইতেছে। প্রকাশে কহিলেন, ওহে ন্যায়বাদী, কলিকালে যে এই গুলা ঘটিবে তাহাত শাস্ত্রেই লিখিয়াছে।

"উপনীত কলিকাল, ম্লেচ্ছ হলো মহিপাল,
যবনে করিছে পাঠ বেদ।
ধার্ম্মিকের হাতে দড়ি, পাপাত্মার ভাগ্যে কড়ি,
এই বড় মনে রৈল খেদ" ॥

ন্যায। আপনাব বিবেচনায কি অতিবুদ্ধি মহাশয সুকার্য্য করিয়াছেন ?

ভক্ত। তাহাব আব সন্দেহ কি ? যে ব্যক্তি দিনান্তে একবাব হরিনাম কবে সেকি সামান্য লোক ? যেমন পর্ব্বতাকাব তুলা রাশি এক বিন্দু বহ্নি সংযোগে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ কোটী কল্পেব পাপাচাবী ব্যক্তি একবাব হবিধ্বনি কবিলে তদ্দণ্ডে সমুদায পাপ হইতে পবিত্রাণ পায। খুড়া-মহাশয যে পবিমাণে হবিনাম কবিযাছেন, এ হিসাবে অনেক বেশী হইযাছে।

ন্যায। তবে আমি পবাস্ত হইলাম। আপনি অতিবুদ্ধিব মন্ত্রণানুসারে কার্য্য কবিযা ভবিষ্যতে সেই গতিই প্রাপ্ত হউন। সংপ্রতি আপনাব পবমাত্মীয অতিবুদ্ধি মহাশযেব সর্ব্বস্ব বাজকোষ ভুক্ত হওযাতে তাহাব পবিবাব, তিন চাবিটী অপোগণ্ড সন্তান লইযা মহা কষ্টে পডিযাছেন ; সে বিষযে কি কবিতেছেন ?

ভক্ত। তাহাব আব আমি কি করিব ? টাকা দিযা কে কাহাব উপকাব কবিযা থাকে ?

ন্যায। বাঃ আপনাদিগেব মিত্রতাও চমৎকাব। বসবাজের প্রতি কহিলেন, ওহে ভাযা। অতিবুদ্ধিব নামে যে গীতটী বচনা হইয়াছে, একবার গোস্বামী মহাশয়কে শুনাইযা দেও। বসবাজ হাতে তুড়ি দিতে দিতে এই গীতটী গাহিলেন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট— তাল ঢিমে তেতালা।

অতিবুদ্ধিব দফা বফা হলো ভাই।
পায়ে লোহাব মল, কবে ঝল মল,
আহা গ্রামেব কর্ত্তা মহাশযেব একি দশা দেখ্‌তে পাই ॥
কত রাঁড়ী ভুঁড়ীব বিষয় কেড়ে, লযেছে সেই ভেড়েব ভেড়ে,
কত লোকের দফা শেষ করেছে ;

বিড়াল তপস্বী সে যে, পরম বৈষ্ণব সেজে,
কুড়ানী ভাড়ানীর ধন হয়েছে ;
আবার অবিরাম, মুখে হরিনাম,
আহা এমন ধার্ম্মিক চূড়ামণি ত্রিভুবনে আর নাই ॥

এইগীতটী গাহিয়া রসরাজ ও ন্যায়বাদী গাত্রোত্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে জয়রামপুরের থানার ইনেস্পেক্‌টার চারিজন কনষ্টেবেলের সহিত আসিয়া একখানি পরওয়ানা দেখাইয়া ভক্তরামকে গ্রেপ্তার করিলেন। ন্যায়বাদী অনুভবে বুঝিলেন, সংপ্রতি অতিবুদ্ধি চৌধুরী যে কলিকাতায় কয়েকটী চুরী ও জাল করিয়া ধৃত হইয়াছেন, ভক্তরাম তাহার সহযোগী ছিলেন। পরওয়ানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলেন, অতিবুদ্ধির এজাহারেই ভক্তরাম গ্রেপ্তার হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ন্যায়বাদী ভক্তরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহাশয়, এ অবস্থায় আপনার সহিত কৌতুক করা আমাদিগের উচিত নয়। তথাচ আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনার খুড়া মহাশয় আপনাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, বোধ হয় সেই জন্যই আকর্ষণ করিয়াছেন। এ উপায় ভিন্ন বর্ত্তমানাবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। অতএব ইহাতে দুঃখিত হইবেন না। যে খুড়ামহাশয়ের নিমিত্ত নিরন্তর আপনার প্রাণ কাঁদে, ভাগ্যক্রমে সেই খুড়ার সহিত পাঁচ সাত বৎসর একঘরে বাস, একাশনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন, আবার এক ঘানি টানন প্রভৃতি সকল কার্য্যই একত্রে হইবে। অতএব ইহার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি? মহাশয় একবার স্মরণ করুন দেখি আমরা আপনাকে সু-পরামর্শ দিতাম কি না? ঔষধি আপাততঃ তিক্ত লাগে বটে, কিন্ত উৎকট রোগারোগ্য করিতে সমর্থ। যাহাহউক আপনার এ অবস্থা দেখিয়া আমরা সুখী হইতেছি এমন বিবেচনা করিবেন না, বরং অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। কিন্ত আপনার কু-পরামর্শ গুলি স্মরণ হইলে সুখী হওয়াও বিচিত্র নয়। নির্দ্দোষী সাবিত্রীর কন্যা নির্ম্মলাকে হরণ করতঃ কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া আসিবার যে পরামর্শটা হইয়াছিল, তাহাকি আমরা জানিতে পারিনাই? এইরূপ শত শত ভয়ঙ্কর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে আপনাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কা হইত না। ভাবিতেন

কুকার্য্য গুলি চিরকালই গোপন থাকিবে, কিন্তু জগতের এরূপ নিয়ম নয়, কোন বিষয়ই চিরকাল গোপন থাকে না।

শীঘ্র কি বিলম্বে ফলে, কুকর্ম্মের ফল।
ফলতঃ ফলিবে, নহে সন্দেহের স্থল॥
হাতে হাতে সব ফল, যদ্যপি ফলিত।
তাহ'লে কেহনা আর, কুপথে চলিত॥
ভাল মন্দ নির্ব্বাচিত, হইবার তরে।
কুকর্ম্মের ফল ফলে, কিছু দিন পরে॥
কার সাধ্য চিরকাল, রাখিবে ছাপিয়ে।
পরিপূর্ণ হ'লে তূর্ণ, পড়েই ছাপিয়ে॥
যত কেন সুকৌশলে, রাখেনা চাপিয়ে।
দৈব হয়ে প্রতিকুল, দিবেক ছাপিয়ে॥

ন্যায়বাদী ও রসরাজ প্রস্থান করিলে ভক্তরামের অন্তঃপুর হইতে চীৎকার স্বরে রোদন ধ্বনি উত্থিত হইল। ভক্তরাম অধঃবদনে ভাবী কষ্ট ভাবিতে ভাবিতে শ্রীঘরে গমন করিলেন। গ্রামের প্রধান এই দুই ব্যক্তির উৎকট দণ্ড দেখিয়া ভক্তরামের দলাক্রান্ত আর কেহই সাবিত্রীর কন্যা নির্ম্মলার বিবাহের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সাহসী হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বেহারীর সহিত নির্ম্মলার বিবাহ হইবে শুনিয়া রঙ্গিণী গোয়ালিনীর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। এক দিবস যোগেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাটী গমন করিয়া বিনোদের বিধবা মাতা রাজরাজেশ্বরীকে কহিল, কিগো বরের মা, ছেলের বর সজ্জার উজ্জুগ কিছু দেখ্তে পাচ্চিনে কেন ?

রাজরাজেশ্বরী কহিলেন, এই হয় আর কি। দূর দেশে ত বিয়ে করিতে যাওয়া নয় যে দিন থাকিতে আয়োজন করিতে হইবে। এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইবে তার আর তাড়াতাড়ি কি ?

রঙ্গিণী। তোমার ছেলে বিনোদ কোথায় ? একবার তারে দেখে যাব।

রাজ। কেন, তুই কি বিনোদকে দেখিস্ নি ?

রঙ্গিনী। তেমন দেখা ঢের দেখেছি, আজকার দেখাই দেখা। আমি যে নির্ম্মলাকে হাতে গড়িয়ে মানুষ করেচি, সেই নির্ম্মলাকে বিয়ে ক'রে তিনি আমার নাতজামাই হবেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা আছে। তোমরা একবার তাঁরে ডেকে দিয়ে স'রে যাও।

রাজরাজেশ্বরী অন্য গৃহে গমন করিলেন। রঙ্গিনী বিনোদ বেহারীকে কহিল, এসহে ভাই, তুমি যে আমার নাতজামাই হবে।

বিনোদ কহিলেন, রঙ্গিনী দিদি তুমি এসেছো বড় ভাল হয়েছে। বল দেখি তোমাদের নির্ম্মলা কেমন ?

রঙ্গিনী। আমি ঐ কথাটী শুনিব বলেই এসেচি। নির্ম্মলা কেমন তাকি শুনিতে পাওনি ? তারে দেখিলে চক্ষের পাপ পালায়। আমি মেয়ে মানুষ হয়ে তার গুণের কথা কত বলিব ? যা জানি তার একশ ভাগের এক ভাগও বলিতে পারিবনা।

কি কব তাহার, রূপের বাহার,
বলিতে না পারা যায়।
মধুর হাসিনী, অমৃত ভাষিনী,
নলিনী কোমল কায়॥
শুন সবিশেষ, পদে পড়ে কেশ,
অযতনে তবু আছে।
ভুবন মোহিনী, স্থির সৌদামিনী,
দাঁড়াতে নাপারে কাছে॥
সহাস্য বদন, শোক নিবারণ,
সুখ উদ্দীপণ করে।
সে নব ললনা, নাজানে ছলনা,
অকপট ভাব ধরে॥
সুধু নহে রূপ, সীতার স্বরূপ,
গুণ আছে তার কত।
বালিকা বেলায়, বালিকা খেলায়,
কভু সে হয়নি রত॥
কিছু নাহি চায়, বিদ্যালোচনায়,
দিবস রজনী রহে।
প্রতিবাসী গণ, কহে কু বচন,
তথাপি অসুখী নহে॥

আমি তার এক আনাও বলিতে পারিলাম না। তোমার শুনেই বা কাজ কি? একেবারে দেখিতেই পাবে। তখন এক এক বার মনে করিও রঙ্গিণী যা বলেছিল সব সত্য। এখন আমি চলিলাম, এখনি নির্ম্মলার কাছে যেতে হবে।

রঙ্গিনী গমনোদ্যত হইলে রাজরাজেশ্বরী কহিলেন, বাছা, তুই যাইবার সময় যদি আমার একটী কাজ করিয়া যাইতে পারিস, বড় উপকার হয়। বৌমায়ের গহনার জন্তে সনাতন পোদ্দারের নিকট সোণা কিনিবার কথা আছে। আমি মেয়ে মানুষ, দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে পারিব না;

বিনোদ ত পড়া লইয়াই ব্যস্ত। তুই জ্ঞানেন্দ্রকে আমার নাম করিয়া বলিস, তিনি যেন সনাতনের নিকট সোণা কিনিয়া আমায় পাঠাইয়া দেন।

বঙ্গিণী কহিল এত ভারী উপকার। আমি এখনি গিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বলিব, আর বল যদি তাঁর সঙ্গে সনাতনের বাড়ীতেও যাইতে পারি। এই কথা বলিয়া বঙ্গিণী প্রস্থান করিল।

দুর্লভপুরের দক্ষিণ পাড়ায় সনাতন পোদ্দারের বাটী। সনাতন প্রথমে অত্যন্ত দুঃখি ছিলেন, এমনকি দিনপাত হওয়া ভার হইত। তিন চারি বৎসর চেষ্টা করিতে করিতে কলিকাতায় মোহন মল্লীকের বোকড়ের দোকানে খোরাক পোসাক ও আট টাকা বেতনের এক চাকরী হয়। সুবিধার মধ্যে সনাতনের এক প্রাচিন মা বৈ আর পরিবার ছিলনা। সুতরাং প্রতি মাসে বাটীতে দুইটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া আর ছয়টী টাকা সঞ্চয় করিতেন। প্রতিজ্ঞা ছিল, ঐ ছয় টাকার মধ্যে হইতে এক পয়সা ব্যয় করিবেন না। তাহা সফলও হইয়াছিল। তিন বৎসরে দুইশত ষোল টাকা সঞ্চয় হইলে, সনাতন চাকরী পরিত্যাগ করিয়া একখানি খুচরা তুলার দোকান করেন। তাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও পরিমিত ব্যয় করিয়া তিন চারি বৎসরের মধ্যে সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করতঃ সে দোকানে চাকর রাখিয়া নিজে একখানি চাউলের দোকান করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে বড় বাজারে একখানি বোকড়ের দোকান খুলিলেন। তাহাতে অত্যন্ত লাভ হইতে লাগিল। ক্রয় বিক্রয়ের গোলযোগে আহার নিদ্রা রহিত। ক্রমে ক্রমে বড়বাজারে চারিখানা বোকড়ের দোকান, চারিখানা কাপড়ের দোকান, দশখানা বাসনের দোকান, প্রভৃতিতে তিন চারি লক্ষ টাকা খাটিতে লাগিল। ইহা ব্যতিত হাট-খোলায় প্রকাণ্ড আড়ত প্রস্তুত হইল। দুলালগঞ্জ, বাকরগঞ্জ, কাঁলনার গঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জে সনাতনের কারবার চলিতে লাগিল। সনাতন যখন প্রথম বোকড়ের দোকান খুলেন, সেই সময় বিবাহ করিয়া ছিলেন। অর্থ লাভের সঙ্গে সঙ্গে চারিটী সন্তান লাভও হইয়াছিল

সনাতনের পুত্রেরা উপযুক্ত হইলে কারবারের ভার তাহাদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া সনাতন জন্মভূমী দুর্লভপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন, সনাতন বিশ লক্ষ টাকা করিয়াছে, কেহ কহেন ত্রিশ লক্ষের উপর হইবে, এইরূপ জনরব হইতে লাগিল। দুর্লভপুরের অবস্থা দেখিলে কেহ বিবেচনা করিতে পারিতেন না যে, সনাতনের বিষয় আছে। এখানে অন্তঃপুরের পৈতৃক একতল গৃহটী মেরামত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আর একটী সামান্যরূপ পূজার দালান ও নিজের বসিবার নিমিত্ত দরজার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠারী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। সনাতন কহিতেন, "পল্লীগ্রামে বাড়ী করা মিথ্যা, যেহেতু অসময়ে ভাড়া পাওয়া যায়না, এবং সিকি মূল্যেও বিক্রয় হয়না"। সনাতন কলিকাতায় দশ খানা বড় বড় বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন। এত ঐশ্বর্য্য করিয়াও সনাতনের পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আটটাকা বেতন পাইয়া যেরূপ ভাবে চলিতেন, এখনও প্রায় সেইরূপ। সনাতন খাট খাট ধুতি গুলি পরিতে ভাল বাসিতেন, ডাবা হুঁকায় তামাকু খাইতেন, ফাটিলে তালি দিতেন। তিনি একটী ভগ্ন বাক্স ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক ছিন্ন মাদুরে উপবেশন করিয়া কোথায় কি লাভ হইল দেখিতেন। বরাদ্দ ছিল, একখানি রোকড়ের দোকানের লাভ হইতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ, সংসার খরচ ইত্যাদি সমুদায় সম্পন্ন হইবে। অন্যান্য কারবারের লাভ সঞ্চিত থাকিবে, সুবিধা বুঝিয়া নূতন নূতন কারবার খোলা হইবে। দুর্গোৎসবে তৈলেভাজা লুচি ও নারিকেল লাড়ু বরাদ্দ ছিল। এইরূপ নিয়মে সমুদায় ক্রিয়া গুলি সনাতনকে করিতে হইত। প্রতিমাসে সনাতন তৎপুত্র-গণকে এক এক খানি পত্র লিখিতেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"বাবা! বহু কষ্টে পয়সা আসিয়া থাকে। তোমরা বিনা কষ্টে পাইয়াছ বলিয়া অপব্যয় করিওনা। যত্ন না করিলে কিছুই থাকেনা। পিতা যদি পুত্রকে যত্ন না করেন, পুত্র তিষ্ঠিতে পারেনা, অতএব অযত্নে যে অর্থ পলায়ন করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? আর দেখ, যত্ন করিলে পরও আপনার হয়, লক্ষ্মী কেনইবা না তোমাদের গৃহে চিরস্থায়ী থাকিবেন? বাবা! সামর্থ থাকিতে কখন গাড়ী পালকী চড়িয়া ধন নষ্ট করিও না।

ভগবান পা দিয়াছেন, না চলিলে খিল বদ্ধ হয় এবং বাতে ধরে। দেখ দেখি চলায় কত সুখ? পয়সা ব্যয় হইল না এবং শরীরও ভাল রহিল। বাপু! লোভাশক্ত হইয়া নিত্য নূতন আহার করিতে অভিলাষ করিওনা। দেখ, খড় মাটিতেও গর্ত্ত পুরে, সোণা রূপা ঢালিয়াও গর্ত্ত পূর্ণ করা যায়। বিশেষ গলোনালীতে পড়িলে ক্ষীর ছানা মাখনও যা, শাক অন্নও তা। যতক্ষণ মুখে থাকে ততক্ষণ আস্বাদনের তারতম্য হয় বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ? মুহূর্ত্তকাল সুখের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। উত্তম আহার ব্যতিত শরীর ভাল থাকেনা, এ প্রবাদটী সত্য বটে, কিন্তু পরিশ্রম ভিন্ন শরীর ভাল থাকেনা, এ প্রবাদের কাছে নয়। শরীর ভাল থাকিবে বলিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যে কতরূপ আহার করেন, তাহার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহাদিগের শরীর সুস্থ থাকেনা, ঔষধির ফলার করিয়াও কিছু হয় না। আর নীচ লোক দিগের, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, দুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটী জাতীর শরীর দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহারা রোগ কাহাকে বলে জানেনা। কেহ কেহ শত বৎসর পর্য্যন্তও জীবীত থাকিয়াও এক দিনের জন্য রোগ ভোগ করে নাই। ইহারা কি আহার করে? কেবল ডাল ভাত মাত্র। তাহাও প্রতি দিন পর্য্যাপ্ত রূপে প্রাপ্ত হয়না। অতএব যদি শরীর সুস্থ রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে পরিশ্রম করিও। বাবা! এক্ষণে বস্ত্র পরিধানের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া কার্য্যে সেইরূপ করিও। শরীর আবৃত করাই যদি বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে চিক্কণ বস্ত্রের প্রয়োজন কি? আর যদি ঐশ্বর্য্য দেখান বস্ত্র পরিধানের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বস্ত্র অপেক্ষা হীরার অঙ্গুরী প্রভৃতি বহুমূল্যের বস্তু সকল ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য দেখান হয়। ভগবানের কৃপায় তোমাদের পিতা তাহাতে অসমর্থ নন। কিঞ্চিৎ ভার বহন সহ্য করিতে পারিলে অর্দ্ধশের পরিমিত স্বর্ণের তাগা ধারণ করাও মন্দ বোধ হয় না। তাহাতে আমি অপব্যয়ী বিবেচনা করিনা, ইতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সনাতন বালককালে নিতান্ত দুঃখি ছিলেন। এতন্নিবন্ধন রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তেলি প্রভৃতি কয়েকটী জাতির বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ তাচ্ছীল্য দৃষ্ট হয়। কেবল নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী খাতা পত্র লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। সনাতন সে বিষয়ে পরিপক্ব হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে নানা দেশ পর্য্যটন, ও নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপ করাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট একজন বিক্ষ্যাত বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। হৌসআওলা সওদাগর প্রভৃতি বড় বড় লোক বড় বড় বিষয়ে সনাতনের নিকট পরামর্শ লইতেন। সনাতনের স্বভাবও অতি নম্র ছিল, তিনি রাগ দ্বেষ অহঙ্কারাদির বশবর্ত্তী ছিলেন না। তাঁহার মুখ হইতে প্রায় কটু বাক্য নির্গত হইতনা। যদি কৃপণতা স্বভাবটী না থাকিত, তাহা হইলে সনাতনের ন্যায় লোক বিরল হইত। ফলতঃ এই কৃপণতা দোষে সনাতনের সকল গুণ ঢাকা ছিল। সনাতন এক কপর্দ্দকের জন্য সমস্ত দিন ভাবিতেন, সনাতন তিনবার করিয়া আড়াইপয়সার বাজারের হিসাব গ্রহণ করিতেন। সনাতন বাক্স হইতে স্বয়ং এক এক ছিলিম তামাকু বাহির করিয়া দিতেন, সনাতন এক বৎসরের চর্ম্ম পাদুকা যোড়াটীরও মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অথচ সনাতনের বিষয় ত্রিশ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে। এক দিন হলধর পোদ্দারের সহিত সনাতনের যেরূপ কথোপকথন হইয়া ছিল, তাহা শুনিলেই তাঁহার কৃপণতার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইতে পারে। উক্ত কথোপকথন পাঠক মহাশয়কে শুনাইবার অগ্রে হলধরের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

হলধর পোদ্দার সনাতনের স্বজাতীয়। সনাতন যখন প্রথম বড়বাজারে বোকড়ের দোকান খুলেন, সেই সময় হলধর ঐ দোকানে দশ টাকা বেতনে মুহুরী গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর মাত্র কর্ম্ম করিয়া চাকরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ংই কারবার আরম্ভ করেন। অদৃষ্টের কথা কিছুই বলা যায়না। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে হলধরও নিজের কারবারে

পাঁচ সাত দশ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত কবিলেন। সনাতনেব যেমন বিলক্ষণ আয হইয়াছিল, হলধরের তদ্রূপ না হউক, তথাপি তাহা নিতান্ত সামান্য ছিলনা। হলধবের শরীরটী কিছু স্থূল, পদব্রজে গমনাগমন কবিতে কষ্ট হইত বলিযা একখানি পালকী ও আটজন বেহাবা বাখিযা ছিলেন।

একদিবস সনাতন দুর্লভপুবের বাটীতে বসিয়া খাতা লিখিতেছেন, এমত সময়ে হলধব পালকী আরোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। সনাতন পালকী দেখিয়া একেবারে অবাক। কিয়ংক্ষণ মিষ্ট আলাপেব পব সনাতন হলধবকে কহিলেন, বাপু হলধর! কাববার চলচে কেমন?

হলধব কহিলেন চলচে অমনি একরকম, আর কোন কাজেই সুখ নেই।

সনাতন। আসল বিষয় কি করিয়াছ বল দেখি?

হলধর এক চাপড় দেখাইলেন।

সনাতন কহিলেন আ সর্ব্বনাশ? তুমি এই বিষযে আটজন বেহাবা চাকব রাখিযা পালকী চড়িয়া বেড়াইতেছ, তোমার ভাল সাহস দেখিতেছি। পাঁচ লক্ষ টাকা কি টাকা? তোমার বড় কাঁচা বুদ্ধি। তুমি ব্রাহ্মণ কায়স্থকে হারাইযাছ।

হলধর। কি করি খুড বড় বিপদে পড়িযাছি। তোমার ভাইপো সাধ কবিয়া পালকী চড়েননা, বিশেষ তোমার কাছে শিক্ষা পাইযা এই দৈন্য অবস্থার সময় যে এত বাজে খরচ করিতেছি, ইহাব অবশ্যই কোন কাবণ আছে। একে ত শরীরটা কিছু স্থূল, তাহাতে আজ তিনমাস হইল একটা হোঁচট খাইয়াছিলাম, সে বেদনা আজিও যায়নাই। লোকে বলে "বেদনাটা বড় কঠিন হইয়াছে, ডাক্তার দ্বারা চিকিংসা করান আবশ্যক" আমি ভাবি, একটা হোঁচট খাইয়া যদি ডাক্তারকে পাঁচ সাত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে বড় বড় পীড়ায় কত টাকা ব্যয় করিব? আমার অদৃষ্ট ক্রমে শরীর হইল সুখের, কিন্তু সঙ্গতি নাই। এই ভাবনায আমার আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে।

সনাতন। বাপুহে, বুদ্ধি থাকিলে পয়সাও বাঁচে, কাজও আটকায়না। একখান গরুর গাড়ী কেন করিলেনা? কাজের সময় চড়িয়া যাইতে, অন্য সময় ভাড়া দিতে। হলো সময় বিশেষে পথে যাইতে যাইতে দুই একটা

চলতি লোক তুলিয়া লইয়া তাহাদের সহিত গল্প করিতে করিতে গমন করিলে। অথচ ফাঁকতালে গরুর খোরাকিটা হইল। দুইটা গরুর গোবরে যে ঘুঁটে হয়, তাহাতে অনায়াসে গাঁড়োয়ানের বেতন পোষাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখিলে লাভ বৈ ক্ষতি নাই। বাপুহে! সংসারে খরচ পত্রের বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্কে থাকা উচিত। মানুষে প্রায় আপন দোষেই দরিদ্র হয়। আগে গোড়া বাঁধিয়া কাজ করিলে শেষ খেদ করিতে হয়না। তুমি অতি আত্মীয় বলিয়াই এত উপদেশ দিতেছি, বিশেষ স্বজাতীর মঙ্গল চিন্তাকরা পরম ধর্ম্ম। রাজকীয বড় বড পদগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থে এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। তাহাদের ঘরের পয়সা বাহির করিতে হয়না, কোনমতে দিন কাটাইতে পারিলেই টাকা। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে আদপেটা খাইয়া পয়সা জমাইতে ইচ্ছা হয়। যাহাদের পয়সা হইতে পয়সা বাহির করিতে হয়, তাহাদের ভাবী সাবধানে থাকা চাই।

হলধর কহিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমিও কতক কতক বুঝিতে পারি, তবে বড় বিপদে পড়িয়াই পালকী চড়িতে হইয়াছে, এইবার ফিরিয়া গিয়াই ভগবতীর আশ্রয় গ্রহণ করিব।

হলধরের সহিত সনাতনের এইরূপ কথোপকথন সময়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবু স্বর্ণ ক্রয় করিতে গমন করিয়া সমুদায় শুনিয়াছিলেন। হলধর প্রস্থান করিলে জ্ঞানেন্দ্র বাবু সনাতনকে কহিলেন, মহাশয়! যদি বিরক্ত নাহন, একটা কথা বলি।

সনাতন। সেকি? আপনি মহাশয় লোক। গুণে, জ্ঞানে, ধনে, মানে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। আপনি এমন কি অন্যায় কথা বলিবেন যে বিরক্ত হইব।

জ্ঞানেন্দ্র। আমার কিছুমাত্র গুণ জ্ঞান নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা বলেন। ফলতঃ ন্যায্যই হউক আর অন্যায্যই হউক, আপনার মতের বিপরীত কথা শুনিলেই প্রায় লোকে বিরক্ত হইয়া থাকে। সংপ্রতি আমি যেকথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বোধহয় আপনার ইচ্ছানুরূপ হইবেনা।

সনাতন। তাহা নাই হইল, তথাচ আমি বিরক্ত হইবনা, আপনি বলুন।

জ্ঞানেন্দ্র। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি যেরূপ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাহার এক শতাংশ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হই। আপনার যেরূপ অবস্থা, সর্ব্ব প্রকারে সেইরূপ চলিলেই সুখের বিষয় হয়। আমরা অপব্যয় করিতে বলিনা, করিলে ইহা অপেক্ষাও দুঃখিত হইব। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এতকষ্টে কালাতিপাত করা কি শোভা পায়? যাঁহার পক্ষে পাঁচলক্ষ টাকা যৎসামান্য, ভগবান তাঁহাকে কুবের সদৃশ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তিনি যদি নিতান্ত দীনের ন্যায় দিনাতিপাত করেন, তাহা হইলে ধন হওয়ায় না হওয়ায় প্রভেদ কি?

সনাতন। আপনি যাহা বলিতেছেন ন্যায় সঙ্গত কথাই বটে, কিন্তু আমার কেমন দুর্ভাগ্য, কোন ক্রমেই ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়না। মনে বুঝিতে পারি, ভগবান যাহা কিঞ্চিৎ দিয়াছেন, তাহাতে শাকান্ন চলিয়া যাইতে পারে, তথাপি এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে যেন ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। যদি কখন কিছু নিয়মাতীত ব্যয় করিয়া ফেলি, সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় নিদ্রা হয়না। মহাশয়! এ সকল পাপের ভোগ, নহিলে এমনই হয় কেন? পূর্ব্বজন্মে কাহার মুখের গ্রাস হরণ করিয়াছিলাম, তাই পাইয়াও ভোগ করিতে পারিতেছিনা, আমায় ক্ষমা করিবেন।

জ্ঞানেন্দ্র। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনার সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন, না করুন তাহাতে অপর কাহার কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। আমি কেবল আত্মীয় ভাবে বলিলাম। অতিসঞ্চয়ের দোষের বিষয় আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি শ্রবণ করুন।—

কে বলে কৃপণ বড়, কৃপণতা করে।
কৃপণ ত সর্ব্বস্বই, দিয়া যায় পরে॥
পরকে দিবার তরে, না খায় না পরে।
ধন পেযে চিরকাল কষ্টে কাল হরে॥
ভাবে সদা কৃপণের, উত্তরাধিকারী।
মরিলে বালাই যায়, ধন হাত মারি॥

হতভাগা নাম হয়, ধন যার নেই।
থাকিতে যে পায় কষ্ট, কি অভাগা সেই॥
সম্পত্তি হইত যদি, সঞ্চয়ের তরে।
তাহলে কৃপণ বটে, ন্যায্য কাজ করে॥
খরচ অর্থের নাম, খরচের জন্য।
কৃপণেরা সে অর্থের, অর্থ করে অন্য॥
প্রথমেতে ভাবে মনে, রেখে একশত।
তৎপরে করিব ব্যয়, আছে আয় যত॥
হ'লে একশত গত, পূর্ব্বের কল্পনা।
সহস্র রাখিতে মনে, করেন জল্পনা॥
যদ্যপি সহস্র মুদ্রা, হইল সঞ্চয়।
তখন লক্ষের প্রতি, ভাবী লক্ষ্য হয়॥
অদৃষ্টের বলে যদি, ফলে লক্ষ টাকা।
ক্রোর পতি না হইলে, মিছা ভবে থাকা॥
হ'লে ক্রোরপতি, নাহি থাকে পূর্ব্বভাব।
তখন ভাবেন কিসে, হবে রাজ্য লাভ॥
পাইলে রাজত্ব পদ, আরো আশা বাড়ে।
নাহ'লে প্রাণান্ত, কভু লোভ নাহি ছাড়ে॥
কেহবা সঞ্চয় করে, সন্তানের তরে।
ধন পেয়ে পুত্রগণ, পশুভাব ধরে॥
বিনা পরিশ্রমে যার, লাভ হয় ধন।
প্রায়ই নাহয় তার, সুপথে গমন॥
না পড়িলে কষ্টে, পর কষ্ট নাহি বোঝে।
অন্যজনে পীড়া দিয়া, আত্ম সুখ খোঁজে॥
বেশ্যাশক্ত মদ্যপায়ী, যত এ ধরায়।
অধিকাংশ তার এই, দলে দেখাযায়॥
অতএব কার তরে, রেখে যায় ধন।
বড় ঠকে ভূমণ্ডলে, আসিয়া কৃপণ॥

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রবাবু সনাতনকে কৃপণতার বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিযা স্বর্ণক্রয় পূর্ব্বক যোগেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাটীতে গমন করতঃ রাজবাজেশ্বরীকে প্রদান করিযা কহিলেন, বিংশ আষাড় বিনোদ বেহাবীর বিবাহেব দিন-স্থির কবা হইযাছে। যদ্যপি কোন আপত্তি নাথাকে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে গহনাগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। বাজরাজেশ্বরী সম্মত হইলেন

ষোড়শ পবিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশযের স্মবণ থাকিতে পাবে, দুর্লভপুবস্থ বিলাসিনীর কন্যা সোহাগিনীব, পাষণ্ডপুবের কুন্দকীর্ত্তি বন্দ্যোপাধ্যাযেব সহিত পরিণয হয। বিঁবাহের কিযদ্দিবস পরে সোহাগিনী শ্বশুরালযে গমন করে। সেখানে একমাস অবস্থিতি কবিযা এক দিবস রাত্রি তৃতীয প্রহবের সময় একাকিনী গোশালায শয়ন কবিযা মনে মনে কহিতে লাগিল, উঃ কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা! মাগো আব বাঁচিনে। ঘর দুযার একটু মযলা হ'লে লোকে বলে যেন গরুর গোয়াল ক'বে বেখেচে। সেই গোযালে আজ এক মাস রাত্রি বাস কচ্চি। দুর্গন্ধে পেটের ভাত তলায় না। খাই

এক মুটো তো আকাব কর্‌লি এক সবা। ভাল, তাই যেন হলো, বিধাতা কি আমার কপালে একটু ঘুমও লেখেন নি? গোয়ালে মানুষের রক্ত পেলে কি আর মশায গরুর রক্ত খায? আবার মাঝে মাঝে কাণামাচি গুলা গাযে পড়চে। উঃ গেলাম! গেলাম! মাগো! তোমার আদরের মেযে সোহাগিনীকে বড় কুলীনের ঘরে দিয়ে বড় সোহাগিনী করেচো; একবার দেখে যাও সোহাগিনী সোয়ামীর ঘরে এসে কত সুখ ভোগ কচ্চে। উঃ পোড়া রাত যে আর পোহায় না। এখন করি কি? মা যে কাটনা কেটে এক মাসের খরচ দিয়ে ছিল, তাতো ফুরিযে গেছে। অথচ সোয়ামীর সঙ্গে দেখা হলোনা। কাল খাব কোথা? এরা অমনি খেতে দেবে কেন? হাতে খরচ নেই বলতে যে লজ্জা কববে। এখন কেমন করেই বা আমায় নিযে যেতে মাকে খপর দেই। হাঁ হাঁ ভাল মনে হযেচে। এই গাঁযে যে রঙ্গিণী গোয়ালিনীর বোন তরঙ্গিনীর বে হয। সে যে এ বাড়ীতে রোজ দুধ দিতে এসে। আজ তার হাতে ধরে আমার মাকে খপর দিতে বল্‌ব। ঐ যে পূবে ফরসা হযেচে, রাত পোহালো। যাই এখন গোবর নেদি দেইগে। বেলা পর্যান্ত ঘুমুলে যে আমার সতিন ঝ্যাটা মারবে।

তরঙ্গিনী গোযালিনীর পরিচয সোহাগিনীর মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই তরঙ্গিনী দুগ্ধেরভাণ্ড কক্ষে করিয়া নিজ বাটী হইতে কুলকীর্ত্তির ভবনে গমন করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিল। ঘরে এক শের বৈ দুধ হযনা, কিন্তু আজ বারশের দুধের বাযনা নিয়েচি, তা হোলইবা, জলেরত অভাব নেই। কিন্তু যেদিন ফবগাস নেই. সেদিন রোজের দুধের রং রাখ্‌তে পারিনে, তা কি করব? নাহয় খদ্দেরে দুটো বকুবে। তা ব'লেত রোজের দুধ বন্দ ক'রে ফরমেসে দুধ দিতে পারিনে; এ হলো বারমেসে খদ্দের, আর সে এক দিন. তবে ফরমেসে আওলারা যদি খালি জল নিত, তাহলে রোজের দুধ একটু ভাল থাকিত, তাতো নেবেনা, যেমন ক'রে হোক জলটাকে সাদা ক'রে দিতে হবেত। ষোলশের জলে যদি ষোলছটাক দুধ দেওয়া যায়, তবুত একশের দুধ লাগে, এর কমেত আর দেওয়া যায় না। মরণ কালে আমার শাশুড়ী ব'লে গেছেন

"বাছা! তোমার সোয়ামী নেই, আবার আমিও চল্লাম, দে'খ যেন খদ্দের গুলি বজায় থাকে। দুধ নেই ব'লে কখন খদ্দের ফিরিও না"। এই কথা গুলি মনে ক'রে রেখে দশ টাকা পিরেম্ব করেচি।

আমি যাই শক্ত মেয়ে, তাই কত পোড় খেয়ে,
ভিটেয় রয়েছি আজো টেঁকে।
কোন কাজে নাই ভুল, দেখে মোর চাল চুল,
ভদ্রলোকে কথা কয় ডেকে॥
যেখানে আদর পাই, সেই খানে ছুটে যাই,
অনাদরে আমারে নাপায়।
হেসে হেসে কথা কই, বেচে আসি টকো দই,
মোর দ্রব্য আগে উঠে যায়॥
হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে, বেড়াই রাজাব পাটে,
কে থামায় কার বাক্যে থামি।
হাডী মুচি নই জেতে, বাধা আছে কোথা যেতে,
কার ঘবে না ঢুকেছি আমি॥
জানা আছে কত কল, এত দুধে দেই জল,
তবু না খদ্দের চ'টে যায়।
ফেলিযা মাচের ঝোল, মোর এই বাসি ঘোল,
বসিকে ম্যাবাসি ব'লে খায়॥
চটক লাগিযে সারি, খদ্দেবে বাগিয়ে মাবি,
দুধেয় ঘিযের ছিটে দিয়ে।
ক্ষীরেতে পিটিলী গোলা, ফাও দেই তোলা তোলা,
লোকে তুষ্ট মোব দ্রব্য নিযে॥

তরঙ্গিনী কুলকীর্ত্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া কহিল, কোথাগো বড়গিন্নী, দুধটুকু ঢেলে নেও।

বড় গৃহিনী কহিলেন, আমার হাত যোড়া, ঠাকুরপো, ওঘরে কড়াইখান আছে বেব ক'রে দেও ত, গোয়ালা বউ দুধ এনেচে।

কুলকীর্ত্তির সহোদর কুলনিধি দুগ্ধভাণ্ডে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বাঃ এ যে চমৎকার দুধ দেখ্‌তে পাচ্চি। এ দুধ পিপাসার সময় খুব মিষ্ট লাগে।

তরঙ্গিনী কহিল দাদাঠাকুর, এ বড় পাজী ব্যবসা। আমরা কেঁড়ে মুচে দুধ দুয়ে নিয়ে এলেও কেউ ভাল বল্‌বেনা। লোকের দোষ কি, এ ব্যবসার দোষ।

কুলনিধি। আজিকার দুধও কি কেঁড়ে মুছে লয়ে এসেছো?

তরঙ্গিনী। বল্লে বিশ্বাস করিবেন না তা কি করিব? কিন্তু দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি এ দুধে এক বিন্দু জল নেই। তবে আজকের দুধ টুকু হাল বিউনী গরুর দুধ। তাইতে একটু পাতলা দেখাচ্চে।

কুল। হাল বিউনী গরুর দুধ কি স্ফটিক জল হয়? এতে যে দুধ আছে এমন বোধ হয়না।

তরঙ্গিনী। আজ তা বলতে পার, কেননা একে হাল বিইয়েচে, তাতে কাঁচান ঘাস খাচ্চে। আর দিন কত পরে এই দুধ বটের আটা হবে।

কুলনিধি উত্তমরূপে দুগ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, একি এ! দুধে যে পানা ভাসিতেছে, একটু পরিষ্কার জলও কি পাওনি? পানা পুষ্করিণীর পচা জল খাওয়াইয়া দফাটা সারিবে। মাসে মাসে এক এক মুটা টাকা লইয়া যাও, একটু ভাল জল দিও। খাঁটি দুধের কথা আর কোন্ শালা বলিবে।

তরঙ্গিনী মনে মনে কহিল, তাড়াতাড়ী আস্‌তে খিড়কীর ডোবায় কেঁড়ে শুদ্ধ ডুবিয়ে কাজটা ভাল করেনি। প্রকাশে কহিল, কি বলচো দুধে পানা ভাস্‌চে? দাদাঠাকুর, যখন কপাল ভাঙ্গে তখন এমনই হয়। এখন যদি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করি, তবু বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু দুটী চক্ষের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌চি, আজ তিন দিন অবধি গরুতে পানা পুকুরের জল খাচ্চে। বোধ হয় তাতেই দুধে পানা জন্মে থাকিবে। নহিলে নির্জ্জল দুধে পানা এলো কেমন করে?

কুল। বাহবা গোয়ালা বউ, তোমার খুব উপস্থিত বুদ্ধি। যা বলিতেছ তা ঠিক। এর উত্তর কথায় দেওয়া হবেনা, দরের সময় এর উত্তর পাইবে। এ দুধ টাকায় দশ সের।

তবঙ্গিণী মনে মনে কহিল, তবে ত ক্ষতির সীমে নেই। টাকায বিশ মোণ হলেও লোকসান হবেনা। প্রকাশে কহিল, তোমাদেব হাতে পড়েচি, যা খুসী তাই কবিবে। আমাব সর্ব্বস্ব গেলেও অনেক দিনের খদ্দের ছাড়িতে পাবিব না। এখন তোমাব ধর্ম্ম তোমাব ঠাঁই।

কুলনিধিব সহিত তর্ক করিযা তবঙ্গিণী কুলকীর্ত্তির অন্তঃপুব হইতে বহির্গত হইতেছে, এমত সময়ে সোহাগিনী অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক নির্জনে লইয়া গিয়া কহিল, দেখ গোযালা মাসী! তোব সঙ্গে আমার একটী কথা আছে, যদি মন দিয়ে শুনিস ত বলি।

তরঙ্গিণী কহিল সেকি? তোব কথা শুনব না? তুই বিলাসিনী দিদির মেযে, আমার বোন ঝি। তোরে ছেলে বেলায় কোলে ক'রে মানুষ কবেচি তা জানিস?

সোহাগিনী। হাঁ, তা শুনেচি, তাইত তোব কাছে দুঃখের কথা বলিতে এলাম। আমি এখানে এসে অবধি বড যন্ত্রণা পাচ্চি, তুই আমাব মাকে ব'লে পাঠাস, আমায যেন শীগ্‌গীব নিয়ে যায। হেঁইগা গোয়ালা মাসী তোর পাযে পড়ি।

তবঙ্গিণী। ছি ছি, ও কথা কি বল্‌তে আছে? হাজাব হোক তুই বামুণেব মেযে, আব আমি গোয়ালাব ঝি। ঢোড়া সাপ দশ হা'ত লম্বা হলেও একটী সলুযের কাছে বড় নয়। যাহোক আমি আজই তোর মাকে ব'লে পাঠাতে পাবি, কিন্তু সোয়ামীর ঘবে এসে এত শীগ্‌গীব যাবি কেন? সতিনের সঙ্গে ঝকডা ত সকল ঘবেই আছে।

সোহাগিনী। আমাব সুধু সতিনেব সঙ্গে ঝকডা নয, সেই বিধাতাব সঙ্গে ঝকড়া, নৈলে এত নিগ্রহ হবে কেন? তুই বুঝি ভিতবের কথা কিছু জানিস নে? তা জান্‌বেই বা কেমন কবে? আমি ত তোরে ভেঙ্গে চুবে কিছু বলেনি, আজ বলি শোন। আমাব সোযামী যখন দুর্লভপুরে নির্ম্মলাকে বে কর্ত্তে গিয়ে ফিবে আসছিলেন, তখন গাঁ শুদ্ধু লোক অক্কি হযে, আমার মাকে বুঝিয়ে আমার সঙ্গে বে দিযে ছিল। সেই বিযে ক'রে এসে পর্য্যন্ত আর যাননি। আমার মা অনেক ক'রে যেতে বলাতে বোলে পাঠিয়ে ছিলেন, "নগদ এক শ টাকা আগাম আমার বাড়ী না পাঠাইলে আমার কোথাও যাওয়া হয় না।

তবে যদি কাহারও আসিতে ইচ্ছা হয়, আসিয়া যত দিন থাকিবে, তত দিনের খরচ পত্র, বাসন কোসন, বিছানা বালিস, মায় ঝাঁটা গাছটী কুলা খানি পর্য্যন্ত নিয়ে এলে এখানে থাকিতে পাবে। খরচ ফুরিয়ে গেলে আব এক বেলাও থাকা হবে না"। এই কথা শুনে আমার মা কাটনা কেটে এক মাসেব খবচ দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিযেছিল। আমি এসে দেখি যে, আমার মত কেউ এক মাসেব, কেউ দুমাসেব খবচ নিযে দশটা সতিন এযেচে। কিন্তু বাড়ীতে জায়গা নাই দেখে দুই এক দিন থেকে সকলেই পালিয়েচে; কেবল বড় ঘবে কুসুমপুবেব বউ আছে। সে বড় মানুষেব মেযে, তার খরচেই সংসাব চল্‌চে। সে বাপের বাড়ী না গেলে আব আমাব কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হবে না। এখন আর ঘর নেই ব'লে আমাকে গোযালে শুতে দিয়েছেন। আমাব হাতে একটী পয়সা নেই, যা এনেছিলাম সব ফুবিযেচে, এখন কি খেয়ে প্রাণ ধারণ কব্‌ব? হায়! আমার দুঃখ দেখিলে শেযাল কুকুরে কাঁদে; পথ খরচও নেই যে বাড়ী যাই, আমি এই প্রথম শ্বশুর বাড়ী এসেচি, আজও ঘোমটা খুলে কারু সঙ্গে কথা কয়নি, এখন প্রাণ গেলেও ত কারু ঠাঁই কিছু চাইতে পারব না। সোহাগিনী ইহা বলিয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী কহিল, আহা, তোর দুঃখ শুনে আমি আব চোখের জল সাম্‌লে রাখতে পাচ্চিনে। এই দেখ, আমার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্চে। আমি এখনি তোরে নিযে গিযে দশ দিন বেখে, তোব মাব কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাহলে কি তুই লোকেব গঞ্জনায় বাঁচবি? লোকে "তিলটী গেলে তালটী করে" আমাকেও লোকে ঠাবে ঠোরে কত কি বল্‌বে। তোব এখন কাঁচা বয়েস, আমার ঘরে থাকা ভাল দেখায না। দিন কত একটু সহ্য ক'রে থাক্, আমি শীগ্‌গীব তোর মাকে ব'লে পাঠাব।

সোহাগিনী। গোয়ালা মাসী! তবে কি আমি না খেয়ে মরে যাব? হায়! আমার মত দুঃখিনী আর কেউ নেই।

একি জ্বালা ঘটিল আমার গো, বিধাতা বিমুখ।
ভাবিলে থাকেনা জ্ঞান, অনাহারে যাবে প্রাণ,
কি আছে ইহার চেয়ে দুখ॥

প্রথম এসেছি সুখ ধাম গো, যথা প্রাণ নাথ।
যতদিন বেঁচে রব, স্বামী ঘরে সুখী হব,
এই কি তাহার সূত্র পাত ॥
বিষভরা শাশুড়ী ননদী গো, দেখে লাগে ভয়।
যে জ্বালা তা কব কারে, বিনা দোষে লাথি মারে,
বদন বাঁকায়ে কথা কয় ॥
উহু মরি শতেক সতিন গো, এ পোড়া কপালে।
তারা ত বাঘিনী প্রায়, রাগে পেলে ছিঁড়ে খায়,
সতিনে সম্ভাষে কোন্ কালে ॥
কাঙ্গালিনী দেখিয়া আমায় গো, সবে ঘৃণা করে।
কাঁপে অঙ্গ থর থর, বিষে দেহ জর জর,
দংশিছে সতিনি বিষধরে ॥
খেতে শুতে উঠিতে বসিতে গো, ভাবনা সদাই।
কি করিব হায় হায়, যে দিকে দু চক্ষু যায়,
ইচ্ছা হয় সেই দিকে যাই ॥
পড়িয়াছি অকুল পাথারে গো, না জানি সাঁতার।
এ দেহ দিলাম সুঁপে, তরঙ্গিণী কোন রূপে,
দুখের তরঙ্গে কর পার ॥

তরঙ্গিণী কহিল, আমার সাধ্য থাকিলে কি কসুর কর্ত্তাম? দিন কত সয়ে থাক। আমি শীঘ্র তোর মায়ের কাছে লোক পাঠাব। আর কিছু খরচ, কাল ভোরে লুকিয়ে দিয়ে যাব।

তরঙ্গিণী প্রস্থান করিলে সোহাগিনী অতি কষ্টে অশ্রুবারী সম্বরণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে আগমন করিল। এই সময় তাহার সপত্নী বড় গৃহিণী মুখ ভঙ্গীর সহিত হস্ত ভঙ্গী করিতে করিতে কহিল, বলি গোয়ালা বৌয়ের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ ক'রে কি কথা হচ্ছিল? আর কি গাঁয়ে লোক নেই? যে যেমন তার তেমনিই যোটে। বলে—

"ঘোমটা দিয়ে বেড়াই আমি, দিয়ে দুহাত নাড়া।
ভাতার ভাবে আমার মাগ, সাবিত্রীর বাড়া ॥

ঠমক দেখে সবাই বলে, বড ঠাণ্ডা মেয়ে।
শিবকে ফাকি দেইগো আমি, ডুব দিয়ে জল খেয়ে ”॥

তোব যে সেই বকম লো। বেশ বেশ! মিন্‌সে আসুক আগে।

সোহাগিনী। তুই ও সব কথা ফেব বলিস যদি আমি গলায় দড়ি দিযে মবিব। গোযালা বউ আমার মামাব বাড়ীর মেয়ে, আমায় হাতে গড়িযে মানুষ কবেচে, তাব সঙ্গে কথা কইলাম বলে তুই আমায় যা ইচ্ছে তাই বল্লি। হে অনাথেব নাথ বিশ্বম্ভর তুমি সাক্ষী, মা কালীঘাটের কালী তুমি সাক্ষী। আমি যদি গোযালা বৌযেব সঙ্গে মন্দ কথা কয়ে থাকি, তাহলে যেন দুটী চক্ষেব মাথা খাই। আর যদি আমার সতিন মিথ্যা ক'রে ব'লে থাকে, তাহলে যেন তাব সর্ব্বনাশ হয।

বড গৃহিণী ক্রোধভবে কহিলেন, কি! আমার সর্ব্বনাশ হবে? আবে মলো। তোবে এখনি ঝাঁটা পিটে করিব। তুই জানিস নে, আমার বাপেব টাকায এই সংসাব চলচে।

সোহাগিনী। তুই ও ডবডবানী কাবে দেখাস? আমি তোর বাপেব টাকা খেতে এসেনি, তুইও যে আমিও সে।

বডগৃহিণী। কি বল্লি? তোতে আমাতে সমান? বলে—

“ পেত্নী হযে বত্নী হতে, কবেচিস সাধলো,
কবেচিস সাধ।
তুই বেহাযী বামন হযে, ধববি গগণ চাঁদলো,
ধববি গগণ চাঁদ ”॥

আমাব সঙ্গে সমান হলে তোর আব গোয়ালে বাস কর্ত্তে হতোনা। তোব আশাকে ধন্নী যাহোক। এত গুলো সতিন এসে আমার ভযে সবাই পলাল, তুই আজও মাটি কামডে পড়ে আচিস। ঝাঁটা মারলেও নড়তে চাসনে। ছি ছি! গলায দডি দিযে মর।

সোহাগিনী। তুই মুখ সামলে কথা কোস, নহিলে ভাল হবেনা। তুই যেমন ঠেকাব করে আমায় অপমান কচ্চিস, তেমনি টের পাবি। ভগবান অবিশ্যি এর বিচার করিবেন, আজও দিন রাত্রি হচ্চে।

বড়গৃহিণী। হারাম জাদী! তুই যে কথায় কথায় ভগবান দেখাচ্চিস, ভগবান তোর কেনা আছে নাকি? এই যে গোয়ালা বৌয়ের সঙ্গে কুলের বাহির হবার কথা হচ্ছিল, সে সময় কি ভগবান কালা হয়ে ছিলেন। আমি এখনি তোরে সোজা কচ্চি বোস। কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে করিতে কহিল, কৈ? এখন তোর ভগবান কোথায়?

সোহাগিনী রোদন করিতে করিতে কহিল, ও ঠাকরুণ ধর ধর, আমায় মেরে ফেল্লে। আমার আর কেউ নেই, ওগো আমার বুকে খিল ধরেচে, এ দস্যি যে ছাড়েনা।

বড়গৃহিণী। তোর এখনি হয়েচে কি? আগে মিনসে আসুক, তারে ব'লে তোরে আদা থেঁতলা করব। চোক খাগী! তুই আমার সঙ্গে সমান হতে চাস।

সোহাগিনী। রাক্ষসী! তুই বিনা অপরাধে যখন চুলের মুটো ধরে আমায় ঝাঁটা মারলি, তখন তোর ও গতোর থাক্‌বেনা, থাক্‌বেনা থাক্‌বেনা।

বড়গৃহিণী পুনর্ব্বার প্রহার করিতে করিতে কহিল কি, এত বড় যোগ্যতা, আমার গতোর থাক্‌বেনা। তোরে মেরে ফেলে শেয়াল কুকুরকে দিয়ে খাওয়াব।

সোহাগিনী চীৎকার স্বরে রোদন করিতে করিতে কহিল, ওরে খুনের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণ গেল, ওরে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্চে। ওরে তোরা কেউ ধর। ও ঠাকরুণ, তুমি কি তামাসা দেখ্‌চো?

কুলকীর্ত্তির মাসী কহিলেন, আমরা কি করব? তুই ভিরকুটি ক'রে ওরে ঘাটালি কেন? ও তোরে মেরে ফেল্লেও আমরা কিছু বল্‌তে পারব না। ও হতে এই ভিটেয় সন্ধ্যা জ্বলচে।

ইতিমধ্যে কুলকীর্ত্তি আসিয়া কহিলেন, আমার বাড়ী গোল কিসের? হাটের লোক যড় হয়েছে যে।

বড় গৃহিণী। কিসের গোল তা বুঝতে পাচ্চোনা? আজ একমাস হলো তোমার আদরের নূতন বউ এসেচে, এর মধ্যে একটী দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, ও কি লক্ষ্মণের ফল ধরেই থাকিবে? আজ গোয়ালা বৌয়ের সঙ্গে মনের কথা হচ্ছিল ব'লে টুকে ছিলাম। তাই আমায় সর্ব্বনাশী ব'লে গাল

দিলে ; তা আমার সর্ব্বনাশ ত তুমি বেঁচে থাকৃতে হবেনা, এখন তোমার কিছু ভাল মন্দ হলেই উনি রাজত্তি করেন, আর আমি পথের কাঙ্গালিনী হয়ে দুয়োরে দুষোরে ভিক্ষে করি।

সোহাগিনী। দোহাই বাবা পঞ্চাননের। আমি যদি গোয়ালা বৌয়ের সঙ্গে মন্দ কথা কয়ে থাকি, তাহলে যেন হাড়ী বালতীর অধম হই। আর আমার সতিন যদি মিথ্যা ক'রে লাগিয়ে থাকে, তাহলে যেন তে রাত্রিব মধ্যে গোল্লায় যায়।

বড়। হারামজাদীব আস্পর্দ্ধাব কথা শুনলে ত? ও যদি আর এক দিন এ রাডীতে থাকে, আমি এখনি বাপের বাড়ী চ'লে যাব। কেন? আমার কিসের অভাব? আমি কি সেখানে খেতে পাইনে? এখানে আমার কি সুখ? কেবল সোয়ামীর বাড়ী ব'লেই পড়ে আছি।

কুলকীর্ত্তি সোহাগিনীকে কহিলেন, তুই সত্য ক'রে বল গোয়ালা বৌযেব সঙ্গে কি কথা কয়েছিলি? মিথ্যা বল্লে টের পাবি।

সোহাগিনী। আমি ইষ্টি দেবতার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলতে পারি, তাব সঙ্গে মন্দ কথা কইনি। আমি এখানে একমাস এসেচি, হাতে খরচ পত্র যা ছিল সব ফুবিযে গেচে, তাই গোয়ালিনী মাসীকে মাব কাছে খপর পাঠাতে বলেছিলাম, সে আমার মামার বাড়ীর মেয়ে।

কুলকীর্ত্তি। কি! এর মধ্যে খরচ পত্র ফুরিয়ে গেছে? তবে কি রূপ দেখাতে এয়েচিস্? তুই যার সঙ্গে ঝকড়া কচ্চিস, ও আসিবাব সময় তিন শ টাকার সামগ্রী এনেছিল। আর ফি মাসে দশ দশ টাকা করিয়া ওর বাপের বাড়ী হইতে আসিয়া থাকে তা জানিস?।

সোহাগিনী। উনি বড় মানুষের মেয়ে, এক ধামা টাকা আনৃতে পারেন, আমি কোথায় পাব। আমার মা কাটনা কেটে চারিটী টাকা দিয়ে ছিল, তাই এনে ছিলাম। আজ একমাস এয়েচি, তাও ফুরিয়ে গেছে। এখন কিছু রাহা খরচ দিলে একটী লোক ক'রে বাড়ী যাই, টাকা হয় ত আসিব, নৈলে আর আসিব না।

কুল। কি! তোর পথ খরচ দিব? আমার বাড়ী কি ট্যাকশাল আছে? আরে মলো হতভাগী, তোরে বে করে আমার লাভ কি? একে ত

দায়ে প'ড়ে পাঁচশ টাকার বিয়েটা অমনি করে এসেচি। আবার তোরে রাহা খরচ দিয়ে ঢাকাই শাড়ী পরিয়ে পাল্‌কী ক'রে বাড়ী পাঠাব। আবার কিনা "টাকা হয় ত আসিব, নৈলে আসিব না" তবেত ক্ষতির সীমা নেই। "পচা আদার ঝাল বড" দূর হ, তুই এখনি যা।

সোহাগিনী রোদন করিতে করিতে কহিল, তুমি যখন আমাকে এমন কথা বল্লে, তখন সতিন ঝাঁটা মারিবে তার আশ্চর্য্য কি? হায়! আজ একমাস এসে শাক অন্ন খেয়ে গোয়ালে বাস ক'রে সৃষ্টির কর্ম্ম কাজ কচ্চি, তার উপর বিনা দোষে সতিন যা ইচ্ছে তাই ব'লে চুলের মুটি ধরে মেরে হাড় গুলো ভেঙ্গে দিলে। কোথা তুমি রক্ষা করিবে, না উল্‌টে আমাকেই ঘৃণা করে কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্চো। তবে আর আমার বাঁচায় সুখ কি? আমি এখনি প্রাণত্যাগ কর্ত্তে পারি, কিন্তু তাহলে মরণ কালে মায়ের সঙ্গে দেখা হবেনা। হা ভগবান! আমার কপালে এই ছিল।

কে অসুখি আমার সমান গো, দেখিতে না পাই।
কুলীন কুমারী আমি, মহামান্য মোর স্বামী,
জগতে তুলনা দিতে নাই॥
স্বামী অর্দ্ধ অঙ্গ যে শুনেছি গো, দেখিলাম এই।
এসে আজ একমাস, গোয়ালে হতেছে বাস,
এত সুখ কার ভাগ্যে নেই॥
কুড়ানী ভাড়ানী রাজরাণী গো, মোর তুলনায়।
না আছে দুখের লেশ, স্বাধীনে কাটায় বেস,
না শুইতে হয় গোশালায়॥
জেলেনী দুলেনী মহা সুখী গো, মাচ ধরে খায়।
স্বামী করে সমাদর, ভাবে আপনার ঘর,
সতিনের গঞ্জনা না পায়॥
পতি পুত্র হীন অনাথিনী গো, তারাও ত সুখী।
যেমন আদর নাই, গঞ্জনাও নাই তাই,
আমি যে তাদের চেয়ে দুখী॥

ভিখারিণী অভাগিনী চেয়ে গো, সুখে কাল হরে।
তাদের দুর্দ্দশা স্মরি, সুজনে করুণা করি,
আশাধিক দানে তুষ্ট করে॥
সতিন মারিল কটু ব'লে গো, স্বামী দিল সায়।
হলো ভাগ্যে ছিল যাহা, দেখে কে বলিবে আহা,
আহার বিহনে প্রাণ যায়॥

বড় গৃহিণী কহিলেন, আর কাঁদিলে কি হবে, শীগ্‌গীর পলাবার পথ দেখ। সোহাগিনী ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল? অথবা তোমার দোষ কি? লোকে আপন আপন কর্ম্ম দোষেই ভোগে। আমার মত দুঃখিনী কি আর পৃথিবীতে আছে? কৈ? দেখ্‌তে ত পাইনে। শুনেছি ত্রেতা যুগে সীতে ঠাকরুণ বড় দুঃখিনী ছিলেন; কিন্তু আমার সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁরে দুঃখিনী বলা যায়না, যেহেতু রামচন্দ্র তাঁরে ভাল বাসিতেন, কেবল লোক নিন্দা ভয়ে বনে দিয়ে ছিলেন। সেদিন নির্ম্মলা দিদির মুখে নলদময়ন্তীর বৈ শুনে আমার কান্না পেয়েছিল। তা সেকি আমার মত দুঃখিনী? না, আমার এক আনাও হবেনা। দময়ন্তী রাজার মেয়ে, আবার রাজমহিষী হয়েও কত সুখ ভোগ করেচে। তার পর দিনকত নল রাজা শনির দৃষ্টিতে পড়িয়া তারে কষ্ট দিয়ে ছিলেন। আমার এ দুঃখ সৃষ্টি ছাড়া। কোথায় সোয়ামীর ঘরে এসে গৃহিণী হব, না এক মাস গোয়ালে রাত্রি বাস ক'রে ঝাঁটা খেয়ে ফিরে যাচ্চি।

কি করিব কোথা যাব, ভেবে প্রাণ যায়।
কাঙ্গালিনী ব'লে কেবা, ডাকিবে আমায়॥
সতিন মারিল ঝাঁটা, কু বাক্য বলিয়া।
তার পর স্বামী মোরে, দিল তাড়াইয়া॥
সারাদিন অনাহারে, তনু হলো ক্ষীণ।
হায়রে এরূপে প্রাণ, রবে কত দিন॥
এ নগরে ভিক্ষা মাগা, হবেনা হবেনা।
তা হলে স্বামীর মোর, সম্মান রবেনা॥

না জানি কি আছে আর, কপালে আমার।
যেই দিকে চাই, সেই দিক অন্ধকার॥
আসিছে যামিনী যেন, যমের কিঙ্কর।
যাতনা হইলে মনে, কাঁপে কলেবর॥
কোথায় রহিলে মাগো, দেখে যাও এসে।
বেড়াতেছে সোহাগিনী, কত সুখে ভেসে॥
ভাবিতেছ তুমি, "মোর আদরের মেয়ে।
হইয়াছে আদরিণী, স্বামী ঘরে যেয়ে"॥
সাবিত্রী দিয়াছে তার, মেয়েকে অঘরে।
কত কথা ব'লে ছিলে, তারে রাগ ভরে॥
এখন আমার দশা, শুনিবার পরে।
রবে কি তোমার রাগ, তাদের উপরে॥

সোহাগিনী এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় মলিন বেসে তরঙ্গিণীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া একটী স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে দুর্লভপুরে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং শ্বশুরালয়ের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কহিলেন মা।

যখন ছিলাম আমি, সুতিকা আলয়।
কলেবর সুকোমল, ছিল অতিশয়॥
অনায়াসে বধিবারে, পারিতে গো মাতা।
এখন কঠিন দেহ, করেছে বিধাতা॥
শোক দুঃখ ভয় আদি, হয়েছে প্রচুর।
মরিতে না পারি, দুঃখ করিবারে দূর॥
তবে যদি দয়া করি, জননী আমার।
নিদ্রিতাবস্থায় মোরে, করেন সংহার॥
তাহলে যথার্থ মার, কাজ করা হয়।
যম দণ্ড সম দণ্ড, আর নাহি সয়॥

এই কথা বলিয়া সোহাগিনী ধরাতল শায়ী হইলেন। বিলাসিনী কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহ মধ্যে শয়ন করাইয়া তৎপার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত দিবসের মধ্যে সোহাগিনী একটী কথাও কহিতে সমর্থ হইলেন না। এবং এক গণ্ডুষ জলও গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ অবস্থায় সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া সোহাগিনী মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন বিলাসিনী "হায় আমি কি করেছি, হায় আমি কি করেছি" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় কিছু দিবস পথে পথে ভ্রমণ করিয়া, পরে কন্যার নিকট গমন পূর্ব্বক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

দুর্লভপুরের যাবতীয় ব্যক্তি এই ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া অনেকেই কৌলীন্য প্রথার প্রতি ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহাদিগের কন্যাগণকে কোন ক্রমেই কুলীন পুত্র দিগকে সমর্পণ করিবেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিবস বিংশ আষাঢ় উপস্থিত হইল। রঙ্গিণী গোয়ালিনী সাবিত্রীর ভবনে গিয়া কহিল, তোমাদের কি হচ্চে গো, আজ না বের দিন হয়েচে?

সাবিত্রী। রঙ্গিণী এসেচিস্ আয় আয়। আমি একলা মানুষ, সামলে উঠিতে পাচ্চিনে, তবু এর মধ্যে সকল কাজ গুচিয়েচি। একটু আগে যদি আসতিস, তাহলে অনেক উপকার হইত।

বঙ্গিণী। আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি? ও বেলা ববেব বাড়ী গিয়েছিলাম।

সাবিত্রী। সত্য নাকি? সেখানে গিয়ে কি দেখে এলি? তোবে আদব কবেছিল ত?

বঙ্গিণী। আদর আর কব্‌বেনা? তারা বনেদি বড় মানুষ, চির কালই মানুষেব মান বেখে কথা কয। কি ছেলে, কি বুড, সকলেই আমাকে নিযে আমোদ কবিল। তবু এক দণ্ড বসিতে পায়নি। তোমাব জামাইটী যে হবে বাছা, সে কথা আব কি বলব? ছেলে ত নয় যেন সোণাব কার্ত্তিক।

সাবিত্রী। তুই যখন ভাল বলচিস, তখন অবিশ্যি ভাল হবে। দুঃখেব কথা কি বল্‌ব? আগে এদায হতে উদ্ধার হই, পরে সব শুন্‌তে পাবি।

রঙ্গিণী। সে কথা কি ধর্ত্তব্যি? মানুষের ভাল হলেই লোকে হিংসেয মবে। বলে—

"দেখ্‌লে পবেব ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য হতে নাবি।
খাচ্চে লোকে দুদে ভাতে, তাও কি সৈতে পাবি॥
চাকুরে ভাতার গয়না দিলে, তাইতে ঠেকায় ভাবী।
আমাব মত চব্‌কা কাটুক, ঘুচুক তাদেব জাবি"॥

দেখ, ভাল বরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বে হবে শুনে অনেকে হিংসেয মরে যাচ্চে। বলে—

"মর মর মর হিংসে কুড়ে, মরলো পুড়ে মর।
হোক্‌ হোক হোক অট্টালিকা, প্রতিবাসীব ঘর॥
তাই দেখে তোর চোখ টাটিয়ে, গায়ে আসুক জ্বব॥"

তা বল্লেই বা, লোকে ত কিছু কর্ত্তে পারবে না। তুমি এ দিকের উদ্‌যোগ কব।

ইহা শুনিযা সাবিত্রী কার্য্যান্তবে গমন কবিলে নির্ম্মলা আসিয়া কহিলেন, রঙ্গিণী দিদি! তুই যা মাকে বল্‌ছিলি, সব শুনিতে পেয়েছি। কেমন দেখে এলি সত্য বল।

রঙ্গিণী। আমি ত আব ঘটকালি খাবনা যে মিথ্যা বলিব? তাতে আবাব তোমার বর। কিন্তু ভাই, এক মুখে সেরূপের এক আনাও বলিতে পারিব না।

তুমি গুণবতী, তাহাতে যুবতি, তব যোগ্য পতি,
বটে সে জন।
রূপ দেখে তারি, যাই বলি হারি, বিনোদ বেহারী,
রতি মোহন ॥
যা বলি ভুলনা, চাঁদের তুলনা, তুলিতে তুলনা,
বদনে তার।
মৃদু মৃদু হাসি, ক্ষরে সুধা রাশি, সাবাশী সাবাশী,
শতেক বার ॥
কিবা দুটী উরু, কিবা দুটী ভুরু, হইতেছে সুরু,
উঠিতে গোঁপ।
সে শুকপাখীর, কি গুণ আঁখির, করে রমণীর,
ধৈরজ লোপ ॥
মধুর কথায়, মন গলে যায়, শিথিল কোথায়।
ভাবছি তাই।
নিকটে তাঁহার, গেলে এক বার, ফিরে আসা ভার,
হয় যে ভাই ॥

যা দেখে এলাম তা আমার মনই জানে কিন্তু প্রকাশ কর্ত্তে নাপেরে বড় খেদ রহিল।

নির্ম্মলা। রঙ্গিনী দিদি, তোর কথা শুনে আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্চে, তা এক মুখে বল্‌তে পারিনে। আর বোধ হচ্চে যেন তুই আমার এই সুখের মূল। যদি পরমেশ্বর কখন দিন দেন, তোর কিছু উপকার করিব। তোর মত সরল লোক আর দেখিতে পাওয়া যায়না। পরের ভাল দেখে আমোদ করে এমন লোক অতি কম।

রঙ্গিণী। তুমি ভাল বাস তাই ভাল বলচো, কিন্তু আমার পেটে কিছুই গুণ নেই। বলে—

“কি ক্ষণে তায় হেরেছিলাম, নয়নের কোণে লো,
নয়নের কোণে।
সেই অবধি ভুল্‌তে নারি, জাগে মনে মনে লো,
জাগে মনে মনে ॥

পাড়ার লোকে দেখ্‌লে তারে, মুখ ঘুরিয়ে যায় গো,
মুখ ঘুরিয়ে যায়।
আমার নয়ন তাহার পানে, ঘুর ঘুরিয়ে চায় গো,
ঘুর ঘুরিয়ে চায়॥

দেখ্‌লে ভাই, যে যারে ভাল বাসে, সেকি তার মন্দ দেখে? তুমি বামুণের মেয়ে, আমি গোয়ালার ঝি, তোমাতে আমাতে আকাশ পাতাল তফাত। কিন্তু ভাল বেসেচো ব'লে দিদি ব'লে ডাকচো, এক বিছানায় বস্‌তে দিচ্চো। আমার গুণ থাকুক না থাকুক, এ সকল তোমারি গুণে।

নির্ম্মলা। রঙ্গিণী দিদি, ভাল বাসা কি এক জনের দ্বারা হয়? ভাল না বাসিলে কি কেউ ভাল বাসিতে পারে? তুই ভাল বাসিস বলেই তোরে ভাল বাসী। যাহোক সে দিন তুই এসে বড় নিরানন্দে ফিরে গিয়েছিলি; সেই অবধি আমার মনে বড় দুঃখ রয়েচে। আজ একটী গান গা শুনি। আহা তোর খাসা গলা।

রঙ্গিণী। উঃ সে দিন যে মুখ ছোপ পেয়েছিলাম, সে কথা চিরকাল মনে থাকিবে। সেই অবধি দিব্যি করেচি, তোমার যদি ভাল বর হয়, তবেই বাসর ঘরে গলা খুলিব, নৈলে এ জন্মে আর গান গাব না। হরির ইচ্ছেয় তার ত যোগাড় হয়েচে, এখন একটী মালিনীর টপ্পা গাই।

গীত।

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

এত দিনের পরে নাতনী তোর, বুঝি ঘটিল বিয়ে।
নগরে এসেছে উড়ে, এক শিকলি কাটা টিয়ে॥
তুই যেমন পদ্মের কলি, সে তেমনি নবীন অলি,
এই বয়সে আমিই জ্বলি, তারে নিরখিয়ে॥
প্রেমিকের অগ্রগামী, হবে তব যোগ্য স্বামী,
বুঝিয়া রেখেছি আমি,, ঘরে বাসা দিয়ে॥

নির্ম্মলা। এত খাসা গান, আমার ইচ্ছা হয় সমস্ত দিন তোর গান শুনি।

রঙ্গিণী। আমিত তোমার বাঁধাই আছি বোন, যখন মনে করবে তখনি শুন্‌তে পাবে। যাই এখন সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম সেরে আসি। আজ বাসব ঘবে সাবা রাত জাগ্‌তে হবে। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া কহিল, এই যে ববের চাকর আস্‌চে, কিরে ও দিকের কত দূর ?

চাকব কেনাবাম কহিল, ঘনশ্যাম ঘোষালের বাড়ীতে বর এসে পৌছেচেন। জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যপ্রিয় বাবু সকলেই সেখানে আছেন। তাঁরা পুরোহিত মহাশয়কে ডেকে নিয়ে যেতে বল্লেন, তিনি কোথায় ?

কেনারামেব বাচনীক পাত্রের পৌছন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রীর পুবোহিত বরের নিকট উপস্থিত হওতঃ কহিলেন, বাবাজী ! তোমার সহিত এই বিবাহেব সম্বন্ধ শুনিযা অবধি যে কিরূপ সুখী হওয়া গিয়াছে, তাহা এক মুখে বলিতে পারা যায না। কন্যাটী পরমাসুন্দরী এবং বিদ্যাবতী। তুমিও তদুপযুক্ত পাত্র।

বিনোদ বেহাবী কহিলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা বলেন। ফলতঃ আমাব এমন কোন গুণ নাই যে আপনার প্রশংসার যোগ্য হই।

পুরোহিত। বাপুহে ! ফলবান বৃক্ষ অবনতই থাকে। তুমি বিদ্যাবান, সুতরাং নম্র ধাবা অবলম্বন কবিয়াছে। তোমার বদনে যদি আত্মশ্লাঘা রূপ হলাহল পূর্ণ বাক্য শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি বিদ্যার গৌবব থাকিত ? যাহা হউক, সংপ্রতি শুভ লগ্ন সমুপস্থিত, আর বিলম্ব করা উচিত নয, সেখানে সকলি প্রস্তুত।

বর গাত্রোত্থান করিলেন। পুরোহিত সমভিব্যাহারে সাবিত্রীব অন্তঃপুরে গমন কবিয়া বরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হেমলতা, চম্পকলতা, কণকলতা, শুভদা, সুখদা, জ্ঞানদা, সুশীলা রঙ্গিণী প্রভৃতি প্রতিবাসিনী গণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

সুখদা কহিল, ও শুভদা বাসর ঘরটা ভাল করে সাজানা। এদের বাড়ীতে কি লোক আছে ? আমাকেরই দেখে শুনে করিতে হইবে।

শুভদা। হাঁ এ বাড়ীর গিন্নী বড় হাবা, তাই আমাদের ভরসায় বাসর ঘর সাজাতে বাঁকী রেখেচে। আমি এই দেখে আসচি, বাসর ঘরে "পড়লে সিঁদুর তোলা যায়"।

রঙ্গিণী কহিল তবে আর কি, আমরা বাসর ঘরে বসিগে চল। ঐ যে বর উঠিল, দিদি উলুদে উলুদে।

বিনোদ ও নির্ম্মলা বাসর ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। চারি দিকে স্ত্রীলোক থৈ থৈ করিতে লাগিল। রঙ্গিণী সম্মুখে বসিয়া কহিল, কি হে নাত জামাই! চিন্তে পাব কি?

বর কহিলেন, না চিনিবার কারণ ত কিছু দেখিতে পাচ্চিনে।

রঙ্গিণী। কারণ অনেক আছে। একে ত নির্ম্মলা যোগ্য মেয়ে, তাতে সুন্দরী, তাতে আবার বিদ্যাবতী। এমন মেয়েকে পেয়ে যে তুমি আমাদের চিন্তে পারবে, এমন ত বোধ হয় না। বলে——

"একে ত বসন্ত কাল, তায় উভয়ে মিল।
তাতে আবার কাণের কাছে, ডাকৃতেছে কোকীল।
বসময় এখন তোমার, পাতবে পাঁচকিল" ॥

এ সময় চিন্তে পারা বড় শক্ত হে।

বিনোদ। রঙ্গিণী দিদি, তুমি যা বলচো তা সত্য বটে। অনেকে দিন পেয়ে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করে না, কিন্তু আমাদের সেরূপ স্বভাব নয়, বিশেষ তোমরা আমার প্রেয়সীর সহচরী, তোমাদের ত কখনই বিস্মরণ হইবার কথা নয়।

রঙ্গিণী। অমন কথা অনেকেই বলে থাকে, কিন্তু কাজে ফলে না। বলে——

"পাষাণ বুকো মিষ্টি মুখো, পুরুষ শটের সার।
কথায় বলে আমি তোমার, কাজের সময় আর ॥
বিষম বেগে উথ্‌লে উঠে, পুরুষ নদীর ঢেউ।
খায় রমনী খাবি তাতে, তুলৃতে নারে কেউ" ॥

এই শুনলে ত ভাই পুরুষ কেমন নির্দ্দয়। তুমি নির্ম্মলাকে নিয়ে গেলে আর কি আমাদের মনে করিবে? আমরা আর কিছু চাইনে, দেখা হ'লে হেসে কথা কহিলেই ঢের হলো।

বিনোদ। বোধ হয় তোমরা কখন সরল মানুষের সঙ্গে আলাপ কর নাই। তাইতে পুরুষকে নির্দ্দয় বলিতেছ। দেখা হইলে হাসিয়া কথা

কওয়া ত সামান্য কথা, এই পুরুষ জাতির মধ্যে এমন লোক আছে যে এক দিনের আলাপে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে।"

রঙ্গিণী। ভাই! আমাদের বোধ হয় মেয়ে মানুষের মত পুরুষের মনটী সরল নয়। বলে——

"নারীর যেমন মনটী সরল, পুরুষের তা নয়।
প্রাণ দিয়ে পুরুষের হাতে, সদাই শঙ্কা হয়॥
স্বভাব দোষে ভাব ভেঙ্গেছে, কোন্ কালে কোন নারী।
পুরুষ বটে পোক্ত এতে, তুড়ে বল্‌তে পারি"॥

বিনোদ। এ তোমাদের ভ্রম, পরমেশ্বর উভয় জাতিকে পৃথক পৃথক মন দেন নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেক দুশ্চারিণীও দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অনেক সুশীলাও আছে। পুরুষের মধ্যেও এইরূপ। কেবল আমাদের দেশের প্রথা মন্দ বলিয়াই সচরাচর স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়।

রঙ্গিণী। যাক ওকথায় আর কাজ নেই, এখন সকলেই তোমার একটী গান শুনতে চাচ্চে। তুমি গাঁয়ের বর ব'লে কেউ কিছু ফুটে বল্‌তে পাচ্চে না, কিন্তু ভাই আমি ছাড়ব না। যেটা হয়ে থাকে, সেটা বাদ দেওয়া হবে না।

বিনোদ। আমার ত তাদৃশ গান শক্তি নাই, তবে তোমাদের অনুরোধে অবশ্য গাওয়া উচিত, কিন্তু এ গানে তৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিরক্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইবে। বিশেষ অন্য কোন গীত আমার অভ্যাস নাই, কেবল দুই একটী রাম মোহন রায়ের গীত জানা আছে মাত্র।

রঙ্গিণী হাসিতে হাসিতে কহিল, এ ত গঙ্গাতীরে অন্তর্জলীর জায়গা নয় যে রাম মোহন রায়ের গীত গাবে; এ বাসর ঘর, যাতে দশ জনের মনোরঞ্জন হয়, এমনি একটী গীত গাও।

বিনোদ বেহারীর রচনা শক্তি ছিল। কিঞ্চিৎকাল ভাবিয়া একটী গীত রচনা করিয়া কহিলেন, সংপ্রতি এই বিবাহে যে কুলভঙ্গ হইল, এই বিষয়ে একটী গীত গাই।

রঙ্গিণী কহিল গাও, কিন্তু একটু রস কস থাকে যেন।

বিনোদ। অধিক রসযুক্ত গীত আমার অভ্যাস নাই, তবে তোমরা নিতান্ত ছাড়িবেনা কি করিব?

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী।

আর তেমন নাই দারুণ কুলের মান।
শ্বশুর বাড়ীর মজা ভাঙ্গার আমোদ ভাঙ্গিলেন ভগবান॥
আর কি ভারতবর্ষ চিরকাল এক ভাবে রয়,
হইতেছে স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়,
ক্রমেই ইহার ফল ফলিতেছে চমৎকার,
অধিক ফলিবে কালে নাহি কিছু সন্দ তার,
করযোড়ে করি সেই বেথুনেরে নমস্কার;
অতুল্য তাঁহার কীর্ত্তি এতদ্দেশে বর্ত্তমান॥

এই ত ভাই তোমাদের কথা রক্ষার্থে একটী গাইলাম, এখন অনুমতি হয় ত একটু নিদ্রা যাই।

রঙ্গিণী। ও সকল অমঙ্গলে কথা বলোনা, বাসর ঘরে ঘুম কি? আজ সারা রাত জাগতে হইবে। যে গানটী গাহিলে, এর এক আনাও বুঝিতে পারিলাম না, একটী টপ্পা গাও।

বিনোদ। আমার স্বর যত মধুর, তাহাত শুনিতে পাইলে এখন তোমরা একটী গাও, আমি শুনি।

সুশীলা কহিলেন, রঙ্গিণী দিদি তুই একটী গা, জামাই তার উত্তর দিবেন, যদি না দিতে পারেন, হাততালি খাবেন।

রঙ্গিণী। বেশ বলেচো ভাই। ওহে নূতন বর। আমি নির্ম্মলার হয়ে একটী গীত গাই, তোমাকে এর উত্তর দিতে হবে। সেই উত্তরটী যদি সতের আনা রকম হয়, শত শত বাহবা পাবে, আর মনের মত উত্তর না হলে জানিব তুমি আমাদের নির্ম্মলার যোগ্য নও।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

দেখ হে দেখ হে প্রবোধন কর না হে অনুমতি।
অবলা অখলা আমি নাজানি প্রেমের পদ্ধতি॥

শুনেছি অনেকের কাছে, পিরিতে বিচ্ছেদ আছে,
তাই এসে ঘটে পাছে, ঐ ভয়ে ব্যাকুল অতি ॥
যদি দেখ কোন দোষ, না হইও অসন্তোষ,
অধিনীর প্রতি রোষ, কর নাহে প্রাণপতি ॥

বিনোদ। এ ত উত্তম গীত, আমি শুনিয়া পরিতুষ্ট হইলাম।

রঙ্গিণী। আমরা মেয়ে মানুষ, দশ হাত কাপড়ে কাচা নেই, আমরা যে তোমায় খুসী করিতে পারিব, তা স্বপনেও ভাবিনে, কিন্তু যে মেয়েকে তুমি বে করিলে ভাই, সে তোমায় খুসী করিতে পারিবে। এখন যে গীতটী গাহিলাম, তার উত্তর দেও, ফকা কথায় রাত কাটালে হবে না।

বিনোদ। ইহার উত্তর কথায় দিলে হবে না?

রঙ্গিণী। সে কি? তবে ত ইসারায় দিলেও হয়। আমি বসে গেয়েচি, তুমি দাঁড়িয়ে গাহিলে তবে ঠিক উত্তর হবে। উত্তরে এককাটি জেযাদা বৈ কম হলেই হাততালি পড়িবে। ষোল আনার উত্তর পাঁচ সিকে দিতে না পারিলে কি শোভা পায়? কি রকম উত্তর দিতে হয় তা শুন।

চড়ের উত্তর কিল। কিলের উত্তর শীল ॥
ভেড়ার উত্তর ঘোড়া। গেঁজের উত্তর তোড়া ॥
রূপার উত্তর সোণা। পুটীর উত্তর পোনা ॥
লুয়ের উত্তর শাল। বাটীর উত্তর থাল ॥
ফাঁসের উত্তর গিরে। সোণার উত্তর হীরে ॥
দড়ির উত্তর দড়া। ঘটির উত্তর ঘড়া ॥
মালার উত্তর হার। ছাইয়ের উত্তর ক্ষার ॥
গুড়ের উত্তর চিনি। টাকার উত্তর গিনি ॥

এমন রকমের উত্তর দিতে পারিলে তবে মনে লাগিবে। এখন শীগ্‌গীর গাও, আর রাত নেই, ঐ দেখ পূবে ফরসা হয়েচে। এই গীত শুনেই আজকের মত বিদায় নেব।

বিনোদ কহিলেন, তোমাদের পারা ভাব, যা ধরিবে কিছুতেই ছাড়িবে না। তবে একটী গাই শুন, কিন্তু তোমার গীতের উত্তর ভাল হবে না, আমার যেমন সাধ্য তদ্রূপই হবে, মনোনীত না হলে হাস্য করো না।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যে দিনে পেয়েছি প্রিয়ে আমি, করে রমণী মাণিক।
সেই দিনে বিচ্ছেদের সনে, বিচ্ছেদ আমার অধিক॥
অধিনী আগে হইলে, অধীন করিয়া নিলে,
প্রেমো ডোরেতে বাঁধিলে, লাভ হলো আশাধিক॥
সুজনে মন সুঁপিলে, না ছাড়ে প্রাণে মরিলে॥
তাহার প্রমাণ মিলে, মহাশ্বেতা পুণ্ডরিক॥

এই গান শুনিয়া সকলেই বরকে প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতা প্রাপ্ত হইয়া পুর্ব্বের দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। এবং তাঁহার গর্ব্ভজাত পুত্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা কুলীন কুমারী হইয়াও বিদ্যা বুদ্ধির বলে সৌভাগ্যবতী হইলেন। এবং কিয়ৎপরিমাণে কদাকার দেশাচারের গর্ব্ব খর্ব্ব করাতে নব্য সভ্যদিগের নিকট যশোলাভ করিলেন।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৮	নয়	লয়
২৩	২৩	সাজে	সাধে
৩০	১৮	শাস্ত্রে	শাস্ত্র
৩৪	৩	দুফুরে	দুপুরে
৩৭	৪	দুস্রাবস্থা	দুববস্থা
৫৬	২১	স্ত্রীলোকের	স্ত্রীলোকেরা
৬১	১৮	মরিলেও	মবিলে ত
৭০	১১	ভাস্কর	তস্কর
৭৫	১৭	নয়	লয
১০৯	১৩	পেটে	পেট
১১৯	২২	উপে	উবে
১২৩	৬	কণ্যার	কন্যার